প্রেসিডেন্সি কলেজ
প্রাসঙ্গিকী

১৮৩-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০ জানুয়ারি, ২০০০

প্রেসিডেন্সি কলেজ

কলিকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

২০ জানুয়ারি, ২০০০

১৮৩-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

প্রেসিডেন্সি কলেজ
৮৬/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।
দূরভাষ ঃ ২৪১-২৭৩৮/১৯৬০

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

[Annual report of the achievement and activities of different departments of the Presidency College, Calcutta for the year 1999]

১৮৩-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উপলক্ষে

(২০ জানুয়ারি, ২০০০)

অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়

সহায়তায় ঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও অ-শিক্ষক কর্মচারিবৃন্দ

বিতরণের জন্য মুদ্রিত

মুদ্রক ঃ **ক্যালকাটা রিপ্রো গ্রাফিক্স**
৩৬/৮বি, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬।

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

২০০০

বিষয়সূচী

বিভিন্ন পরিশিষ্ট

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

প্রেসিডেন্সি কলেজ আজ কেবল একটি শিক্ষায়তন নয়, একটি প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাদপ্রতিম প্রতিষ্ঠান। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-সংস্কার সব কিছুই সংহত হয়ে আছে এই একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। আমাদের সাধ ও সাধ্য, আমাদের হতে চাওয়া এবং হয়ে ওঠা—সব কিছুরই শেষ কথা যেন এই প্রতিষ্ঠান। এক স্বর্ণালী ঐতিহ্য এবং আলোকিত বর্তমানের উজ্জ্বল সহাবস্থান নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান আজ সকলের গর্ব।

শিক্ষায়তন হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজের আত্মপ্রকাশ ১৮৩ বছর আগে, ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি তারিখে। তখন অবশ্য এর নাম ছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজের দুটি বিভাগ ছিল, জুনিয়র এবং সিনিয়র সেকশন—জুনিয়র সেকশন এখন পরিচিত হিন্দু স্কুল নামে এবং সিনিয়র সেকশনই আজকের প্রেসিডেন্সি কলেজ। নামের এই পরিবর্তন ঘটে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে। নামের পরিবর্তন ঘটলেও ঐতিহ্যের পরিবর্তন ঘটে নি।

এমন একটা সময় এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা, যখন শিক্ষার আলো এদেশে ব্যাপক ভাবে প্রবেশাধিকার পায় নি। পুরনো ধরনের পাঠশালা অবশ্যই কিছু ছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্যের অভাবে তা ছিল ক্ষীয়মান। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার তেমন কোন ব্যাপক উদ্যোগ ইংরেজ সরকার গ্রহণ করেন নি। এদেশি এবং বিদেশি কিছু বিদ্যোৎসাহী মানুষের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এই বিদ্যায়তন এবং অল্পদিনের মধ্যেই পরিণত হয় এক আদর্শ প্রতিষ্ঠানে। কতো মহৎ প্রতিভা এখানে জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব অতিবাহিত করেছেন এবং পরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎ আলোকিত করেছেন অবিস্মরণীয় ঔজ্জ্বল্যে, তার উল্লেখ করে লাভ নেই, কারণ আমরা সকলেই তাঁদের নামের সঙ্গে পরিচিত। আশার কথা, তাঁদের স্মৃতিমাত্র আমাদের সম্বল নয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমানও সেই অতীত ঐহিত্যকে রক্ষা করে চলেছে আন্তরিক নিষ্ঠায়।

লক্ষ করা দরকার, ২০ জানুয়ারির এই দিনটি আমরা উদ্‌যাপন করি কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস হিসাবে নয়, প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস হিসাবে। কারণ আজ থেকে ১৮৩ বছর আগে যাঁরা একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছিলেন, তাঁদেরই আমরা স্মরণ করতে চাই গভীর শ্রদ্ধায়। তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন শিক্ষাজগতের কিংবদন্তী পুরুষ ডেভিড হেয়ার, সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্ট, জে. এইচ, হ্যারিংটন, জোসেফ ব্যারেটোর মতো ব্যক্তিত্ব, তেমনি আছেন শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী এদেশের বেশ কিছু স্মরণীয় মানুষ—বর্ধমানের মহারা[illegible] তেজচাঁদ বাহাদুর, জয়কৃষ্ণ সিংহ, পাথুরিয়া ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় দত্ত এবং আরো অনেকে।

যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজকের এই মহীরূহ সেদিন বীজাকারে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল, দিনটাকে 'প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস' হিসাবে চিহ্নিত করে আমরা তাঁদেরই স্মরণ করতে চাই কৃতজ্ঞ চিত্তে. আজকের আনন্দিত উদ্‌যাপন সেই বিনত শ্রদ্ধার প্রণতিতে পবিত্র হয়ে ওঠে।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

১৯৯৯-এর প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন

১৯৯৯-এর ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৮২তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস সমারোহ, গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও গুজরাট হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী গণেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষালের। এঁদের উভয়েই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। কিন্তু আকস্মিক অসুস্থতাবশত অধ্যাপক ঘোষাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নি।

'মেন বিল্ডিংস্'-এর আর্টস্ লাইব্রেরি হলে প্রতিষ্ঠাতৃদের উদ্দেশ্যে বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠাফলকে মাল্যদান ও শুভ দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচিত হয় বেলা পৌনে একটায়। তারপরে উপস্থিত সবাই ডিরোজিও হলে উপস্থিত হন। পুরস্কার বিতরণ ও মাননীয় অতিথিবর্গের ভাষণের পর সকলে কলেজের মাঠে আসেন। সেখানে প্রাক্তনী সংসদের আয়োজিত পুনর্মিলন উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবাই সাগ্রহে যোগ দেন। বর্তমান ছাত্র-ছত্রীরা নৃত্যগীত পরিবেশন করে। প্রাক্তনীরাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ৫০০ জন প্রাক্তনীসমেত প্রায় ১১০০ জন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডিরোজিও জন্মজয়ন্তী

গত ১৭ই এপ্রিল শনিবার বেলা একটায় কলেজের 'নিউ পি-এল্-টি'তে হিন্দু কলেজের প্রবাদ-প্রতিম শিক্ষক, ইয়ংবেঙ্গলের মন্ত্রগুরু ও ভারতের নবজাগরণের উদ্‌গাতা হেনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিওর ১৯০তম জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডঃ প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ভাষণ দেয় প্রথম বর্ষের ছাত্রী তিস্তা দাস। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখার্জি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উদ্‌বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শিক্ষাকর্মী শ্রী তপন দত্ত। এ ছাড়া তিনি ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত রচিত ও শ্রী অরুণকুমার বসু সুরারোপিত ডিরোজিও প্রশস্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ধন্যবাদন জ্ঞাপন করেন কলেজের প্রধান সহকারী শ্রীদিবাকর বসু। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলেজের বার্সার ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

১৫ই অগাস্ট, ১৯৯৯ ভারতবর্ষের ৫৩তম স্বাধীনতা দিবস যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও এবার ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়ভাবে বেশি।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখার্জী। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে সভা আরম্ভ হয়। অধ্যক্ষ মহাশয়ের উদ্বোধনী ভাষণের পর মূল ভাষণ দেন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডঃ প্রশান্তকুমার রায়। শিক্ষাকর্মীদের পক্ষে ভাষণ দেন কলেজের প্রধান সহকারী শ্রীদিবাকর বসু। ছাত্রদের পক্ষে বক্তব্য রাখে ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি শ্রী হরপ্রসাদ সিংহ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাজেশ কুমার পাণ্ডে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষক-সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক অমিতাভ চ্যাটার্জি। তারপর জাতীয় সঙ্গীত গীত হয় ও মিষ্টিমুখের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বার্সার ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত।

১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক সূচনা ঃ

১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯। এই উপলক্ষে ডিরোজিও হলে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলেজের ঐতিহ্য সংস্কৃত ও বহমান উৎকর্ষের বিষয়ে অবহিত করানো হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পদার্থবিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুব্রত দত্ত। তিনি প্রথমেই নবাগত ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যক্ষকে পরিচিত করেন। অতঃপর অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখার্জি মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত বিভাগের প্রধানদের এবং বার্সারের পরিচয় দেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ কয়ার 'আমাদের গান' গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে। অধ্যক্ষ তার স্বাগত ভাষণে ছাত্রদের এই কলেজের অতীত ইতিহাস, এর গৌরবোজ্জ্বল ধারাবাহিকতা এবং দেশে ও জাতির অগ্রগতির প্রতিটি বাঁকে এর উল্লেখ্যে ও উজ্জ্বল উপস্থিতি ও ভূমিকার কথা বলে নবাগত ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন কলেজের বার্সার ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত, শিক্ষক-সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক অমিতাভ চ্যাটার্জি ও ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাজেশ কুমার পাণ্ডে। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ কয়ারের সমাপ্তি সঙ্গীতের পরে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্ররা বর্ণানুক্রমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে বিভাগে যায়।

শোক সংবাদ

অর্থনীতি বিভাগের কর্মরতা অধ্যাপিকা ডঃ ঊর্মিলা বন্দ্যোপ্যাধায়ের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকস্তব্ধ। আরো কিছু প্রাক্তন অধ্যাপকের প্রয়াণে আমরা মর্মাহত, এঁরা হলেন, ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান শৈলেন্দ্র কুমার সেন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শিক্ষাব্রতী ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অমিয়কুমার দত্ত। এঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

১৯৯৯-২০০০ কলেজের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৭৪৩। এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৭৩৬ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১০০৭।

সরকারী পুরস্কার ও বৃত্তি

এ বছর জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে ১১ জন, মেধা বৃত্তি পেয়েছে ৩ জন, হিন্দাভাষী বৃত্তি ২৩ জন, বিশেষ বৃত্তি ১ জন। বৃত্তি প্রাপকের মোট সংখ্যা ৩৮।

অছি তহবিলের খবর

প্রেসিডেন্সি কলেজে বর্তমানে মোট ৮৯টি অছি তহবিল আছে। এদের মোট অর্থমূল্য ১৬,২৩,১৫০ টাকা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায় গড়ে ওঠা এই তহবিলগুলি থেকে প্রতিবছর মেধা, মেধা-সংগতি, এককালীন অনুদান ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হয়ে থাকে। এই তহবিলগুলির বেশির ভাগই প্রবন্ধক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রিয়জনের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। আবার এদের কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষক ও ছাত্রদের নাম। তাই প্রাপকদের কাছে এদের মূল্য শুধুমাত্র অর্থের নিরিখে পরিমেয় নয়।

আলোচ্য বছরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মোট প্রায় ১,২৫,০০০ টাকা মূল্যের পুরস্কার, পদক ও মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ 'পরিশিষ্ট ঃ ২'-এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত মোট ২৫ জনকে ২৪,০০০ টাকা মূল্যের প্রেসিডেন্সি কলেজ স্নাতক ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। আর্থিক সংগতিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ টি, এস্, স্টার্লিং-এর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী সংগঠিত তাঁরই নামাঙ্কিত তহবিল থেকে ১৮ জনকে মোট ২০১৬০ টাকার এবং ১৫ জনকে এককালীন অনুদান হিসাবে ৭০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের স্বেচ্ছাদানে গড়ে ওঠা ছাত্র-সহায়ক তহবিল ও বি. সি. লাহা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ্ তহবিল আছে। এই ক্ষেত্রে এবার কোনও আবেদনকারী ছিল না। ১৮ জনকে পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি-প্রদান, শিক্ষকমূলক ভ্রমণ ইত্যাদি খাতে ১৪০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। আলোচনা-চক্র সংগঠনের জন্য ব্যয়িত হয়েছে ২০০০ টাকা (৪টি বিভাগের জন্য)।

আলোচ্য বছরে মেধা ও সংগতির বিচারে ২০ জন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে মোট ২৮,৩৫০ টাকা 'হোস্টেল স্টাইপেন্ড' দেওয়া হয়েছে। কলেজের প্রখ্যাত প্রাক্তনী ও অর্থনীতিবিদ্ সুখময় চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত তহবিল ও গভর্ণমেন্ট কলেজ হিন্দু হোস্টেল সেন্টেনারী স্কলারশিপ্ ফাণ্ড থেকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৯৯২ সালে কলেজের ১৭৫ বর্ষপূর্তি মহোৎসবে উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে গঠিত তহবিল থেকে কলেজের ৩টি বিভাগকে আলোচনাচক্র সংগঠনের জন্য ২২০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে অছি তহবিলের একটি সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হ'ল। আরও বিস্তারিত বিবরণ কলেজের 'বার্সার'-এর অফিসে পাওয়া যাবে। এছাড়াও আরও কিছু তহবিল গঠনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। যথাসময়ে ও যথাবিধায় সেগুলি সংগঠিত হবে।

কলেজের বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অর্থনীতি বিভাগ

বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল ঃ বি. এস. সি. পার্ট ওয়ান পরীক্ষা ঃ ২৯ জনের মধ্যে ২১ জন প্রথম শ্রেণী। বি. এস. সি. পার্ট টু পরীক্ষা ঃ ৩০ জনের মধ্যে ১৬ জন প্রথম শ্রেণী।

অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকদের সাথে বিভাগের নিয়মিত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে। অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মিহির রক্ষিতের সাথে দীর্ঘ তিন দশকাধিক বছরের সম্পর্ক থেকে বর্তমান ছাত্ররাও উপকৃত হচ্ছে। অধ্যাপক আশিস দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সৌম্যেন্দ্রনাথ সিকদার, অধ্যাপক অনুপ সিনহা, অধ্যাপক সুমন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অভিরূপ সরকার, অধ্যাপক অম্বরনাথ ঘোষ ও অধ্যাপক কৌশিক গুপ্ত নানা সময়ে কিছু কিছু ক্লাস নিয়ে বিভিন্ন বিষয় পড়িয়ে যান। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শে বিভাগ অত্যন্ত উপকৃত।

অধ্যাপক শ্রীমন্ত কুমার ভৌমিক IGIDR কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর সেমিনারের বিষয় হল "Land Reforms as an alternative to New Agricultural Strategy." নোবেল প্রাইজজয়ী Robert Mundell-এর ওপর তাঁর একটি লেখা The Statesmans-এ (1.12.99) প্রকাশিত হয়েছে। SAARC Regional Trade-এর ওপর তাঁর একটি লেখা Times of India তে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ড. ভৌমিক গত বছর মে মাসে Reader পদে উন্নীত হয়েছেন।

প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী কৌশিক গুপ্তর Ph. D. বৃত্তির জন্য গবেষণাপত্রটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।

এই বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ ঊর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৩.১১.৯৯ তারিখে অকাল-প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিভাগ অত্যন্ত মর্মাহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি সবেমাত্র U.G.C.-র একটি Project-এর অনুমোদন লাভ করেছিলেন।

ইংরেজি বিভাগ

প্রথমে বলি, ইংরেজি বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের কথা। সাধারণভাবে পরীক্ষার ফল মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও পরিতাপের বিষয় এই যে, স্নাতকস্তরের সাম্মানিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং প্রথম ভাগে কেউই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় নি। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম স্থানাধিকারিনীর নম্বর প্রায় ৫৯%। প্রথম ভাগের প্রথম যে হয়েছে তার শতকরা নম্বর আরও কম, ৫৬%-র অল্প বেশি। সবটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বহীনতার নামে চালালে বোধহয় উচিত কাজ হবে না। পড়াশুনোর পরিবেশ সর্বদা যে বজায় থেকেছে এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। আশা করি শিক্ষক ও ছাত্রের যৌথ উদ্যোগে বিভাগটি পুরনো গৌরব অচিরেই ফিরে পাবে। 'মেঘ ক্ষণিকের'।

এবারে আসা যাক শিক্ষক-সংখ্যার অপ্রতুলতার কথায়। বিভাগের অনুমোদিত পদের সংখ্যা এগার, যার মধ্যে তিনজন সিনিয়র সার্ভিসের। বর্তমানে বিভাগে একজনও সিনিয়ার সার্ভিসের পদাধিকারী নেই। তিনটি পদের মধ্যে একটিকে রূপান্তরিত করে তিনজন আংশিক সময়ের শিক্ষক নেওয়া হয়েছিল তা প্রাসঙ্গিকীর গত সংখ্যার পাঠকেরা জানেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আংশিক পদের শিক্ষিকা মাত্র একজন। আর পূর্ণ সময়ের শিক্ষক সাতজন। বাতাসে এই জনশ্রুতি প্রবল যে অচিরেই দুজন শিক্ষক পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবেন। এই খবর আমাদের পক্ষে আতঙ্কের। সরকারকে অবহিত হতে বলে নিয়মাফিক আবেদন শীঘ্রই করা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার কতটা তৎপর হবেন বলা কঠিন।

কলেজের অন্যান্য কাজকর্ম যথাযথই চলছে। সেমিনার লাইব্রেরিতে কিছু নতুন বই এসেছে। সম্প্রতি এইটিকে উন্নত করার প্রয়াস প্রায় সম্পূর্ণ। অনার্স লাইব্রেরিটি কিন্তু প্রায় অকেজো। যথারীতি তৃতীয় ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে প্রথমবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান হয়। ঐ অনুষ্ঠানে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশের অনুপস্থিতি দুঃখজনক। তবে দ্বিতীয় ও প্রথম বর্ষের উদ্দীপনায় নৃত্য-গীত, কবিতা ও ভাষণে দিনটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

গত বছরে যে কম্পিউটারটি বিভাগে আগন্তুক ছিল এই বছরে সেটি অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। শুধু একটি অসুবিধে, এই বিভাগের অধিকাংশ সদস্যই এই যন্ত্রটির ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি, ফলে দুয়েকজনের উপর চাপ পড়ে যায়। শ্রীমতী জয়তী গুপ্তকেই এই ব্যাপারে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছে। সময়বিশেষে ডঃ তপতী গুপ্ত ও শ্রীমতী মানু আড্ডি তাঁকে সাহায্য করেছেন। সংকীর্ণ পাঠক্রম বহির্ভূত জ্ঞানানুশীলন বিভাগে এবারও অব্যাহত। ডঃ তপতী গুপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন জানুয়ারি ১৯৯৯ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত রিফ্রেশার কোর্সে। তাঁর বিষয় ছিল 'Twentieth Century Art : Trends and Movements" এ ছাড়া ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজে ডিসেম্বরে আয়োজিত আলোচনাচক্রে তিনি শিল্প ও সাহিত্যের যোগাযোগ বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সেমিনারে 'The Eighteenth Century Oriental Tale' বিষয়ে ভাষণ দেন। তাঁর একটি লেখাও 'Traveller Extraordinary' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকার জুন ১৯৯৯ সংখ্যায় "Rabindranath's 'Atmaparichaya' and the concept of Akshara" এবং 'যুবমানসে'র বিশেষ জীবনানন্দ সংখ্যায় 'উনিশ শতকের সমাজ ও জীবনানন্দ দাশ' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ডঃ সমীরকুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি রিডার পদে উন্নীত হয়েছেন। এ ছাড়া অন্যান্যদের সহযোগিতা বিভাগকে সচল রেখেছে।

এই বছরে বিভাগ থেকে চারটি বক্তৃতা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মার্চ মাসের ৬ তারিখে ডঃ সুপ্রিয়া চৌধুরি 'The Name of action' : The Question of Agency in Shakespearean Tragedy" এই শিরোনামে একটি চিন্তাসমৃদ্ধ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে ডঃ সুমিতা চক্রবর্তীর বিষয় ছিল 'জীবনানন্দ ঃ একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন'। জীবনানন্দের কাব্য, কথা-সাহিত্য ও বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের আলোচনা উপভোগ্য হয়। এই উপলক্ষে প্রথম বার্ষিক সাম্মানিক শ্রেণীর প্রায় সকলেই কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করে। অধ্যাপকদের মধ্যে ডঃ সমীরকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রী অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের সঙ্গে যোগ দেন। সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখে ডঃ কৃষ্ণা সেন, 'The Question of Genres' শীর্ষক এক মরমী ও রসস্নিগ্ধ আলোচনা করেন। ঐ মাসেরই ২৭ তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীপ্রদোষ ভট্টাচার্য 'Protagonists and Antagonists in some of the Old and Middle English Text বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের প্রশ্ন ও মন্তব্যে প্রত্যেক বক্তাই নিজ বক্তব্য বিশদ করার সুযোগ পান।

ইতিহাস বিভাগ

অন্যান্য বছরের মত এবছরেও ইতিহাস বিভাগে আলোচনাচক্র ও বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতাপচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতার পরিবর্তে এবছর একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল 'Gender in Bengali Society'. অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী, ডঃ ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জী, ডঃ তাপ্তী রায় ও শ্রীমতী নূপুর চৌধুরী গবেষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। শেষে বিভিন্ন বক্তৃতার ওপর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এবছর ইতিহাস সংসদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক গৌতম ভদ্র। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন ঃ উদ্‌যাপন, বিপণন ও বিভাজন।' বক্তৃতাটি অধ্যাপক সরকারের জন্মদিন উপলক্ষে ১৯শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অধ্যাপক রজতকান্ত রায়ের অধীনে ইতিহাস বিভাগে 'Marriage, Law and Gender in Colonial Bengal' বিষয়ে গবেষণার জন্য শ্রীমতী নূপুর চৌধুরী ICHR-এর অনুদান পেয়েছেন। অধ্যাপক রজতকান্ত রায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত Refresher Course-এ Women, Modern India and the Freedom Movement বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

শ্রীসুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী K. A. Stiftung দ্বারা আয়োজিত "Peace as Value" শীর্ষক আলোচনাচক্রে দার্জিলিং এর ওপরে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

বিভাগের ছাত্র বোরিয়া মজুমদার এবছরের Rhodes Scholarship পেয়েছেন।

বিভাগে দুটি পদ শূন্য রয়েছে। এগুলি অবিলম্বে পূরণ করা প্রয়োজন।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

পরীক্ষার ফল ঃ ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের স্নাতক (সাম্মানিক) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ফলাফল অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী সন্তোষজনক হয়েছে। স্নাতক

পর্যায়ে মোট ১৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১২ জন প্রথম শ্রেণী ও বাকী ৭ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই পরীক্ষায়, গত বছরের মত, এবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই বিভাগের ছাত্র শ্রী পীযূষ খাণ্ডেলিয়া। পীযূষ সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও প্রথম হয়ে এখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ল্যান্ট মলিকুলার বায়োলজি বিষয় নিয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৭ জন প্রথম শ্রেণী ও ২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ এবছর পূজাবকাশে তিনটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ডঃ মলয় চক্রবর্তী ও ডঃ পরশুরাম কামিল্যা (আংশিক সময়ের অধ্যাপক) কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও ও তার নিকটবর্তী জায়গায় উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করেছেন। তৃতীয় বর্ষের (স্নাতক, সাম্মানিক) ছাত্রছাত্রীরা গারওয়াল ও কুমাওঁ পার্বত্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদরাজি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেছে। এই ভ্রমণসূচীর দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক সত্যরঞ্জন সাহা, ডঃ তড়িৎকুমার সাধু ও ডঃ অশোক কুমার দাস। আর একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণে ডঃ মধুব্রত চৌধুরী ও ডঃ সুবীর বেরা দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মানেভঞ্জন, রিম্‌বিকের সিংগালিলা জাতীয় অরণ্য, জোরথাং ও তার আশেপাশের গাছগাছালির সঙ্গে পরিচিত করান। এতে সহায়তা করেন মহঃ দেলাম্বিয়া।

আসা যাওয়া ঃ বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অশোক রায় অবসর নিয়েছেন গত ৩১. ৭. ৯৯ তারিখে। বর্তমানে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার নিয়েছেন অধ্যাপক মদনমোহন ভট্টাচার্য গত ১. ৮. ৯৯ তারিখে। উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা ও প্রাণরসায়ণ শাখায় অনেকদিনকোনও শিক্ষক না থাকায় ঐ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধে হচ্ছিল। ডঃ তড়িৎকুমার সাধু চন্দননগর সরকারী কলেজ থেকে বদলি হয়ে বিভাগে গত ১০।৬।৯৯ তারিখে যোগদান করায় ছাত্রছাত্রীদের সুবিধে হয়েছে। ডঃ রুমা পাল গত ৩।৮।৯৯ তারিখে বিভাগে যোগদান করেছেন। তিনি শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের বিশেষজ্ঞ। প্রয়াত ডঃ প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পর এই বিভাগে উল্লিখিত শাখার কোনও শিক্ষক যোগদান করলেন। এছাড়াও, গত ২।২।৯৯ তারিখে আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসেবে ডঃ পরশুরাম কামিল্যা, শ্রী মলয় কুমার আদক ও শ্রীমতি সুপত্রা সেন যোগদান করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে বর্তমান ডি. ডি. পি. আই প্রফেসর ডঃ তিমির বরণ ঝা তাঁর কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অতিথি অধ্যাপক হিসেবে প্রতি শনিবার উদ্ভিদ টিস্যু কালচার বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন যা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী ও অশিক্ষক কর্মচারীদের উৎসাহিত করে তুলেছে।

গবেষণা ঃ গবেষণার কাজে বিভাগের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এবছর শ্রী দীনেশ হালদার ডঃ বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (অবসৃত) ও ডঃ জলদবরণ রায়ের তত্ত্বাবধানে "Nature and hyphomycetous fungi of West Bengal" শীর্ষক Ph. D thesis কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছেন। শ্রীদীনেশ হালদার বর্তমানে অধ্যাপক ডঃ অশোককুমার দাশের তত্ত্বাবধানে গবেষণামূলক পত্রিকা ও প্রবন্ধ প্রকাশনার জন্য বিশেষ বিভাগে কাজ করছেন। ডঃ মলয় চক্রবর্ত্তী, ডঃ সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ ও ডঃ অশোককুমার দাস ছত্রাক ও উদ্ভিদ রোগবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা করছেন। University Grants Commission (minor) এর পৃষ্ঠপোষকতায় ডঃ অশোককুমার দাস ও অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) তত্ত্বাবধানে দুজন গবেষিকা Ph. D গবেষণার কাজ করছেন। ডঃ সুবীর বেরার তত্ত্বাবধানে শ্রী দেবাশীষ জানা, শ্রী আনন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতি ইলোরা সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং শ্রী সমীরকুমার মুখোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph.D. ডিগ্রির জন্য গবেষণা করছেন। অধ্যাপক সত্যরঞ্জন সাহা, ডঃ তড়িৎকুমার সাধু, ডঃ মধুব্রত চৌধুরী, অধ্যাপক মদমোহন ভট্টাচার্য ও ডঃ রুমা পাল নিজ নিজ শাখার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত আছেন।

প্রয়াণ ঃ শিক্ষা ও গবেষণায় নিবেদিত প্রাণ, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ অমিয়কুমার দত্ত-র আকস্মিক প্রয়াণে এই বিভাগ তার দীর্ঘদিনের দুই নিষ্ঠাবান অধ্যাপককে হারালো। বিভাগের অসংখ্য শোকস্তব্ধ ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী গুণমুগ্ধরা তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে।

বিভাগের স্থানাভাব সমস্যা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। অধ্যক্ষমহাশয়কে ধন্যবাদ, তিনি দুদিন বিভাগে নিজে এসে বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে বসে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা, এখনও এই সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। আমরা আশাবাদী, অদূর ভবিষ্যতে এর সমাধান হবে। লোকাভাব আরও একটি সমস্যা। সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের স্বার্থে আরো কিছু পদ (যেমন একজন টাইপিস্ট, উদ্ভিদ সংগ্রাহক) সৃষ্ট করা এবং শূন্যপদ (যেমন WBSES এর একটি পদ) পূরণ করা আশু প্রয়োজন।

গণিত বিভাগ

১৯৯৮ সালের বি. এস. সি. অনার্স পার্ট-টু পরীক্ষায় আটজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দুজন প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পেয়েছে। বাকি ছয়জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স পায়। এদের মধ্যে একজন অল্পের জন্য প্রথমশ্রেণীর অনার্স নম্বর থেকে বঞ্চিত হয়। সম্প্রতি পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় চোদ্দজনের মধ্যে পাঁচজনের প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর আছে। বাকি সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে গণিত বিভাগে একটি সেমিনার আয়োজিত হয়েছে। এই সেমিনারের বক্তা ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপঙ্কর রায়। তিনি 'Mathematical Study on the theory of Social Choice'-এর উপর মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন।

বিভাগের তিনটি অধ্যাপক পদ শূন্য থাকায় স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। আশা করা যায় এই শূন্যপদগুলি পূর্ণ হলে কাজকর্ম আরো ত্বরান্বিত হবে।

দর্শন বিভাগ

১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে দর্শন বিভাগের সাম্মানিক ছাত্র-ছাত্রীদের পার্ট-টু পরীক্ষার ফলাফল পূর্ব বছরের তুলনায় কিছুটা খারাপ হলেও ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক নয়। মোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছে এবং ঐ পরীক্ষায় তাদের মধ্যে একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেছে। স্নাতক পর্যায়ের পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার ফলাফল আশাপ্রদ ; মোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬ জন প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে, এবং সম্ভবতঃ তাদের মধ্যেই একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। অপর ৩ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বরের প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে, তাদের পার্ট-টু পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত দর্শনের এম.এ. পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় এই বিভাগের অন্তর্গত ২ জন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে ; পার্ট-টু পরীক্ষাতেও কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রথম শ্রেণীর লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঐতিহ্য পরম্পরায় বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে ক্লাসের বাইরেও পঠন-পাঠন বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা পায়। অধ্যাপিকা শ্রীমতী মুখার্জি (রায়) ও অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা বক্সীর যৌথ তত্ত্বাবধানে এই বিভাগে একটি সেমিনার লাইব্রেরি চালু আছে ; এই শিক্ষাবর্ষ হতে সেমিনার লাইব্রেরির পরিচালনায় বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্ত করা হয়েছে। এই শিক্ষাবর্ষে সেমিনার লাইব্রেরিটির কিছু সংস্কার সাধন করা হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে এটিকে আরো উন্নত করার চেষ্টা চলছে। বিভাগীয় রীতি অনুযায়ী এই শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা বিষয়ক বেশ কিছুসংখ্যক বক্তৃতা ও আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়েছে ; তার মধ্যে বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ দীক্ষিত গুপ্ত ও ডঃ জে. এল. শ-এর বক্তৃতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন এরূপ বক্তৃতা ও আলোচনা-সভার প্রতি অধিক আগ্রহী হয় সে ব্যাপারে বর্তমান বিভাগীয় প্রধান বিশেষভাবে সচেষ্ট আছেন।

বিভাগীয় সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই পঠন-পাঠন মান উন্নত করার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র রচিত "The Nature of Indentity-Statements : A Philosophical Analysis" শিরোনামে একটি বই ১৯৯৯ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপিকা ডঃ মন্দিরা মুখোপাধ্যায় UGC অনুমোদিত "Philosophical Approach to Sentence Meaning and its relevance to present days" শিরোনামে একটি Project-এর উপর গবেষণামূলক কাজে ব্রতী আছেন। অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী মুখার্জি (রায়) UGC অনুমোদিত "The Concept of Environmental Ethics and its basis in Indian Philosophy" শিরোনামে একটি Project-এর উপর গবেষণামূলক কাজে বেশ কিছুটা অগ্রসরতা লাভ করেছেন। অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা বক্সী কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি. এইচ্. ডি-এর জন্য "Existence and Predication" শিরোনামক বিষয়ের উপর গবেষণার কাজে ব্রতী আছেন।

W.B.S.E.S-এর একটি অধ্যাপক পদ ও W.B.E.S.-এর একটি পদ, দীর্ঘদিন হতে শূন্য রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে ডঃ ঋতাবরী রায় মৌলিক, অধ্যাপক সুব্রত বসু ও শ্রীমতী পৃথা ঘোষ আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে এই বিভাগে কর্মরত আছেন। আংশিক সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেও তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা দর্শন বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভিন্ন বিভাগে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন চালু করার যে উদ্যোগ চলছে তার প্রেক্ষিতে বিভাগের শূন্য পদ দুটিতে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক অচিরে নিয়োগ করা এবং শিক্ষকপদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

এ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে পার্ট ১ অনার্সের ছাত্রছাত্রীরা—১৯ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই ৬০% এর ওপর নম্বর পেয়েছে। এটা কলেজের একটি সর্বকালীন রেকর্ড। পার্ট টু অনার্সে ১৩ জন ও এম এস সি তে ১৯ জন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। আমাদের ছাত্ররা অন্যান্য বছরের মতো Indian Institute of Science, Kanpur I.I.T., JNU, Saha Institute of Nuclear Physics ও S. N. Bose National Centre for Basic Sciences এ গবেষণার সুযোগ পেয়েছে।

বিভাগ থেকে Indian Association of Physics Teachers-এর সহযোগিতায় একটি workshop on Laboratory Experiments-এর আয়োজন করা হয়েছিল—এতে কলিকাতার দশটি নামী কলেজের ২০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। এর Valedictory অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক চঞ্চল মজুমদার। Indian Physics Association-এর সহযোগিতায় Microelectronics-এর ওপর একটি সেমিনার বিজ্ঞান কলেজে মেঘনাদ সাহা হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন বিভাগের ডঃ প্রদীপ দত্ত। ডিসেম্বর মাসে Modernisation of Govt. College Libraries ওপর একটি আলোচনা বিভাগে হয়েছিল—এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন Govt. College Teachers Association। এতে কমপিউটারের সাহায্যে পাঠাগারের বইএর Indexing, cataloguling এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করার কথা আলোচনা করা হয়।

বিভাগের বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অনন্তকৃশনান যিনি বিভাগের পুরোনো ছাত্র এবং পুণেতে National Centre for Radio Astronomy তে কর্মরত। তিনি ভারতের আধুনিক রেডিও টেলিস্কোপের ওপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এ ছাড়া Weizemann Institute, Israel এর Dr. S. K. Hui Accelerator Mass Spectroscopy-র ওপর একটি বক্তৃতা দেন। বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল বিভাগের পুরোনো ছাত্র R. N. Goldar-এর Supercyclones in India-র ওপর একটি বক্তৃতা। এ ছাড়া Space Application Centre, ISRO-র Systems Applications & Engineering

Group-এর অধিকর্তা ডঃ কল্যাণ ব্যানার্জী Satellite Communications-এর ওপর অতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা।

অন্যান্য বছরের মতো এ বারও একটি Summer Computer Course বিভাগে করা হয়েছ—যাতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যায়ের অনেক শিক্ষক অংশ নিয়েছেন। আগামী বছর হাওড়া জেলার District Inspector of Schools ১৮টি স্কুলের শিক্ষকদের এই কোর্সে পাঠাবেন।

বিভাগীয় শিক্ষকদের গবেষণা অব্যাহত হয়েছ।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের উল্লেখযোগ্য খবরাখবর নীচে পেশ করা হচ্ছে ঃ

(ক) **পঠন-পাঠন** ঃ লেখাপড়ায় বিভাগের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। স্নাতক স্তরে ১১ জনের মধ্যে ৮ জন ও স্নাতকোত্তর স্তরে ২০ জনের মধ্যে ১৫ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এছাড়া, বিভাগীয় প্রধান ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী ১৯৯৯ সনের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন। এবছরেই ডঃ কলম কুমার ব্যানার্জী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছেন। ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছেন। অন্য কলেজ থেকে বিভাগে বদলী হয়ে এসেছেন ডঃ নিমাইচন্দ্র সাহা। অন্যান্য সরকারী কলেজ ও দপ্তর থেকে বিভাগের শিক্ষণকাজে সহায়তার জন্য নিয়োজিত হয়েছেন ডঃ সামসুর আলম, ডঃ কৃষ্ণা বসু ও ডঃ সুমনা সাহা। এছাড়া, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুজিতকুমার দাশগুপ্ত সাম্মানিক শিক্ষকের ও ডঃ স্মিতা পালিত, শ্রী কমল পাল, শ্রী শিবেন্দু দত্ত ও ডঃ সুব্রত দে আংশিক শিক্ষকের ভূমিকায় রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়েই নূতন পাঠক্রম চালু করায় ও যুগপৎ উভয় স্তরেই পূর্বের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা প্রায় দেড়গুণ হওয়াতে বিভাগের সকলের সামনেই এখন দায়িত্বের এক বিরাট চ্যালেঞ্জ উপস্থাপিত হয়েছে। বিভাগীয় প্রধান ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী সকল শিক্ষকের সহায়তায় বিভাগের ল্যাবরেটরীগুলোকে উন্নত করতে আন্তরিক ভবে প্রয়াসী হয়েছেন।

বিভাগের বর্তমান শিক্ষাকর্মিবৃন্দ হলেন—শ্রী অশোককুমার গিরি, শ্রীশ্যামসুন্দর রায়, শ্রীগোপালচন্দ্র নায়েক, শ্রীসুশীল বারিক, শ্রীশিবু হাসদা, শ্রীশঙ্কর, হেলা, শ্রীআবদুল হামিদ খান।

(খ) **গবেষণা** ঃ ডঃ নির্মলকুমার সরকারের অধীনে শ্রীমতি ধৃতি ব্যানার্জী এবছরে ডক্টরেট ফেলো অফ্ জুলজিকাল সোসাইটি (কলিকাতা) মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া, ডঃ সরকার ও ডঃ রূপেন্দু রায় উভয়েই ফেলো অফ্ সোসাইটি অফ্ এনভায়রনমেণ্টাল সায়েন্সেস্ (দুমকা) মনোনীত হয়েছেন। এবছর বিভাগে ডঃ সুব্রতকুমার দের অধীনে শ্রী রূপক পাঠক NSC Fellow ও ডঃ নির্মলকুমার সরকারের অধীনে শ্রী অঞ্জন গুহ CSIR

Fellow হিসাবে যোগ দিয়েছেন। বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা, ডঃ সুব্রত কুমার দে, ডঃ প্রবাল দে, ডঃ রূপেন্দু রায়, ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী, ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহা ও ডঃ নির্মলকুমার সরকার ও সহযোগী গবেষক-গবেষিকাদের গবেষণাপত্রাদি প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ সরকার ও ডঃ রায়ের গবেষণা সম্পর্কে বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষক স্বীয় ক্ষেত্রে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া, উল্লেখ্য যে ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী কালের প্রবাহের সাথে সাথে মানুষের বিবিধ কার্যকলাপ কিভাবে এই বিশ্বের জীববৈচিত্র্যে ঘাটতি দৃষ্টি করেছে, সেই সম্পর্কে তাত্ত্বিক গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন। বিভিন্ন উদাহরণ সহ তিনি একটি মনোজ্ঞ অথচ বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা-নিবন্ধ রচনা করেছেন।

(গ) **বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্রে যোগদান ঃ** ষষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের জীববিজ্ঞানের অধিবেশনে চেয়ার-পার্সন নিযুক্ত হন ডঃ নির্মলকুমার সরকার। উক্ত বিজ্ঞান কংগ্রেসে ডঃ সরকার, ডঃ রূপেন্দু রায়, ডঃ প্রবাল দে ও বিভাগীয় গবেষক শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা গবেষণাপত্র পেশ করেন। ডঃ সব্রতকুমার দে দশম অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস অফ্ সাইটোলজি অ্যাণ্ড জেনেটিক্স-এ গবেষণাপত্র পেশ করেন। ডঃ রূপেন্দু রায় দূষণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত সেমিনারে, এনভায়রনমেণ্টাল হেল্‌থ্ অ্যাণ্ড ওয়াটার-বর্ন ডিজিসেস্ সংক্রান্ত সেমিনারে ও ম্যালেরিয়া দমন বিষয়ক সেমিনারে গবেষণাপত্র পেশ করেন। ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা ও সহযোগী গবেষকবৃন্দ অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস অফ্ সাইটোলজি অ্যাণ্ড জেনেটিক্স-এ গবেষণাপত্র পেশ করেন। ডঃ নির্মলকুমার সরকার সিটি কলেজ সায়েন্স ফেস্টিভালে আমন্ত্রিত বক্তৃতা দিয়েছেন। ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী ও শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা ন্যাশনাল সিম্পোসিয়াম অন্ অ্যাডভান্সেস্ অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস্ অফ্ অ্যানিমাল সায়েন্স ফর হিউম্যান ওয়েলফেয়ার-এ গবেষণাপত্র পেশ করেন।

(ঘ) **বৈজ্ঞানিক রচনাদি প্রকাশ ঃ** ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা ব্যবহারিক প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক রচনা করেছেন ও রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য একটি পুস্তকের আংশবিশেষ রচনায় নিয়োজিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দীপিকা, সবুজ বার্তা, মুকুল ও পরিবেশ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় ডঃ নির্মলকুমার সরকারের বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা সবুজ বার্তায় প্রকাশিত হতে চলেছে। নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় রচনার দায়িত্ব পেয়েছেন ডঃ কমলকুমার ব্যানার্জী, ডঃ প্রবাল দে, ডঃ রূপেন্দু রায় ও ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা।

(ঙ) **শিক্ষামূলক কাজকর্ম ঃ** বিভিন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণসূচী যথারীতি পালিত হয়েছে। ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ডঃ রূপেন্দু রায় ও ডঃ প্রবাল দে উত্তরবঙ্গ সফর করেন। বিভাগে বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্রও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অবশেষে বলা যায় যে, নূতন পাঠক্রম চালু হওয়ায় ও সকল বর্ষে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভাগের সকলেরই দায়িত্ব বেড়ে গেল। শিক্ষক-সংখ্যার স্বল্পতা, বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে স্থানাভাব ও সরঞ্জামের অপ্রতুলতা সকলের কাজকেই কঠিনতর করে তুলতে

পারে। তা সত্ত্বেও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে বিভাগের সকল শিক্ষক, গবেষক, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের বিভাগকে সর্বস্তরে আরও উন্নত করে তোলার কাজে ব্রতী হতে হবে।

বাংলা বিভাগ

বিভাগীয় প্রধান ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সমর্থ ও আন্তরিক প্রয়াসে বাংলা বিভাগ সুষ্ঠুভাবেই তার শিক্ষা ও সারস্বত চর্চার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। প্রতিকূলতা যে নেই এমন নয়, সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা, যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। পদের সংখ্যা যেখানে সর্বসমতে দশ, সেখানে দীর্ঘদিন পাঁচজন অধ্যাপক বিভাগের যাবতীয় কাজকর্ম চালিয়ে আসছেন। অধ্যাপক ডঃ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত অবসর গ্রহণ করেছেন। অবশ্য কবি-অধ্যাপক মঞ্জুভাষ মিত্র বিভাগে যোগদান করে বিভাগকে শক্তিশালী করেছেন।

প্রতিকূলতা আরো আছে। নবনির্মিত নেতাজী সুভাষ ভবনে চারটি বিভাগের পঠন-পাঠন হয় অথচ ছাত্রছাত্রীদের অবসর সময়ে বিশ্রামের জন্য কোন কমনরুম নেই, ফলে ক্লাস না থাকলে শ্রেণীকক্ষেই তাদের কথাবার্তা বলতে হয়। এতে অন্য ক্লাসে শিক্ষকের অসুবিধা হয়, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের অসহায়তার কথা চিন্তা করে তাঁর প্রায়ই এই অসুবিধা সহ্য করে নেন। চারটি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধা দেখবার জন্য একজন মাত্র অশিক্ষক কর্মচারী আছেন, ফলে দরকারের সময় প্রায়ই তাঁকে পাওয়া যায় না।

বাংলা বিভাগের এবারের পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দুটি পরীক্ষাতেই ফল কিছুটা হতাশাব্যঞ্জক। পরীক্ষা যারা দিয়েছে তারা অনার্স অবশ্য সকলেই পেয়েছে, কিন্তু প্রথম শ্রেণী কেউই পায়নি, প্রত্যাশিত ফলও অনেকেরই হয়নি। বিশেষ একটি পত্রে প্রায় সকলেই গড়পড়তা নম্বর পাওয়ায় এই বিভাগের অধ্যাপকেরা সকলেই উদ্বিগ্ন।

সংস্কৃতিমূলক অন্যান্য কাজকর্মে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা খুবই উৎসুক এবং অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রাচীর-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে থকে। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ উৎসবের আয়োজনও তারা করেছে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মুখ্যত তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপকদের বিভিন্ন কাজে বিশেষ সাহায্য করে, সঙ্গে অবশ্য প্রয়োজন বুঝে তারা অন্যান্য বর্ষের ছাত্রছাত্রীদেরও সাহায্য নেয়। কলেজের অ্যাডমিশন টেস্ট ও অ্যাডমিশন সংক্রান্ত কাজে এবং সেমিনার লাইব্রেরি পরিচালনায় তাদের সাহায্য উল্লেখযোগ্য।

বিভাগের পুনর্মিলন উৎসব ডিরোজিও হলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকও আসেন এবং মঞ্চে উঠে কেউ কেউ বক্তব্য বিষয় পরিবেষণ করেন। ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরাই অংশগ্রহণ করে। তারা ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নৃত্যগীতালেখ্য পরিবেষণ করে এবং একটি শ্রুতিনাটকের অভিনয় করে। প্রাক্তন ছাত্রী বেতার ও দূরদর্শন-শিল্পী শ্রীমতী রাজশ্রী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রসংগীত পরিবেষণ করেন এবং আবৃত্তি পরিবেষণ করেন উদীয়মান ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন আবৃত্তিকার শ্রীসুমন্ত্র সেনগুপ্ত।

খেলাধূলায় এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বছরই কিদু পুরস্কার অর্জন করে থাকে, এবারও করেছে—বিজন সরদার, আরিফা নাহিদ এবং দ্বিতীয় বর্ষের সোনালী রায়।

বাংলা বিভাগ দুটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছিল দুই কবির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। বঙ্কিম সভাগৃহে কবি জীবনানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রী জহর সেনমজুমদার এবং বিভাগীয় আলোচনা-কক্ষে 'আপোষহীন কবি নজরুল' এই বিষয়ে বলেন ও ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীমানস মজুমদার।

বিভাগের অধ্যাপকরা অন্যত্রও আলোচনা চক্রে যোগ দিয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। অ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে জরাসন্ধ বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন, সুকান্ত সদনে নজরুল ও সত্যজিৎ সভাগৃহে বাংলা ভাষা নিয়ে বলেছেন।

বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপক বিভিন্ন ধরনের লেখালেখির কাজে ব্যস্ত ছিলেন সারা বছর। অধ্যাপক জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় একটি সংকলন গ্রন্থে 'তিতাস একটি নদীর নাম' নামক প্রকাশিতব্য গ্রন্থে মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন। অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ওই গ্রন্থে বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক মঞ্জুভাষ মিত্র, প্রলয় শূর এবং কৌশিক রায়চৌধুরীও প্রবন্ধ লিখেছেন। অধ্যাপক মঞ্জুভাষ মিত্র প্রচুর কবিতা লিখেছেন নামী ও অল্পনামী পত্রিকার পুজো সংখ্যা ও সাধারণ সংখ্যায়, বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মহাদিগন্ত, যুবমানস প্রভৃতি পত্রিকায়। অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় বেতার ও দূরদর্শনের জন্য নাটক লিখেছেন, গল্প লিখেছেন আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকায়, বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন ও পুস্তক সমালোচনা করেছেন। অধ্যাপক প্রলয় শূরকে চলচ্চিত্র-প্রেমিক মানুষমাত্রই চেনেন। তিনি গতবারের মতো এবারও গল্প লিখেছেন আনন্দবাজার পুজো সংখ্যায়। তরুণ অধ্যাপক কৌশিক রায়চৌধুরী নান্দীকার নাট্যসংস্থার অন্যতম সক্রিয় সদস্য। বইমেলায় তাঁর প্রকাশিতব্য সম্পাদনা 'নান্দীকারের শিশু নাট্যগুচ্ছ', প্রবন্ধ লিখেছেন বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌কে নিয়ে, আজকাল পত্রিকায় নিয়মিত বারোটি কিস্তিতে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন।

ভূগোল বিভাগ

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূগোল বিভাগে ঐতিহ্য পরম্পরায়, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের নিবিড়তায় শিক্ষা-শিক্ষণ ও পঠন-পাঠনের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। আবকাশকালীন সময়ে যেমন বিশেষ ক্লাস নেয়া হয়েছে, তেমনই একটু পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েও বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে বিগত শিক্ষাবর্ষে বি. এস. সি. পার্ট টু পরীক্ষায় কুড়ি জনের মধ্যে দশজন প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ উত্তীর্ণ হয়েছে। বি.এস.সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফলও আশানুরূপ। প্রথমশ্রেণীতে অনার্সসহ উত্তীর্ণ হয়েছে আটজন এবং আরও কয়েকজন রয়েছে প্রথমশ্রেণীর দোরগোড়ায়। এম. এস. সি. পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি তবে এম. এস. সি পার্ট টু পরীক্ষায় পাঁচ জনের মধ্যে চার জন

পরীক্ষায় বসেছিল এবং দু'জন প্রথম শ্রেণী পেয়ে পাশ করেছে। এর মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্র-শিক্ষণের জন্য বিগত পূজাবকাশে ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে উত্তরবঙ্গের দার্জ্জিলিং ও নেপাল হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চলে প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সমীক্ষা করেছেন অধ্যাপিকা শ্রীমতি সোমা ভট্টাচার্য। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন বিভাগের অশিক্ষক কর্মীবন্ধু শ্রীভোলানাথ পাল এবং শ্রীকমলেশ মণ্ডল।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ আশীষ সরকারের অধীনে নদীভাঙন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ইউ.জি.সি. প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে এই গবেষণার ক্ষেত্র-সমীক্ষণে সাহায্য করেছে। অধ্যাপিকা শ্রীমতি সোমা ভট্টাচার্যের অধীনে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের অ্যালুভিয়াল ফ্যান সম্পর্কে ইউ. জি. সি গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলছে। অধ্যাপিকা শ্রীমতি শাশ্বতী মুখোপাধ্যায় গবেষণা করছেন কলিকাতা শহরে ওয়াটার লজিং ও তৎসংক্রান্ত পরিবেশ নিয়ে। বিগত মার্চ মাসে B. G. College, Calcutta আয়োজিত Changing Pattern of Environment বিষয়ে জাতীয় আলোচনাচক্রে ডঃ আশীষ সরকার অংশগ্রহণ করেন এবং Multivariate Analysis of Human Resource Development এর ওপর গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। ডঃ সরকার, পঃ বঃ সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ আয়োজিত Natural Resources Data Management System সম্পর্কিত ওয়ার্কিশপে ডিসেম্বর মাসে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। অধ্যাপিকা শ্রীমতি ভট্টাচার্য কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে আংশগ্রহণ করেন এবং গবেষণা-পত্র উপস্থাপন করেন। উনি এ বৎসর IGI এর পরিচালন গোষ্ঠীর আঞ্চলিক সদস্য মনোনীত হয়েছন।

কলেজ স্পোর্টস-এ এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সকলে খুবই উৎসাহের সঙ্গে প্রতিবছর অংশগ্রহণ করেন। এবারেও তারা খেলাধূলায় সামগ্রিক সাফল্য দেখিয়েছে।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে জিওগ্র্যাফিক্যাল ইনস্টিটিউটের ৩৫তম পুনর্মিলন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু প্রবীন ও প্রাক্তন সদস্য এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছেন। এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছ ট্র্যাভার্স পত্রিকা, ন্যাশ্‌নাল্ অ্যাট্‌লাস্ ও থিমেটিক্ ম্যাপিং অর্গানাইজেশন দুদিন ধরে আয়োজন করেন বিভিন্ন মানচিত্রের প্রদর্শনী। আয়োজিত হয় 'আগামী শতাব্দীতে ভূগোলবিজ্ঞানের রূপরেখা' নিয়ে আলোচনাচক্র। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ সুনীলকুমার মুন্সী, সেণ্ট্রাল এরিড্ জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ডাইরেক্টর ডঃ অমলকুমার সেন এবং ন্যাট্‌মোর ডাইরেক্টর ডঃ পৃথ্বীশকুমার নাগ।

বিভাগের স্থানাভাব সমস্যা মিটতে চলেছে। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধন্যবাদ ; বিভাগের প্রয়োজনে বেশ কয়েকটি শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তবে বিভাগের স্থানান্তরের পূর্বেই ঐ ঘরগুলির সংস্কার প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে এই কাজগুলি করার জন্য যথযথ স্থানে প্রকল্পের খসড়া ও কপি পাঠানো হয়েছে। ঘরগুলি পাওয়া গেলে পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্তরে ফুলফ্লেজেড্ শিক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে। সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের জন্য

অবিলম্বে শূন্যপদে অধ্যাপক নিয়োগ করা দরকার। আরও দরকার এই বিভাগের জন্য একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক (যিনি সেমিনার লাইব্রেরীর দায়িত্বে থাকবেন) একজন ল্যাব-এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ও একজন সুইপার। স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠনের জন্য আরও অন্তত ছয়টি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা আশু প্রয়োজন।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

ভূতত্ত্ববিভাগে পূর্বের ন্যায় শিক্ষণ, শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণা সংক্রান্ত কাজের ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত বিশেষ-সাহায্য অনুদান (UGC-SAP, PHASE-III) বিভাগের গবেষণার কাজকে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। UGC-COSIST প্রকল্পে বর্ত্তমনে নিযুক্ত কর্মীবৃন্দের স্থায়ীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। গবেষণার জন্য তিনটি পদ রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক হয়েছে। গবেষণার জন্য তিনটি প্রফেসর ও দুটি লেকচারার পদ এর অন্তর্ভুক্ত।

এবছর বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। বি. এস. সি অনার্স পার্ট ওয়ানে **সাত** জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনার্স পার্ট টুতে **বারো** জন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিভাগের এম.এস.সি. পরীক্ষার ফলাফল অনুকূল, পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় সাতজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে চারজন প্রথম শ্রেণীতে এবং পার্ট টুতে চোদ্দ জনের মধ্যে এগারজন ছাত্রছাত্রী প্রথমে শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। মৈনাক চৌধুরী ১৯৯৮ সালের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ে কগিন ব্রাউন পদক পেয়েছে। এম. এস. সি. পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় তাপস আচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর স্নাতক, স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন এবং গবেষণার কাজ করে চলেছেন সাফল্যের সঙ্গে। আধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক মহাশয় চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর এই বিভাগের শিক্ষণ ও গবেষণার কাজে ব্যস্ত আছেন।

ডঃ মিহিরকুমার বসু মহাশয় তাঁর গবেষণা প্রকল্পে নিবেদিতপ্রাণ, এছাড়া স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাদানের মাধ্যমে এই বিভাগের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। ডঃ প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভারত সরকারের ডি.এস.টি প্রকল্পর আনুকূল্যে মনোগ্রাফটির নাম "Evolving Orogen of Eastern Himalaya Precambrian to Late Tertiary perspective"। তিনি বর্তমানে U.G.C.-র ভূবিজ্ঞান সংস্থার সদস্য হিসাবে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন ও গবেষণার ভবিষ্যত কর্মসূচীর পর্যালোচনা-র কাজ করে চলেছেন। U.G.C র অর্থানুকূল্যে চলা বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের কাজের মূল্যায়ন করার জন্য তিনি ভারপ্রাপ্ত। শ্রী আনন্দকুমার চক্রবর্ত্তী নভেম্বর মাসে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ সংস্থার ম্যাপিং শিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসাবে শিক্ষাদান করেন। শ্রী অরুণাভ বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে UGC refresher Course প্রশিক্ষক হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রী প্রবীর দাশগুপ্ত বিভাগের সংগ্রহশালা প্রস্তুতির কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, ও বিভাগের উন্নতিকল্পে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন,

সাথে রয়েছে তাঁর নিজের ডি.এস.টি গবেষণা প্রকল্পর কাজ। ডঃ জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, ডঃ গৌতম ঘোষ কলিকাতা স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে ভূতত্ত্ব বিভগের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন ও বক্তব্য রাখেন। শ্রী দেবকুমার দাশগুপ্ত, শ্রী প্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অলকেশ চ্যাটার্জী, ডঃ অরিজিৎ রায়, শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাদনে ও গবেষণার কাজে ব্যস্ত। বিভাগ থেকে ভূবিদ্যার জার্নাল প্রকাশনার কাজ নতুনভাবে শুরু হয়েছে। দুটি issue বেরিয়ে গেছে। তৃতীয়টির প্রস্তুতি চলছে।

বিভাগে সাম্মানিক শিক্ষক হিসাবে আংশিক সময়ে পাঠদান করেছেন ডঃ তপন রায়চৌধুরী, ডঃ প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অরূপকুমার মিত্র, ডঃ সত্যজিৎ বিশ্বাস, ডঃ শুভশংকর সরকার, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। গত একবছরে জিওলজিকাল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ভূতত্ত্বের আয়োজিত নানান বিষয়ে যাঁরা বক্তৃতা দেন তাঁরা হলেন ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস-এর ডিরেকক্টর ডঃ ডালিম পাল (প্রথম অধ্যাপক এ. কে. সাহা মেমোরিয়াল লেকচার), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জীবচন্দ্র সরকার (এস. রায় মেমোরিয়াল লেকচার), ডঃ ধনপতি হালদার। জিওলজিকাল ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সভায় (২২ ডিসেম্বর) প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হন ডঃ সুধাংশু আচার্য্য। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর এই বিভাগে যোগদান করেছেন ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি দুর্গাপুর সরকারী মহাবিদ্যালয় থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। অবসর গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক গৌরীশংকর ঘটক মহাশয়। এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট হিসাবে ডঃ মিহিরকুমার বসু এবং ডি.এস.টি সায়েন্টিস্ট হিসাবে ডঃ প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এই বিভাগে কাজ করে চলেছেন। বিভাগের গবেষণার কাজে আছেন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট শ্রীমতি স্নিগ্ধা পালচৌধুরী। অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে আছেন শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী (ইলেকট্রিক টেকনিশিয়ান ও শ্রী প্রতুল চক্রবর্তী (ড্রাফট্স্ ম্যান), চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী (স্লাইডকাটার)। চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে আছেন হারাধন সাহা, অমর নন্দী, স্বপন রায়, মহঃ ইশাহাক, দেবব্রত গুহঠাকুরতা, রামমুরাদ রাঙ্গুয়া। এই বিভাগে UGC-SAP-র অর্থানুকূল্যে একটি অত্যাধুনিক মাইক্রোস্কোপ (Leica-DM-LP) এবং সংলগ্ন ক্যামেরা, একটি অ্যাটোমিক অ্যাবসরপসান স্পেক্ট্রোফোটোমিটার (AAS-Perkin Elmer AA 100), কেনা হয়েছে। একটি কম্প্যুটার সেণ্টার শুরুর কাজ চলছে। বিভাগে টেলিফোন এবং ইণ্টারনেট কানেকশান এসেছে।

রসায়ন বিভাগ

ডিরোজিও বিল্ডিংস্-এর উত্তরাংশের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলে অবস্থিত এই বৃহৎ বিভাগটির পঠন-পাঠন, পরীক্ষার ফলাফল, গবেষণা ও পাঠক্রম-সম্বন্ধীয় ও বহির্ভূত কার্যসূচী আগের মতই অব্যাহত। এ বছর স্নাতক পর্যায়ের পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছিল ২৮ জন ছাত্র; এদের মধ্যে ২২ জন প্রথম শ্রেণী ও ৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অধিকারী ১৪ জন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু-তে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে যথাক্রমে ১৪ (মোট পরীক্ষার্থী ২৮) এবং ১৬ (মোট পরীক্ষার্থী

২৪)। উত্তীর্ণ হয়েছে সব কজন। এই বিভাগ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬ জন ছাত্র কানপুর আই-আই-টি, ৩ জন মুম্বাই আই-আই-টি ও ১ জন ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব্ সায়েন্স-এ ভর্তি হয়েছে।

এই বিভাগের অধ্যাপকদের অধীনে বর্তমানে গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা ছয় ও তৎসংশ্লিষ্ট গবেষক ছাত্রের সংখ্যা পনের (এর মধ্যে সাত জন আংশিক সময়ের)। বিভিন্ন বিভাগের পূর্ণ সময়ের গবেষক সংখ্যা ঃ ভৌত-রসায়ন—৩, জৈব-রসায়ন—২, অজৈব-রসায়ন—৩।

এ বছরই বিভাগের স্বয়ম্ভর স্নাতকোত্তর শিক্ষণ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। এটি শুরু হয়েছিল গত বছর।

এই বিভাগের শ্রী জয়ন্ত রায় বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ্-ডি ডিগ্রি পেয়েছে। এছাড়া শ্রীমতী সম্পা মণ্ডল ও শ্রী সুপ্রকাশ রায় প্রাগুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ্-ডি ডিগ্রির জন্য মূল গবেষণা পত্রের সূচনা-পার্যায়ের ৫০০০ শব্দ সমন্বিত নিবন্ধ জমা দিয়েছে। এদের তত্ত্বাবধায়ক যথাক্রমে অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ ও অধ্যাপক মুকুল বিশ্বাস।

বিভাগের স্নাতকোত্তর পাঠনের সঙ্গে বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষক ও বিজ্ঞানী যুক্ত রয়েছে। এঁরা হলেন ঃ অধ্যাপক পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবব্রত ব্যানার্জী, ডঃ স্বপন ব্রহ্ম, ডঃ অশোক ব্যানার্জী, অধ্যাপক মুক্তিময় চৌধুরী, ডঃ অরবিন্দ রাণা, ডঃ প্রয়াগ মণ্ডল, ডঃ অরুণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মিহির চৌধুরী, অধ্যাপক দেবাশিস্ মুখার্জি, অধ্যাপক শঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক দেবশঙ্কর রায়, ডঃ সমিতা বসু, অধ্যাপক রাজকুমার মৈত্র, অধ্যাপক ব্রজেশচন্দ্র সেন, ডঃ প্রিয়তোষ দত্ত, ডঃ রীণা ঘোষ, ডঃ আশিস্ নাগ, ডঃ সুব্রত সাহা, অধ্যাপক সুনীলকুমার তলাপাত্র, অধ্যাপক দীপককুমার মণ্ডল, ডঃ বিভূতি মাজি, ডঃ মানস চক্রবর্তী ও ডঃ মঞ্জু চক্রবর্তী।

বিভাগে এমেরিটাস সায়েণ্টিস্ট্ আছেন অধ্যাপক হিমাংশু দাস এবং অধ্যাপক মুকুল বিশ্বাস।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ Indian Society for Radiation and Photochemistry, Bhaba Atomic Research Centre, Mumbai আয়োজিত ও সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত National Symposium on Radiation and Photochemistry-তে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দেন। কলকাতাস্থ বোস ইন্স্টিট্যুট আয়োজিত Recent Advances in structure, synthesis and Function of Biomolecules শীর্ষক আলোচনাচক্রেও অধ্যাপক ঘোষ আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার সরকার গত ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯)-তে কলকাতার বোস ইন্স্টিট্যুটে আমন্ত্রিত হয়ে National Symposium on Recent Advances in Structure, Synthesis and Function of Biomolecules'-এ 'Synthesis of cis-Jasmone' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। ঐ আলোচনা চক্রেই অধ্যাপক দীপককুমার মণ্ডল Protein folding-এর উপর গবেষণা-পত্র উপস্থাপিত

করেন। তাছাড়া অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯-এ তিনি বোস ইনস্টিট্যুটে 'Protein structure and folding'-এর উপর আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক মণ্ডল ২৯-৩১ অক্টোবর, ১৯৯৯-এ বিশ্ববিদ্যালয়ে Indian Academy of Sciences-এর বার্ষিক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ডঃ উদয়চাঁদ ঘোষ ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ শিবপুর বি.ই কলেজ (ডীম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়)-এ অনুষ্ঠিত Sixth Science Technology Congress-এ যোগ দিয়ে 'Studies on recovery of arsnenic from ground water using hydrous Zirconium obide' শীর্ষক বক্তৃতা দেন ও গবেষণাপত্র উপস্থাপিত করেন। ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'একাডেমিক স্টাফ কলেজ' আয়োজিত (১৮. ২. ৯৯— ১২. ৩. ৯৯) পুনরনুধ্যান শিক্ষাক্রম (refreshers course)-এ 'Forensic Analysis' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। গত ১১ই নভেম্বর ১৯৯৯ নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঙ্গ আয়োজিত ও শিক্ষাসূচী শিক্ষা ও পাঠক্রম বিষয়ক আলোচনাচক্রে এই বিভাগের ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত, ডঃ সুবীর দত্ত, ডঃ প্রশান্ত ভৌমিক ও অধ্যাপক শৈলেন্দ্র ঝা অংশগ্রহণ করেন। এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচনার দায়িত্ব পেয়েছেন। ডঃ প্রশান্ত ভৌমিক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম প্রণয়ণের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ডঃ প্রশান্ত ভৌমিক বিশেষজ্ঞরূপে উপস্থিত থেকে স্নাতক পর্যায়ের উপযোগী প্রশ্নপত্র উপস্থাপিত করেন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের নবাগত ছাত্রদের সম্বর্ধনা জানায়। এই উপলক্ষে বিভাগে এক অতি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়—এতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৯-এর জুলাই মাসে ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৯৬-৯৯ শিক্ষাবর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিদায়ী ছাত্রদের স্মৃতিচারণ ও বর্তমান ছাত্রদের সপ্রীতি ও শিক্ষকদের সস্নেহ ও সাশিস্‌ বক্তব্যের মাধ্যমে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

গত শিক্ষাবর্ষে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ বিভাগের উদ্যোগে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করা হয়। 'Teaching Chemistry in the Undergradute Level' আখ্যায়িত এই চক্র রসায়নের কিংবদন্তীপ্রতিম অধ্যাপক প্রয়াত প্রতুলচন্দ্র রক্ষিতের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গিত হয়। সকাল ১০-৩০ মিঃ এর উদ্বোধন করেন পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তা অধ্যাপক ডঃ পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচরণ মুখার্জি। প্রথম অধিবেশন (১১-৩০মিঃ—১.৩০ মিঃ) এ বক্তব্য রাখেন হাওড়া নরসিংহ কলেজের অধ্যাপক পার্থ সেন, মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক দীপককুমার মণ্ডল, লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের ডঃ অদিতি নাগচৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক গুরুনাথ মুখার্জি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সুবীর ভট্টাচার্য ও কলেজের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শুভঙ্কর চ্যাটার্জি। এই অধিবেশনে সঞ্চালক ছিলেন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক পরিমলকৃষ্ণ সেন। দ্বিতীয় অধিবেশন (বিকেল

২.০০ মিঃ—৩.৩০ মিঃ)-এর সঞ্চালন ছিলেন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ ব্রজেশচন্দ্র সেন এবং এতে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক রথীন মুখার্জী (জয়পুরিয়া কলেজ), ডঃ সঞ্জীব বাগচী (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক পীযূষকান্তি দাস) বিধাননগর কলেজ), ডঃ স্বপন মুখার্জি (সেণ্ট পল্‌স্ কলেজ), অধ্যাপক অভিজিৎ ব্যানার্জী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ (বিভাগীয় প্রধান) ও রীতিমুক্ত সরঙ্গী (স্নাতক তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ)। এই দুটি অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ (Course Content) ও মূল্যায়ন পদ্ধতি (evaluation system)। তৃতীয় অধিবেশন (বিকেল ৩.৩০ মিঃ—৫.০০ মিঃ)-এর বিষয় ছিল শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching method)। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর্ কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স-এর অধ্যাপক মিহির চৌধুরী সঞ্চালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ডঃ মঞ্জু চক্রবর্তী (বেথুন কলেজ), ডঃ রত্না সেন (স্কটিশ চার্চ কলেজ), ডঃ আরোগ্য ভরম সাহা (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়), অধ্যাপক দেবাশিস্ মুখার্জী (আই-এ-সি-এস্ কলকাতা), ও বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রণিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিষেক দে ও অর্ণব হালদার বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে তৃতীয় পি. সি. রক্ষিত মেমোরিয়াল ক্যুইজ্ কন্‌টেস্ট্ অনুষ্ঠিত হয় ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮। এতে বিজয়ী হয় কলকাতার সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ। এ বছর আমন্ত্রণমূলক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়েছিল ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে। এতে প্রথম স্থান অধিকার করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং তৃতীয় স্থান লাভ করে মৌলানা আজাদ কলেজ। ১৯৯৯-এর চতুর্থ ক্যুইজ্ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর। বিভাগীয় দেওয়াল-পত্রিকা 'কিমিয়া' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

গত বছরেও শিক্ষকমণ্ডলীতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কোচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ থেকে বদ্‌লি হয়ে এসেছন ডঃ অরূপকুমার ব্যানার্জী এবং লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ থেকে বদ্‌লি হয়ে এসেছে অধ্যাপিকা ডঃ স্নিগ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়। অবসর নিয়েছে ডেমস্ট্রেটর শ্রী দুলালকান্তি দাস। এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিভাগ তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

এই শিক্ষাবর্ষেও বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল যথারীতি ভাল ছিল। ১৯৯৯-এর বি এস সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ১১ জনের মধ্যে ১০ জন প্রথম ও ১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় ; পার্ট টুতে ১২ জনের মধ্যে ৫ জন প্রথম শ্রেণীর ও ৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পায়, একজন অকৃতকার্য হয়।

শ্রী অজয়কুমার বিশ্বাস গত ০৬-০৪-১৯৯৯ হলদিয়া গভর্ণমেণ্ট কলেজ থেকে বদলি হয়ে ডঃ শৈবাল চট্টোপাধ্যায়ের শূন্যপদে লেকচারার রূপে যোগ দিয়েছেন। এখনও বিভাগে একটি শিক্ষকপদ অপূর্ণ রইল।

প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক (এখন IIMC 'র অধ্যাপক) ডঃ শৈবাল চট্টোপাধ্যায় গত জুলাই থেকে সপ্তাহে একদিন ক্লাশ নিচ্ছেন। অন্য প্রাক্তন ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুগত সেন রায় পার্ট টাইম শিক্ষকরূপে যুক্ত আছেন। এপ্রিল পর্যন্ত পার্ট-টাইম শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী অরুণিমা ব্যানার্জী। এই বছর থেকে বিভাগের অনার্স ও পাশ চারটি করে আসন বাড়িয়ে যথাক্রমে ২০ ও ২২ টি করা হয়েছে। দোসরা ডিসেম্বর ১৯৯৯ প্রথম শ্রীতুষার ঘড়া ও শ্রী আজয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্‌টিটিউট (ISI) ও ন্যাশনাল সাম্পল সার্ভে আর্গানাইজেশন (NSSO) পরিদর্শন করানো হয়।

২৮ আগস্ট ও ৪ সেপ্টেম্বর ISI-এর অধ্যাপক বি ভি রাও 'Some Interesting Applications of Probalitity Theory বিষয়ে দুটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন।

গত ৫ই নভেম্বর ১৯৯৮ বিভাগে উদ্বোধিত Data Bank-এর কাজ যথাসাধ্য এগিয়ে চলেছে।

প্রতিবছরের মতন কলেজের কিছু বিশিষ্ট কজে এই স্বল্পায়তন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত ছিল, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীঅসীমশঙ্কর নাগ ও শ্রীতুষার কান্তি ঘড়ার পরিচালনায় কম্‌পিউটারাইজড অ্যাডমিশান পদ্ধতি নিয়ে গত ২৩ শে জুলাই-এ এক আলোচনাসভা ও পরে প্রায় সব বিভাগে তার প্রয়োগে সাহায্য, কলেজের বিভিন্ন কাজে কম্‌পিউটার ব্যবহারে নির্দেশনা, স্নাতকস্তরে ভর্তির জন্য ডঃ বিশ্বনাথ দাস ও শ্রীঅসীম শঙ্কর নাগ রূপায়িত 'পার্সেণ্টাইল ইকুইভ্যালেন্স' পদ্ধতি ইত্যাদি।

শ্রী দীপংকর বসু যথারীতি বাৎসরিক ছুটির তালিকা তৈরি করেন ; এছাড়া কিছু শিক্ষকের আয়কর সংক্রান্ত পরামর্শেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিক ছিল।

অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে এ বছরও বিভাগীয় অধ্যাপকের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজে যুক্ত থেকেছেন।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিশ্বনাথ দাস এবারও ভারতীয় মানক সংস্থার (ইণ্ডিয়ান স্ট্যানডার্ড ইনসটিটিউট) রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে যুক্ত ছিলেন এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর প্রোডাকটিভিটি কোয়ালিটি এণ্ড রিলায়েবিলিটির (IAPQR) সাম্মানিক যুগ্ম-সচিব ও ক্যালকাটা স্ট্যাটিসটিক্যাল এসোসিয়েশনের (CSA) বোর্ড অভ গভর্ণরসের সদস্য ছিলেন। Sankhya, CSA Bulletin, IAPQR Transactions, Quality Control and Applied Statistics প্রভৃতি গবেষণাপত্র সম্পাদনায়ও তিনি নির্দেশক/সংক্ষেপকরূপে কাজ করেছেন। ডঃ দাসের যোগদান করা আরও কয়েকটি আলোচনা সভার মধ্যে ছিল— চন্দননগর রবীন্দ্রসদনে 'Harmony at Home vis-a-vis Moral Development of Children' (১৬ জানুয়ারী), স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বিভিন্ন সভা, নতুন দিল্লীর National Science Academy Auditorium-এ 'Role of Measurements in Science and Technology' (১১ অক্টোবর) ইত্যাদি। গৌহাটির আসাম কার্বন সংস্থায় Implementation of ISO 9000 বিষয়ে এক কর্মশালার (১৫-২০ জুন) কয়েকটি সেশন তিনি পরিচালনা করেন।

২০-২১ নভেম্বর কলকাতায় আয়োজিত National Conference on Quality Assurance in Health Care-এ যোগদান ও নিবন্ধপাঠ করেন ডঃ বিশ্বনাথ দাস, শ্রীঅসীম শঙ্কর নাগ ও শ্রীতুষার কান্তি ঘড়া। ডঃ দেবেশ রায়ও এতে উপস্থিত ছিলেন। একটি সেশনে কো-চেয়াম্যান ছিলেন ডঃ দাস এবং র‍্যাপোর্টিওর রূপে ছিলেন শ্রীঘড়া ও ডঃ রায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ (সাম্মানিক) পার্ট টু পরীক্ষায় তিনজন ছাত্রী প্রথম শ্রেণী লাভ করেছে। আরও অন্তত চারজন শতকরা ৫৯ এর উপরে নম্বর পেয়েছে। পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় একজন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। আরও কয়েকজন সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম শ্রেণী লাভে বঞ্চিত হয়েছে।

এ বছর এই বিভাগের পরিচালনায় কলেজস্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত যুব-সংসাদ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ঘর-ভর্তি দর্শকের উপস্থিতিতে আমাদের কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের অনবদ্য উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংসদীয় দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিংহ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

এ বছর আমাদের বিভাগে দু'জন অধ্যাপক যোগদান করেছেন। অধ্যাপক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী মহসীন কলেজ থেকে এবং ডঃ দিলীপকুমার সরকার কুচবিহারের এ. বি. এন শীল কলেজ থেকে এখানে যোগদান করেছেন।

বিভাগের অধ্যাপকদের সাম্প্রতিক গবেষণা, পুস্তক প্রকাশনা, সেমিনারে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে বলা যায় যে এবছর বিভাগীয় প্রধান ড. প্রশান্ত রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের Refresher Course-এ Durkheim's Political Sociology : Ideas on Socialism সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেছেন। তিনি Globalzation and the Nation State শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। তাছাড়া ডঃ রায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের Domestic Politics, Economy & Foreign relations শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে Politics of life-style সম্বন্ধে বলেছেন। ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (A.T.I.)-এর উদ্যোগে Transparency in Administration-এই বিষয়ের উপর আয়োজিত Workshop-এ Transparency and Accountability in Administration সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেছেন।

অধ্যাপক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতাগুলির মধ্যে লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজে অনুষ্ঠিত সেমিনার বক্তৃতা Globalization, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journalism and Mass Communication বিভাগে আয়োজিত "আলফ্রেড হিচ্‌ককের চলচ্চিত্র ও সমসময় ঃ একটি সমাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শীর্ষক বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। সুশান্ত দাস সম্পাদিত 'তিতাস একটি নদীর নাম ঃ প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ' পুস্তকে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত প্রবন্ধ "অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাসের উপাখ্যান" স্থান লাভ করেছে। নন্দন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রকাশিত এক পুস্তিকায় Steven Spielberg সম্বন্ধে তাঁর একটি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর Steven Spielberg সম্বন্ধে লেখা অপর একটি প্রবন্ধ Federation of Film Societies in India-এর পত্রিকা IFSON-এ স্থান লাভ করেছে।

ডঃ দিলীপকুমার সরকারের একটি গ্রন্থ Empowering Darjeeling Hills (India Publisher Distributors, Delhi) প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের সহ-লেখক হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ডি. ভৌমিক। ডঃ সরকারের লেখা প্রবন্ধ "কোচবিহার জেলার আদি জনজাতির ইতিহাস প্রসঙ্গে" প্রকাশিত হয়েছে "মধুপর্ণী" পত্রিকায়। বর্তমানে ডঃ সরকার UGC অনুমোদিত একটি বড় প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত। প্রোজেক্টটি হল "Society, Economy & Politics of Rajbanshis : A Development Study".

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে তিনজন আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা হিসাবে যোগদান করেছেন— শ্রীমতি সুছন্দা ঘোষ, শ্রীমতি অনন্যা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতি গার্গী মুখোপাধ্যায়।

শারীর বিদ্যা বিভাগ

পূর্বেকার বছরগুলির ধারা অব্যাহত রেখে এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষেও ফলাফলের বিচারে উৎকর্ষের পরিচয় রেখেছে। বিষয়টি বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী—সকলের জন্যই সমান কৃতিত্বের এবং উৎসাহব্যঞ্জক। বি.এস-সি পার্ট-টু অনার্স পরীক্ষায় এ বছরের ফলাফল যদিও পূর্বেকার বছরগুলির তুলনায় আশানুরূপ নয়, সর্বমোট উনিশ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র সাতজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে, কিন্তু পার্টওয়ান পরীক্ষায় সর্বমোট এগারো জনের মধ্যে ন'জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এম. এস-সি পার্ট টু পরীক্ষায় ফল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, দশজনের মধ্যে আটজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এম. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফলও বেশ ভাল। ন'জনের মধ্যে ছয়জন প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে।

বিভাগের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে বিষয়গুলির ওপর স্বাভাবিক কারণেই নির্ভরশীল, সেই শিক্ষক-সংখ্যা, ব্যবহারিক শিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কাজে অনিয়মিত হাজিরা ও ক্লাসরুম খোলা এবং বন্ধ করার ব্যাপারে চরম অনীহা ও উদাসীনতা, বিভাগের স্থানাভাব, ক্লাসরুমের অপ্রতুলতা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসরুমের যৌথভাবে ব্যবহার ইত্যাদি, এসব নিয়ে পুনরাবৃত্তি করা গত ক'বছরে প্রায় অভ্যাসের পর্যায়ে চলে এসেছে। বর্তমানে, বিভাগের শূন্যপদ—চার। অধ্যাপক পৃথ্বীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অসুস্থতা-জনিত কারণে কাজে যোগদান করতে পারছেননা। শিক্ষক-নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের চরম উদাসীনতা দুঃখজনক। গত পাঁচ-ছ'বছরে বহুবার শিক্ষাদপ্তরের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেও কোন সুরাহা হয়নি। সম্প্রতি স্নাতক পর্যায়ে পাঠ্যসূচীতে কিছু পরিবর্তন এবং বিষয়বস্তুর পুর্নবণ্টন করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়েও আমূল পরিবর্তন আনবার নানা-রকম চিন্তাভাবনা চলছে। অপ্রতুল শিক্ষক-সংখ্যার জন্য এসব পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যসূচীর কতটা সুষ্ঠু ও কার্যকরীভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করা সম্ভব হচ্ছে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। ফলাফলের বিচারে এ বিভাগের শিক্ষণের উৎকর্ষ প্রশ্নাতীত, যা প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও সুনাম রক্ষায় সাহায্য করছে এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের

দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন নামী-দামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়বার সুযোগ এনে দিচ্ছে। পরিস্থিতির বিচারে এই বিভাগের শিক্ষক অপ্রতুলতার এই দীর্ঘদিনের সমস্যার প্রতি সরকারের শিক্ষা-দপ্তরের উদাসীনতা সত্যিই দুঃখবহ।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা ক্ষেত্র সমীক্ষণ (Field study) প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার কিছু কিছু সমস্যা থাকায় অনুষ্ঠিত হয় না। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তবে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা নভেম্বরের ২৬ হ'তে ডিসেম্বর ৮, ১৯৯৯ পর্যন্ত শ্রী চন্দন মিত্র ও শ্রী দেবাশীষ সেনের তত্ত্বাবধানে সম্বলপুর উড়িষ্যা সংলগ্ন মহানদী কোল ফিল্ডস -এর অন্তর্গত একাধিক কয়লাখনি পরিদর্শন করে সেখানকার শ্রমিকদের নিয়ে পরিবর্তিত পরিবেশে কার্যরত অবস্থায় শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলির উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন। এছাড়াও, এই ছাত্রেরা অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলার অন্তর্গত আরাকু উপত্যকার এক বিশেষ উপজাতির মহিলা এবং পুরুষদের উপর বৃত্তি-নির্ভর নৃতত্ত্বমূলক শারীরিক পরিমাপ এবং পর্যবেক্ষণ করেন। এই ক্ষেত্রসমীক্ষণের ফলাফল-সংবলিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, প্রত্যেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট-টু পরীক্ষায় পাঠ্যসূচীর আবশ্যিক অংশ হিসেবে জমা দেবে।

বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত চলছে, তবে আরো সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল বই বণ্টন ব্যবস্থা করা গেলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন।

বিভাগের দেয়াল-পত্রিকা "প্রাচীরিকা"-র প্রকাশনা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নিয়মিতভাবেই হচ্ছে।

বিভাগের অন্যান্য যে অসুবিধাগুলি এখনো থেকেই যাচ্ছে, গ্যাস সরবরাহজনিত অসুবিধা, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। সুখের কথা এই বিভাগের স্থানাভাবের দীর্ঘ সমস্যার কিছুটা সমাধান খুব শীঘ্রই হয়তো হবে। পঞ্চাশের দশকে এই বিভাগের অন্তর্গত যে অংশটি রাশিবিজ্ঞানকে সাময়িকভাবে কাজ চালানোর প্রয়োজনে দেয়া হয়েছিল, তা পুনরুদ্ধার হতে চলেছে। আশা করা হচ্ছে, এই বিভাগের প্রতি সুদীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসের অবসান ঘটতে চলেছে, যদি না অন্য কোনরকম অন্যায়-অবিচার এর মধ্যে আর ঘটে।

গত বছর (১৯৯৯) ফেব্রুয়ারীতে, কলকাতার সল্ট লেক অঞ্চলে 'পূর্বাঞ্চলীয় বৃত্তিসম্বন্ধীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে' (Institute of Occupational Health of Eastern Region) অনুষ্ঠিত ডঃ অচিন্ত্যকুমার মুখার্জি স্মারক বক্তৃতায় এই বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র রামরায় ভাট্ ও ছাত্রী শাওনা আচার্য যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান অধিকার করেন। ঐ বছরেই জুলাই মাসে হুগলীর শ্রীরামপুর কলেজে অনুষ্ঠিত অধ্যাপক নরেন্দ্রমোহন বসু অপর এক স্মারক বক্তৃতায় এই বিভাগের প্রথমবর্ষের ছাত্র রামরায় ভাট্ এবার প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৃতীয় স্থানটিও পেয়েছিলেন এ বিভাগেরই প্রথম বর্ষের ছাত্রী জয়তী দে।

বদলি-সংক্রান্ত কারণে এই বিভাগের শিক্ষক তালিকার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। ডঃ অঞ্জন বিশ্বাস এখান থেকে বদলি হয়ে হুগলী মহসীন কলেজে যোগ দিয়েছেন—বিভাগীয় প্রদান হিসেবে। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে বদলি হয়ে চলে গেছেন শ্রী গৌতম চক্রবর্তী এবং ওখান হতে বদলি হয়ে এই বিভাগে যোগ দিয়েছেন ডঃ জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী ও শ্রী সুজয় দাশগুপ্ত। ডঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থতাজনিত কারণে ঝাড়গ্রামে যোগ

দিতে পারেন নি। শ্রী বিশ্বনাথ পাইন হুগলী মহসীন কলেজ হতে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের আর্থিক অনুদানে বিভাগের গবেষণার কাজ অধ্যাপক চন্দন মিত্রের তত্ত্বাবধানে অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি শ্রীমতী শ্রাবণী চন্দ অধ্যাপক মিত্রের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি প্রবন্ধ জমা দিয়েছেন। এই বিভাগের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রী, অনসূয়া চট্টোপাধ্যায়, যিনি জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবঅইবিদ্যায় এম. ফিল কোর্সে পাঠরতা ছিলেন, সম্প্রতি (১৯৯৯) নেহেরু-কেমব্রিজ ফেলোশিপ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ইংল্যাণ্ডে কাজ করছেন।

গত ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯৯ গুরুপূর্ণিমার সকালে বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রধান, সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবাদ-প্রতিম শারীরবিদ্যা গবেষক ডঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ৯০তম' জন্মদিন বর্ষের শুভ-সূচনায় প্রাক্তন ও বর্তমান—সব বয়সের ছাত্রছাত্রীরাই এক আনন্দ-ঘন অনুষ্ঠানে এই বিভাগে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান আতিথি ও বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক ডঃ অরবিন্দ বসু, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, যাদবপুর বিশ্বদ্যািলয়; অধ্যাপক ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও অধ্যাপক ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, গবেষক, বিজ্ঞানী ও শারীরবিদ্যা বিষয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্তের ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল—"পরবর্তী সহস্রাব্দে শারীরবৃত্ত মৌলিক বিষয় হিসেবে পাঠ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে।" এই বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী মল্লিকা চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী জয়তী দে যুগ্মভাবে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানটি ও যথাক্রমে এই কলেজের দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র শুভদীপ চক্রবর্তী ও প্রথমবর্ষের ছাত্রী জয়িতা বসু অধিকার করেছিলেন।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

সমাজতত্ত্ব বিভাগের বি. এ. পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু উভয়ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফল অপ্রত্যাশিতভাবে খারাপ হয়েছে। পার্ট ওয়ানে শুধুমাত্র দু'জন (মোট ২৪ জন) ও পার্ট টু-তে পাঁচজন প্রথম শ্রেণী পেয়েছে।

বিভাগের পঠন-পাঠন ও শিক্ষক-অভিভাবক যোগাযোগের ঐতিহ্য অটুট রয়েছে। বিভাগীয় অধ্যাপক ছাড়াও কিছু আমন্ত্রিত অধ্যাপক এই বিভাগে নিয়মিত পড়ান। যেমন আই. আই. এম (জোকা)-এর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী শৈল ঘোষ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী অভিজিৎ মিত্র, শ্রীসুরজিৎ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। এছাড়া এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমানে নেহেরু-কেমব্রিজ স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পাঠরত শ্রীমতী মন্দীপ কাউর জানেজাও কিছুদিন পড়িয়েছেন।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রশান্ত রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ আয়োজিত Refresher Course-এ 'Qualitiative Research in Sociology' বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Administrative Training Institute-এ 'Status of Women' বিষয়ে বলেছেন। 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় 'Hindus of India' গ্রন্থ পর্যালোচনা করেছেন।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী ডালিয়া চক্রবর্তী ভারত সরকার এবং Administrative Training Institute (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) আয়োজিত Transperancy And Accountability in Administration বিষয়ক Workshop-এ যোগদান করেছেন। এছাড়া Campus Diversity Initiative প্রকল্পের প্রকাশনা Voyages into Diversity-তে Cultural Diversity বিষয়ে বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে একত্রে তথ্য পর্যালোচনা করেছেন। বর্তমানে শ্রীমতী চক্রবর্তী 'Clerks : Social Behaviour of an Occupational group বিষয়ে গবেষণা করছেন। এটি একটি U.G.C. অনুমোদিত Minor Research Project.

হিন্দী বিভাগ

হিন্দী বিভাগ ষোল বছরে পদার্পণ করল। কলেজের কনিষ্ঠতম বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও বিভাগের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। এবছর পার্ট টু সাম্মানিক পরীক্ষায় দুজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং পার্ট ওয়ান সাম্মানিক পরীক্ষায় ন'জন প্রথম শ্রেণীর মান অর্জন করেছে।

সরকারি অনুমতি না পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক হিন্দীর স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা সম্ভব হয় নি। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পনের জন ছাত্র হিন্দী বিভাগের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনে যুক্ত আছে। স্বতন্ত্রভাবে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগ সচেষ্ট।

এবছর থেকে সপ্তাহে দু'দিন সেমিনার গ্রন্থাগার ছাত্রছাত্রীদের জন্য খোলা হচ্ছে, তাছাড়া শ্রব্যদৃশ্য প্রয়োগশালাও ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে।

বিভাগের আসন সংখ্যা ২৫। অহিন্দীভাষী ছাত্ররাই সংখ্যায় বেশী। সেজন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে ক্রমাগত আসনসংখ্যা বাড়াবার অনুরোধ আসছে।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সদানন্দ সিং ফেব্রুয়ারি ৯৯-এ অবসর গ্রহণ করেন। ডঃ সুব্রত লাহিড়ী বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। এ বছর বিশেষ কিছু আলোচনা-চক্র আয়োজিত হতে পারে নি। আংশিক সময়ের অধ্যাপক লালবাহাদুর সিং-ও মার্চে ৯৯-এ অবসর গ্রহণ করেছেন।

বিভাগে ২টি পদ শূন্য। ৪ জন আংশিক সময়ের অধ্যাপক দিয়ে কাজ চলছে। এঁদের কাছে বিভাগ কৃত কারণ দুঃসময়ে এঁরা ছাত্রস্বার্থে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভাগের ফলাফল ঃ

- কুনাল সিং ঃ নাগার্জুন পুরস্কার ঃ মৌলিক কবিতা রচনায় প্রথম পুরস্কার এবং যুব বিভাগ পঃ বঃ সরকার আয়োজিত যুব উৎসবে কবিতা রচনায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন।
- সুপ্রিয়া সরকার ঃ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার।
- সৌমিত্র জায়সওয়াল ঃ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।
- নবারুণা ভট্টাচার্য পেয়েছেন গদ্য লেখনে সান্ত্বনা পুরস্কার।

কলেজের বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় হিন্দী বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

ডঃ সুব্রত লাহিড়ী এবছর ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ আয়োজিত ইউ. জি. সি. বক্তৃতামালায় "হিন্দী সাহিত্যে আধুনিক ধারা" বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত "কবীরদাস ষষ্ঠ জন্মশত বৎসর" উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়িতে ড. লাহিড়ী কবীরের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা-চক্রে বক্তৃতা করেন।

এবছর ড. লাহিড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট এবং সিন্ডিকেটে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল-এর সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী বোর্ড অফ স্টাডিজেও তিনি বিশেষজ্ঞ সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ-এর বিশেষজ্ঞ সদস্যরূপে ড. লাহিড়ী হিন্দী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর পুস্তক রচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তক রচনা সমিতিতেও বিশেষজ্ঞ সদস্য।

ড. লাহিড়ীর নির্দেশনায় দুজন গবেষক পি. এইচ. ডি. করছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী আকাদেমীর জন্য "গ্রামবাংলার গল্প" গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ সম্পাদনা করছেন।

বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শিউনাথ পাণ্ডে বিভিন্ন আলোচনা-চক্র এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আকাশবাণী, কলকাতা আয়োজিত হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি জনবাদী লেখক সংঘ আয়োজিত "কবীরদাস" সংক্রান্ত আলোচনা চক্রে, পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী আকাদমী আয়োজিত "সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ও প্রেমচন্দ" বিষয়ক আলোচনা-চক্রে প্রবন্ধ, জনবাদী লেখক সংঘ আয়োজিত "সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা" বিষয়ক আলোচনা চক্রে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আকাশবাণী, কলিকাতায় শ্রীপাণ্ডে "আজ কী হিন্দী কবিতায়েঁ" বিষয়ে বার্তা পাঠ করেন।

এবছর শ্রী পাণ্ডে পি. এইচ. ডি.-র জন্য তার গবেষণা পত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছেন।

বিভাগে এবছর হিন্দী ভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছোটগল্প লেখক, ব্যঙ্গ লেখক শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র আংশিক সময়ের অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ড. প্রেমশংকর ত্রিপাঠী, ড. আশুতোষ প্রসাদ সিং এবং ড. সত্যা উপাধ্যায়ও আংশিক সময়ের অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বিভাগ এদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিভাগীয় দেয়াল পত্রিকা "অভিব্যক্তি" ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

ক্রীড়া বিভাগ

সহস্রাব্দের শেষ প্রাসঙ্গিকী প্রতিবেদন। বছরের নিরিখে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসূচীর বিচারে আর পাঁচটা বছরের সঙ্গে কম-বেশি মিল থাকলেও সময়ের বিচারে এই প্রতিবেদন একটা বিশেষ মাত্রা পাবে নিশ্চয়ই।

১৯৯৮-৯৯ সালের কর্মকাণ্ডের শুভ সূচনা জানুয়ারী '৯৯ মাসের ১৪ তারিখে কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সংখ্যার বিচারে আশানুরূপ না হলেও আনন্দ এবং উচ্ছ্বাসে কোনো ঘাটতি ছিল না। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তী তারকা শ্রী প্রদ্যোৎকুমার বর্মন। এই প্রতিযোগিতায় একটি নতুন বিষয়ের সূচনা হয়, তা হল—মহিলাদের দড়ি টানা-টানি। পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রী শৈলেশ গুছায়েত। মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করে ভুগোল বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্রী কুমারী দেবমিত্রা ভট্টাচার্য। সার্বিকভাবে বিভাগীয় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করে ভুগোল বিভাগ। বিভাগীয় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অধ্যাপক শ্রীদীপঙ্কর বসু প্রদত্ত ট্রফি এবছর পায় গণিত বিভাগ, তারা মোট ৬২ পয়েন্ট পেয়েছে।

বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রদের মহামিলনের দ্যোতক হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় ক্রিকেট উৎসব জানুয়ারী '৯৯ মাসের ১৬ তারিখে। আনন্দ এবং ভাবের আদান-প্রদানটাই এখানে মুখ্য, জয়-পরাজয় গৌন। Game for pleasure কথাটার সার্থক রূপায়ণ হয় এই উৎসবের মাধ্যমে। বৎসরান্তে এই মিলনের আবেগে অভিব্যক্ত হয় তাদের নস্টালজিয়া। অনবরত উল্টে যায় স্মৃতির পাতা। এর মধ্যেই কেউ ছক্কা হাঁকাচ্ছেন, কেউ আবার ফিরে আসছেন শূন্য রানে। সব মিলিয়ে অনবদ্য এক উৎসবের চেহারা নেয় এই দিনটি।

১৬ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃ সরকারী মহাবিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ফুটবল চাম্পিয়নশিপ। উভয় প্রতিযোগিতাতেই অংশগ্রহণ করে আমাদের কলেজ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য না পেলেও ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমাদের ছেলেরা প্রথম খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। সরকারী আর্ট কলেজের সঙ্গে প্রায় ৭০ মিনিট রুদ্ধশ্বাস লড়াই-এর পর আমাদের কলেজ এই জয় ছিনিয়ে নেয়। পরের খেলা অনুষ্ঠিত হয় দার্জিলিং সরকারী কলেজের সঙ্গে। এই খেলায় আমরা পরাজিত হই।

কলেজের নিয়মিত কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃ বিভাগীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা গত ২রা আগস্ট ১৯৯৯ তারিখ থেকে। বহুসংখ্যাক ছাত্র/ছাত্রীর অংশগ্রহণে এই প্রতিযোগিতা প্রাণময় হয়ে ওঠে। এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করে অঙ্গ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রী অভিরূপ মল্লিক, বিজিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রী অর্পন ব্যানার্জী। ডাবল্‌স বিভাগে বিজয়ী হয় শ্রী মনুজেন্দ্র কুন্ডু (বাংলা ৩য় বর্ষ) এবং সন্দীপন মুখার্জী (অঙ্ক ৩য় বর্ষ)। বিজিত—শ্রী অভিরূপ মল্লিক (অঙ্ক, ৩য় বর্ষ) এবং শ্রী কৌস্তুভ রায় (রসায়ন বিভাগ ২য় বর্ষ)।

ছাত্রীদের আন্তঃ বিভাগীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করে—ইতিহাস, ২য় বর্ষের ছাত্রী কুমারী হৈমন্তী চক্রবর্তী এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সমাজবিদ্যা বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী কুমারী সঞ্চারী শুর। ডাবল্‌স বিভাগে বিজয়ী হয়—কুমারী অর্পিতা মিত্র (অর্থনীতি, ২য় বর্ষ) এবং কুমারী অবন্তীকা চৌধুরী (অর্থনীতি, ২য় বর্ষ)। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কুমারী সঞ্চারী শূর (সমাজবিদ্যা ২য় বর্ষ) এবং দেবমিত্রা ভট্টাচার্য (ভুগোল, ২য় বর্ষ)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় আমাদের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে গত ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম

খেলায় চিত্তরঞ্জন কলেজের বিরুদ্ধে আমাদের ছাত্ররা ওয়াক-ওভার পায়। পরের খেলায় ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের সঙ্গে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় আমাদের ছাত্ররা পরাজিত হয়। আমাদের ছাত্রীরা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে খেলায় প্রথম রাউন্ডেই পরাজিত হয়। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ ইতিহাসের ছাত্রী কুমারী হৈমন্তী চক্রবর্তী ব্যক্তিগত পারদর্শিতার নিরিখে কোলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাডমিন্টন দলে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত হয়।

কলেজের নিয়মিত কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে আন্তঃবিভাগীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হয় ২০শে আগষ্ট, ১৯৯৯ তারিখ থেকে। এই প্রতিযোগিতায় খুব উৎসাহের সঙ্গে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করে পদার্থ-বিদ্যার স্নাতকোত্তর ২য় বর্ষের ছাত্র শ্রীশান্তনু বসু এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অঙ্ক, ৩য় বর্ষের ছাত্র শ্রীসুদীপ্ত দাশগুপ্ত। ডাবল্স বিভাগে বিজয়ী হয় শ্রীশান্তনু বসু (পদার্থবিদ্যা, স্নাতকোত্তর ২য় বর্ষ) এবং সুদীপ্ত রায় (ভূতত্ত্ব বিভাগ, স্নাতকোত্তর, ১ম বর্ষ)। দ্বিতীয় স্থান লাভ করে অনির্বাণ মন্ডল (রসায়ন, ২য় বর্ষ) এবং শুভদীপ চ্যাটার্জী (রসায়ন, ২য় বর্ষ)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃকলেজ টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখ থেকে বালিগঞ্জ রোয়িং ক্লাব প্রাঙ্গনে। এই প্রতিযোগিতায় আমাদের ছাত্ররা মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়। পরবর্তী খেলায় বিবেকানন্দ কলেজের বিরুদ্ধে আমাদের ছাত্ররা পরাজিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯.৮.৯৯ তারিখ থেকে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলায় আমাদের ছাত্ররা বি. কে. সি. কলেজের বিরুদ্ধে ওয়াক-ওভার পায়। ২৫.৮.৯৯ তারিখে স্কটিশচার্চ কলেজের বিরুদ্ধে পরবর্তী খেলায় আমাদের ছাত্ররা পরাজিত হয়।

কলেজের নিয়মিত কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে আন্তঃবিভাগীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখে থেকে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে ছাত্রদের সম্মিলিত 'সি' দল। এই দলে ছিল—ভূতত্ত্ব, ভূগোল, রাশিবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সম্মিলিত 'বি' দল। এই দলে ছিল—রসায়ন, হিন্দী, অঙ্ক, ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জাস্টিন্ যোরেমাদারকিম্।

বিতর্ক ও ক্যুইজ

কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবছরেও বিভিন্ন আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করেছে। উল্লেখযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় আছেন প্রজিত মুখার্জি, অর্কদীপ্ত ঘোষ, স্নিগ্ধা সিং, গৌরব গুপ্ত, সমিত বাসু, অনিরুদ্ধ গুপ্ত প্রমুখ।

১৯৯৯-এর রাশিবিজ্ঞানের স্নাতক শান্তনু চক্রবর্তী এবছর সিদ্ধার্থ বসু পরিচালিত Mastermind India শীর্ষক T.V. Quiz প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে উঠেছেন।

গ্রন্থাগার

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলে বা শিক্ষক-শিক্ষিকারা গবেষণায় সাফল্য অর্জন করলে সেই কৃতিত্বের পিছনে অন্যান্যদের সঙ্গে

গ্রন্থাগারেরও যে ভূমিকা থাকতে পারে সে কথা আমাদের মনেও পড়ে না। নবাগত ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রথম ক্লাশের দিন লাইব্রেরি কার্ড ও বই পাচ্ছে; শিক্ষক ও গবেষকদের বই খুঁজে দিতে গ্রন্থাগারিক বাড়ি থেকে টর্চ বয়ে আনছেন—বার্ষিক প্রতিবেদনে এর উল্লেখ অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। শুধু যে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারগুলি যথাযথভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তাই নয়, গ্রন্থাগার পরিষেবার আধুনিকীকরণ বিষয়ে এ-যাবৎ প্রথম রাজ্যস্তরের আলোচনাচক্র ও কর্মশালার আয়োজন করে দেশের শিক্ষানুরাগী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্সি কলেজ এ ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ।

এবার আসা যাক গ্রন্থাগার-পরিসংখ্যানে। ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ছিল ২,৪৫,৭০৮ এবং বাঁধানো পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২০,১০৭। বাঁধানো হয়নি এমন পত্রিকার সংখ্যা কয়েক হাজার। ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ ১৬, ৫০, ০০০ টাকা। এর মধ্যে রাজ্য সরকার উন্নয়ন খাতে ১৩,৫০,০০০ এবং বিশ্ববিদালয় মঞ্জুরি কমিশন ৩,০০,০০০ টাকা দিয়েছেন। এই টাকায় গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা কেনা সম্ভব হয়েছে যথাক্রমে ৪৫০৪ ও ৩৫ টি। আলোচন্য বর্ষে ৮০টি গ্রন্থ, পত্রিকা ও পুস্তিকা উপহার পাওয়া গেছে।

১৯৯৮-৯৯ তে ব্যবহৃত গ্রন্থসংখ্যা ১,৯৮,৪০২। তার মধ্যে বাড়িতে ব্যবহার হয়েছে ৩০,৫০৬টি গ্রন্থ। বিভিন্ন বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরিতে পাঠানো গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৮২।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৯১৭। বহিরাগত বিশেষ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৮০।

গ্রন্থাগারে গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও গ্রন্থগারিক ও বৃত্তিকুশলী কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। বেশ কয়েকটি স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু আছে, অথচ তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অতিরিক্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীর পদ সৃষ্টি হয় নি। এই বিশাল কলেজের তিনটি বহুল ব্যবহৃত গ্রন্থাগারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের স্টাফ প্যাটার্ণ অনুসৃত হওয়া উচিত। বর্তমানে আর্টস লাইব্রেরিতে চারটি গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য। সিনিয়র গ্রন্থাগারিকের পদে কেউ না থাকায় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমন্বয় ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনে অসুবিধা হচ্ছে। তিনটি লাইব্রেরির জন্য দরকার অন্তত ১০টি লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো বৃত্তিকুশলী পদ। তা না হলে অচিরেই গ্রন্থাগারের পরিষেবা ভেঙ্গে পড়বে। অনেক কলেজেই অনুরূপ পদ আছে। সুখের কথা, গ্রন্থাগার-সহায়ক কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবা অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃত্তিকুশলী পদ সৃষ্টর জন্য শিক্ষাবিভাগের কাছে একাধিকবার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কলেজের মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার ও অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই আমরা করে উঠতে পারিনি সংরক্ষণখাতে নির্দিষ্ট অনুদানের অভাবে। লাইব্রেরির বই ও পত্রপত্রিকা নিয়মিত বাঁধানোর কাজ বেশ কয়েক বছর হয়নি। উন্নয়নখাতে আর্থিক বরাদ্দের আদেশনামায় বই বাঁধানো ও সংরক্ষণের জন্য রেকারিং গ্রান্টের উল্লেখ থাকলে অনেক প্রশাসনিক জটিলতা এড়ানো সম্ভব হয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসম্ভার বাঁধাই-এর জন্য নিজস্ব বাঁধাইখানা ও দপ্তরীর পদ থাকা একান্ত জরুরি। সায়েন্স ও আর্টস লাইব্রেরিতে বই রাখার উপযুক্ত র‍্যাকের অভাব, সায়েন্স ও ইকনমিকস্ লাইব্রেরিতে স্ট্যাকরুমের স্থানাভাবের প্রতিও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থনীতি বিভাগের একটি শ্রেণীকক্ষ স্ট্যাকরুমে রূপান্তরিত

করার কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। সায়েন্স লাইব্রেরির পাঠকক্ষের অব্যবহৃত অংশে স্ট্যাকরুম সম্প্রসারণের কাছ এখনও হয়নি।

পূর্ত দপ্তরকে ধন্যবাদ, তাঁরা লাইব্রেরিগুলির আলো ও পাখার অভাব অনেকটাই দূর করতে পেরেছেন।

প্ল্যানিং কমিশনের আর্থিক আনুকূল্যে গ্রন্থাগারের সার্বিক আধুনিকীকরণের কাজ অর্থাভাবে বন্ধ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও রাজ্যসরকারের আর্থিক অনুদানে অবিলম্বে এই কাজ পুনরায় শুরু করতে হবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ যখন রাজ্যের সরকারি কলেজগুলির গ্রন্থাগার পরিষেবার আধুনিকীকরণ বিষয়ে রাজ্যস্তরের আলোচনাচক্র ও কর্মশালার আয়োজন করছে তখন সেই কলেজেরই একাধিক গ্রন্থাগারে কম্পিউটার নেই—নেই গ্রন্থাগারিকদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদেরই উদ্যোগী হতে হবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি বিল্ডিং-এর একতলার কাজ প্রায় শেষ। আশা করা যায়, বর্তমান বছরে দ্বিতলের কাজ শেষ হবে। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের উদ্যোগে আহূত সভায় পূর্তদপ্তরের স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারদের উপস্থিতিতে বিল্ডিং প্ল্যান পর্যালোচনা করা হয় এবং গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ গৃহীত হয়।

আর্টস লাইব্রেরির শ্রীদেবনারায়ণ চক্রবর্তী ও ড. বাসন্তী দেবনাথ, ইপি লাইব্রেরির শ্রীঅশোক হাজরা, সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজের শ্রীমতী সুরভি বাগচী এবং সায়েন্স লাইব্রেরির শ্রীঅমিতাভ দাশ কলেজের নানাবিধ কর্মসূচীতে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন। ড. দেবনাথ হিন্দী বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরির দায়িত্ব পালন ছাড়াও প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করছেন; শ্রীমতী বাগচী কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে গ্রন্থাগারের সুনাম বৃদ্ধি করছেন।

গ্রন্থাগারের দুই প্রবীন ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রীণা মজুমদার ও শ্রীমতী মঞ্জরী বসু এ-বছরই অবসর গ্রহণ করবেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে গ্রন্থাগারগুলির দুর্দশা আরো প্রকট হয়ে উঠবে।

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

শতাব্দীর গরিমা নিয়ে আজও মাথা তুলে আছে হিন্দু হোস্টেল। ছাত্রাবাসের নানান সমস্যা আনেকটা মিটেছে। কর্মী সংখ্যা কম হওয়ায় বর্তমানে তা অসুবিধার সম্মুখীন। অধীক্ষক ড. বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় অবসর নেওয়ার পরও তাঁর জায়গায় কোন লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সহকারী অধীক্ষক ড. দিলীপ সরকার গত জুন মাসে কর্মভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অন্যত্র চলে যাবেন আগামী মার্চ মাসে। ফলে হোস্টেল হয়ে পড়বে অভিভাবকশূন্য। কর্তৃপক্ষ এদিকে একটু নজর দিলে ভাল হয়।

খেলাধূলা যেমন চলে তেমনই চলছে। পড়াশুনার মান যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আজকাল আর আগের মত ছাত্ররা অশান্তি করে না। কারণ তারা সকলেই এখন ব্যক্তিজীবনকে সমৃদ্ধ করতে ব্যস্ত।

শতাব্দীর শেষে সরকার মুসলিম ছাত্রদের এখানে থাকবার অধিকার দেয়। কিন্তু ছাত্রদের দাবী "শুধু হিন্দু হোস্টেল নয়, সমস্ত ছাত্রাবাসে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে থাকতে দেবার অধিকার সরকারকে দিতে হবে।"

নিয়মিত ছাত্রদের আবাহন ও বিদায় অনুষ্ঠান হয়েছে। সরস্বতীপূজা ও পুনর্মিলন উৎসব যথারীতি চলেছে। ছাত্রাবাসের ছাত্ররা নিয়মিত বৃত্তি পেয়েছে। হোস্টেলের সবকিছু ভাল ভাবে চলছে। শুধু অধীক্ষক ও সহঃঅধীক্ষক পদগুলোতে শিক্ষকদের যোগদানের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ সহৃদয়তার সাথে সত্বর বিবেচনা করবেন আশা রাখি।

ছাত্রাবাসের কর্মীরা যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। কোন কর্মী এবছর অবসর নেননি। প্রতি বছরের মত ছাত্রাবাস পূর্তদপ্তরের (সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল) সহযোগিতা পেয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্মী সাংস্কৃতিক সংস্থা

২৮ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য বছরের মত প্রতিযোগিতাসমূহের পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক "হলিডে হোম" ৭ই এপ্রিল ১৯৯৯ বুধবার ডিরোজিও হলে অনুষ্ঠিত হয়।

শারদ অবকাশের পর "শারদ বিজয়োৎসব" ২৫শে নভেম্বর, ১৯৯৯ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় পি. এল. টি তে অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রীপীযূষকান্তি সরকার মহাশয়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। শ্রীযুক্ত সরকারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। এরপর পীযূষবাবুর গান সকল শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছোট্ট বক্তব্য সকলের মনে দাগ কাটে এবং সংস্থার প্রতিটি কর্মীকে অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া শ্রীমতী মৌসুমী পালের গান সকলের ভালো লাগে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শ্রীতপনকুমার দত্ত। সকলের কাছে সম্পাদকের আবেদন—আগামী দিনে "কর্মচারী সমবায় চিকিৎসা তহবিল" গঠন করতে হবে কর্মীদের নিয়ে।

ওড়িশার ঘূর্ণিঝড়ে, দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে ১০০১ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয়েছে। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞান করেন সংস্থার সভাপতি ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত এবং চা মিষ্টি মুখে "বিজয়োৎসব" শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মনিমালা দাস। ফুটবল, তাস, ক্যারাম ক্রিকেট, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতাসমূহ চলছে। বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২০০০ এর মার্চ নাগাদ। ঐদিন পুরস্কার বিতরণ ও নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি

সোসাইটি, বর্ত্তমান বছরে ৭৯ বছরে পদাপর্ণ করেছে। সদস্য-কর্মী বন্ধুদের ঋণ দেওয়ার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। বৃহৎ ঋণের পরিমাণ ১২০০্ (বারো হাজার টাকা) এবং জরুরী ঋণের পরিমাণ ২৪০০্ (চব্বিশ শত টাকা) করা হয়েছে। প্লাটিনাম উৎসব বিশেষ স্মারক হিসাবে গত বৎসরের মত এবারও সদস্য-বন্ধু পুত্র-কন্যাদের যারা চুড়ান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে উৎসাহ প্রদান হিসাবে বিনামূল্যে টেস্ট পেপার দেওয়া হবে। সোসাইটির অফিস ঘরটির সুসজ্জিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঘরের জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কলেজ অফিস

বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থায় কলেজ অফিসের প্রত্যেকটি বিভাগ অসীম গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। এর মধ্যে জেনারেল সেকশান, ছাত্রদের জন্য সেকশান প্রচন্ড পরিশ্রম সহকারে তাঁদের কাজ করে চলেছেন।

কলেজ অফিসের হিসাব-শাখা সময়মত মূল কাজ করছেন। সরকারি বরাদ্দ টাকা, তা উন্নয়নমূলক খাতেই হোক বা পরিচালনা বহির্ভূত খাতেই হোক, ঠিকমত খরচ করা এবং তার হিসাব যথাযথ ভাবে সরকারের নিকট পেশা করা, সাথে সাথে এ. জি. বেঙ্গল দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করানো তাঁদের কাজ। এখানে উল্লেখ্য যে গত আর্থিক বছর পর্যন্ত এ. জি. বেঙ্গল নিরীক্ষার কাজ শেষ করেছেন। গত আর্থিক বছরে উন্নয়নমূলক কাজে মোট ৪৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে এবং তা সময়মত খরচও হয়ে গেছে। শিক্ষক ও কর্মীদের বেতন, বকেয়া বেতন, উন্নয়ন বহির্ভূত খাতে যে টাকা পাওয়া যায় তার থেকে মেটান হয়। গত দু বছর ধরে বিদ্যুৎ-এর বিল এবং টেলিফোনোর বিল মেটাতে কলেজকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তবে এই খাতে টাকা বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। শিক্ষামূলক ভ্রমনের ক্ষেত্রে অগ্রিম ভ্রমন ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে হিসাব শাখার কর্মচারীরা বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছেন।

বর্তমান চলতি বছরে কলেজের সমস্ত কর্মচারীদের পে. কমিশন ও ইউ. জি. সি.-র রিপোর্টে বেতন বর্দ্ধিত হয়েছে। বেতন বর্দ্ধিত হবার জন্যে কর্মচারীদের বেতন নতুন স্কেলে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে হিসাব শাখা ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাড়তি উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরও (শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী) নতুন স্কেলে বেতন নির্ধারণের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। যে সমস্ত কর্মচারী বেতন নির্ধারণের বিষয় কোর্টের অধীনে ছিল সেগুলির ফয়সালা হয়েছে এবং তারা তাদের পাওনা টাকা পেয়েছেন এবং পেতে শুরু করেছেন।

অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানকালে হিসাব শাখার কর্মচারীরা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করছেন। যেমন পেনসন, গ্রাচুয়িটি, পি.এফ, পাওনা ছুটির নগদীকরণ ইত্যাদি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ফলে কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। বর্তমানে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী অবসর গ্রহণের দিনেই পেনসন ও গ্রাচুয়িটির চেক প্রদান করা হচ্ছে। এর জন্যে যে বাড়তি চাপ কর্মীদের উপর পড়ছে তা তাঁরা হাসিমুখেই মেনে নিয়েছেন।

যে কোন ধরনের কর্মচারীর পে-ফিক্সেশান ইত্যাদির ক্ষেত্রে অযথা যাতে দেরী না হয় তা সর্বস্তরেই দেখা হয়। আসল এবং নকল (duplicate) দুই ধরনের সার্ভিস বই লেখার ক্ষেত্রে উপযুক্ত লক্ষ্য রাখা হয়।

সাধারণ ছাত্রদের সাথে এই হিসাবশাখার সম্পর্ক বেতন, পরীক্ষার ফি প্রদান এবং জাতীয় মেধাবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ের।

ছাত্রদের সাথে ক্যাশ সেকশান ও স্টুডেন্টস সেকশানের সম্পর্ক খুব ভালো। ছাত্ররা এই দুই সেকশান থেকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য ও উপদেশ পায়। ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে এই দুই সেকশান সর্বদা সজাগ থাকে ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

শিক্ষা-সহায়ক জিনিষপত্রর কেনার ব্যাপারে যে টেন্ডার-কমিটি আছে তাকে আর্থিক ব্যাপারে সার্বিক নিয়ম কানুন অবহিত করার জন্য হিসাব শাখার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

আছে। এতে কলেজ পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে চলে। কলেজের সমস্ত বিভাগে গণিত্র (computer) আছে। বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই কলেজ অফিসে যেখানে computer-এর ব্যবহার দ্বারা সমস্ত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও হিসাব নিকাশ-এর কাজে অনেক সুবিধা পাওয়া যেতে পারে সেখানে computer-এর সেবা থেকে কর্মচারীরা বঞ্চিত।

অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে একটা সমন্বয় সাধানের চেষ্টা থাকার ফলে কলেজ অফিসের সমস্ত শাখার সাথে সাধারণ কর্মচারী, শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্ক খুবই মধুর।

প্রাক্তনী সংসদ

ইং ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাক্তনী সংসদের ৪৯ বছর পূর্ণ হল। এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অধ্যক্ষ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্তর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলছে। প্রস্তুতি চলছে সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনেরও। উভয় ক্ষেত্রেই কমিটি তৈরী হয়েছে, তাঁরা কাজ শুরুও করেছেন। সংসদের কর্মসূচীতে প্রাক্তনীদের সাগ্রহ ঔৎসুক্য প্রমাণিত হয় এর সদস্য সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধি থেকে। বর্তমানে (৩০.১১.৯৯ পর্যন্ত) আজীবন সদস্য সংখ্যা ২৭০০। এর মধ্যে একটা বিরাট অংশই অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রাক্তনী। সংসদের বর্তমান স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৩,৭৩,৯০০ টাকা। শেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৭শে মার্চ, ১৯৯৯। এর পরের সভাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী **মার্চ/এপ্রিল**, ২০০০।

গত প্রতিষ্ঠাতৃ দিবসের অনুষ্ঠান (২০.০১.৯৯)-এ সভাপতিত্ব করেন ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও গুজরাট হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী গণেন্দ্রনারায়ণ রায়। প্রধান অতিথি হিসাবে আসার কথা ছিল প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ ঘোষালের। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি আসতে পারেনি। ঐ দিন ডিরোজিও হলের সভায় ও প্রাক্তনী-সংসদ আয়োজিত পুনর্মিলন চা-চক্রে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬০০, যার মধ্যে ৪৫০ জন প্রাক্তনী. কলেজ-প্রাঙ্গনের মুক্তমঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী শুভ্রা সাহা। এছাড়া প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্য-গীত-আবৃত্তি অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলে সাগ্রহে উপভোগ করেন।

অন্যান্য বছরের মত এবারও তৃতীয় বর্ষের মানববিদ্যা ও বিজ্ঞান শাখার একজন করে ছাত্রকে ২০০ টাকার বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। ২১.১২.৯৯-এর বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানেও দুজন ব্যক্তিগত সেরা প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীকে ১০০ টাকা অর্থমূল্যের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা (প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে) হয়েছে ১৫ই জানুয়ারী, ২০০০।

২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সংসদ স্টীমার পার্টির আয়োজন করে। প্রাক্তনীরা পরিবারবর্গ ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করেন। ২৮শে ডিসেম্বর সংসদ কলকাতার নন্দন-চত্বরে বাংলা আকাদেমিতে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল। এতে সঞ্চালক ছিলেন ড. অনুপ সিনহা আর বক্তারা ছিলেন ড. বিমল জানান (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর), অধ্যাপক অমিয় বাগচী, ড. মুকুল মজুমদার ও শ্রী অরবিন্দ রায়। বিষয় ছিল ভারতের অর্থনীতি ঃ মুক্ত অর্থনীতি। বক্তারা সবাই প্রাক্তনী। পূর্ণকক্ষ অনুষ্ঠানটি আলোচনা, প্রশ্ন, উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

এ বছর আমরা দ্বিতীয় সহস্রাব্দে প্রবেশ করলাম। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সারা বিশ্ব থেকে বাঙালীরা এই সম্মেলনে

অংশগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাক্তনী সংসদও এই প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের জড়িত করার সুযোগ পেয়েছিল। গত ৩রা জানুয়ারী, ২০০০ এই সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়; বিষয় ছিল—প্রেসিডেন্সি কলেজের অতীত, বর্তমান ও নতুন সহস্রাব্দের সম্ভাবনা। দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত প্রাক্তনীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের পারস্পরিক মত-বিনিময় ও প্রাক্তনীদের 'নস্ট্যালজিয়া'-বোধ অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষনীয় করে তুলেছিল। এর পর একটি 'মূল্য-প্রদেয়' (contributory) নৈশভোজের বব্যস্থা করা হয়েছিল—এতে প্রাক্তনীরা সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করেন।

সংসদের প্রাক্তন সভাপতি ড. সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবতি বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগ ২৩.১১.৯৯ তারিখে এক অতি সুন্দর ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু প্রখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী, কৃতবিদ্য মানুষ, শিক্ষাবিদ্ ও ছাত্ররা ড. বন্দ্যোপধ্যায়কে সশ্রদ্ধ প্রণাম জ্ঞাপন করেন। সুন্দর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। প্রাচীন ও নবীনদের এমন সহর্ষ সহানুধ্যায় সচরাচর দেখা যায় না। সংসদের বর্তমান সভাপতি ড. প্রচাপচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের অশীতিবর্ষ পূর্তি উৎসব সমারোহের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে অনুষ্ঠিত হয় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯। ড. চন্দ যে ২৬টি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা সবাই সমবেত ভাবে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন। ড. চন্দের ছাত্র, অনুরাগী ও গুণমুগ্ধদের সমাবেশে ঐ সন্ধ্যা আনন্দময় হয়ে ওঠে। সংসদ উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ও বরেণ্য শিক্ষাবিদদ্বয়কে সম্বর্ধনা ও উপহার দিয়ে ধন্য হয়।

সংসদের লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রাক্তনীদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে কাম্য। সংসদ-অফিসে দূরভাষ সংযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নম্বর ২১৯-২৩৯১। প্রাক্তনীরা যদি ব্যক্তিগতভাবে এসে বা দূরভাষ মারফৎ সংসদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন তবে একদিকে যেমন কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যরা উৎসাহিত বোধ করেন, তেমনি তাঁরা নিজেরাও সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচী সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। সংসদের সমস্ত কর্মসূচীই নোটিস্ বোর্ডে বিজ্ঞাপিত হয়। তাছাড়া প্রচারমাধ্যম মারফৎও এগুলি বিজ্ঞাপিত হয়। আর প্রতিষ্ঠাতৃ দিবসের অনুষ্ঠানের দিন তো নির্দিষ্টই। আশা করি প্রাক্তনীদের সোৎসাহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণে সংসদ আরও উজ্জীবিত ও কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে।

বিগত বছরে সংসদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামী ও কৃতী বেশ কয়েকজন প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। এঁরা হলেন—জয়ন্ত বিশ্বাস (রসায়ন), শান্তি ভট্টাচার্য (ইংরাজি, প্রাক্তন অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা), বিনয়েন্দ্রনাথ নিয়োগী (ভূবিদ্যা), অমলকুমার মুখার্জী (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা), অশোক মিত্র (অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস, সংসদ সভাপতি, ১৯৯৪-৫, শারদ বার্ষিকী ১৬তম ও ১৭তম সংখ্যা সম্পাদক), উর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় (অর্থনীতি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ)। এঁদের স্মৃতির প্রতি আমরা অন্তরমথিত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরিশিষ্ট-১

এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল

১৯৯৯ সালের স্নাতক পরীক্ষার (পার্ট ওয়ান ও টু একত্রে) ফল

বি. এ.

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	অকৃতকার্য	অনুপস্থিত
ইংরেজি	১৮	০	১৭	১৭	১	০
বাংলা	১৮	১	১৬	১৭	১	০
ইতিহাস	২৬	১	২৪	২৫	১	০
দর্শন	১৯	৪	১৪	১৮	১	০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৪	৩	১১	১৪	০	০
হিন্দি	১৫	২	১৩	১৫	০	০
সমাজতত্ত্ব	২৩	৫	১৭	২২	১	০
সংস্কৃত	২	২	—	২	০	০

বি. এস-সি.

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	অকৃতকার্য	অনুপস্থিত
পদার্থবিদ্যা	১৯	৯	১০	১৯	০	০
রসায়ন	২৮	২২	৬	২৮	০	০
গণিত	১১	২	৭	৯	২	০
শারীরবিদ্যা	১৯	৭	১২	১৯	০	০
ভূতত্ত্ব	১৭	১২	৫	১৭	০	০
উদ্ভিদবিদ্যা	২০	১২	৪	২০	০	০
প্রাণিবিদ্যা	১১	৪	৩	১১	০	০
রাশি বিজ্ঞান	১২	৫	৫	১০	২	০
ভূগোল	২২	১০	১২	২২	০	০
অর্থনীতি	৩০	১৬	১৪	৩০	০	০

পরিশিষ্ট-২

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা

(অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে পুরস্কার প্রাপক কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় ইত্যাদি বোঝাবে)

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ./বি. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা, (১৯৯৯)-এর ফলের ভিত্তিতে

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
১	শমীক গুপ্ত বি. এস-সি., ৯১ পদার্থবিদ্যা	সিন্ধিয়া রৌপ্যপদক ও গোয়ালিয়র পুরস্কার	বি. এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
২	রুদ্রখাস পাণ্ডে বি.এ., ৭৮ হিন্দী	—ঐ—	বি. এ. অনার্সের সবকটি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
৩	মোনালিসা দাস বি.এ., ৯৪	অরুণ সরকার স্মৃতিপদক	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম
৪	—ঐ—	অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র স্মৃতি পুরস্কার (ড. নমিতা মিত্র প্রদত্ত)	—ঐ—
৫	টুসি সেন বি.এ., ১১৭	অধ্যাপক তারকনাথ সেন স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	ঐচ্ছিক বাংলায় প্রথম
৬	অর্পিতা ঘোষ বি.এ., ২	হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক সংস্কৃতে প্রথম
৭	অরিজিত মণ্ডল বি.এ., ১০	রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৮	—ঐ—	অরিজিৎ সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার	—ঐ—
৯	সাম্রাজ্ঞী ভট্টাচার্য বি.এ., ১০৩	চারুচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইংরাজিতে প্রথম
১০	উদিতা মিত্র বি.এ., ৭৫	সমাজতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা স্মারক স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক প্রশান্ত রায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক সমাজতত্ত্বে প্রথম
১১	শ্রীময়ী ঘোষ বি.এ., ১৪৯	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পুরস্কার (শ্রী শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম
১২	রুদ্রখাস পাণ্ডে বি.এ., ৭৮ (হিন্দী)	অখিল ভারত সুলতানপুর প্রগতিশীল সমাজ পুরস্কার	সাম্মানিক হিন্দিতে প্রথম
১৩	পরমা রায় বি. এস-সি., ২৬৬	কলেজ পুরস্কার	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
১৪	সিদ্ধার্থ সিংহরায় বি. এস-সি., ২৬৭	চন্দ্রনাথ মৈত্র পদক	সাম্মানিক ভূতত্ত্বে প্রথম
১৫	ঋত্বিক সিনহা বি. এস-সি., ১৯৬	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুরস্কার (রাশিবিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব ১৯৭৪ কর্তৃক প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
১৬ (ক)	সুভাশিস চক্রবর্তী বি. এস-সি., ৪	সুদীপ সোম স্মৃতি পুরস্কার (ড. সুধীরচন্দ্র সোম প্রদত্ত)	সাম্মানিক রসায়নে প্রথম
(খ)	মালা সিংহরায় বি. এস-সি., ২৯৫		
১৭	সুভাশিস চক্রবর্তী বি. এস-সি., ৪	কুঞ্জবিহারী বসাক পদক	সাম্মানিক ব্যবহারিক রসায়নে প্রথম
১৮	প্রদীপ্তা গুহ বি. এস-সি., ২৯৯	ড. সতীনাথ বাগচি স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী প্রতুলকুমার বাগচি প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
১৯	শমীক গুপ্ত বি. এস-সি., ৯১	কার্তিক চন্দ্র মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
২০	—ঐ—	পার্থসারথি গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক পরিমল সেন প্রদত্ত)	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
২১	শোভন সরকার বি. এস-সি., ১৭১	অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী পুরস্কার (শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম
২২	—ঐ—	অধ্যাপক অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম
২৩	অনরিণি মজুমদার বি. এস-সি., ১৫৪	অপরাজিতা চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ও পূরবী চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম
২৪	পরমা রায় বি. এস-সি., ১০২	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রদত্ত)	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম
২৫	রিধিশঙ্কর রায় বি.এ	অধ্যাপক অশীন দাসগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (ড. উমা দাশগুপ্ত প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইতিহাসে সবথেকে উৎসাহী ছাত্র

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ./বি. এস-সি পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু পরীক্ষা, ১৯৯৯-এর ফলের ভিত্তিতে ঃ—

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
২৬ (ক)	বৈশাখী ঘোষ বি.এ., ৭ সংস্কৃত	নীরোদবরণ বক্সি স্মৃতি পুরস্কার	বি.এ অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
(খ)	মৈনাক চৌধুরী বি. এস-সি., ২৭৬ ভূতত্ত্ব	নীরোদবরণ বক্সি স্মৃতি পুরস্কার	বি. এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
২৭	মৈনাক চৌধুরী বি. এস-সি., ২৭৬ ভূতত্ত্ব	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পদক (রবিব্রত মুখার্জী ও পূরবী মুখার্জী প্রদত্ত)	বি.এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
২৮	—ঐ—	মনোরঞ্জন মিত্র স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক মনীন্দ্র মিত্র প্রদত্ত)	গণিতবাদে বি. এস-সি অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
২৯	পিয়ুষ খাণ্ডেলিয়া বি. এস-সি., ১৭০	জে সি নাগ স্মৃতি পদক	স্নাতক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম
৩০	পিয়ুষ খাণ্ডেলিয়া বি. এস-সি., ১৭০	ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক তারাপদ চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	—ঐ—
৩১	প্রবাল কুমার দে বি. এস-সি., ১৪৬	জে সি সিংহ পুরস্কার	স্নাতক অর্থনীতিতে প্রথম
৩২	—ঐ—	ইউ এন ঘোষাল পুরস্কার	স্নাতক অর্থনীতিতে প্রথম
৩৩	অণুরিমা ভট্টাচার্য বি.এ., ৮৫	কার্তিক চন্দ্র মল্লিক স্মৃতি পদক	সাম্মানিক দর্শনে প্রথম
৩৪	—ঐ—	অধ্যাপক প্রবাসজীবন . চৌধুরী পুরস্কার (আশাবরী, ঋতাবরী ও রুচিরা চৌধুরী এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক দর্শনে প্রথম
৩৫	সারস্বত চৌধুরী বি. এস-সি., ২২৯	সুশীল কুমার ব্যানার্জী স্মৃতি পদক (রানু ও পূরবী ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
৩৬	সুবর্না ভট্টাচার্য বি. এস-সি., ২৯৯	সুশীল কুমার ব্যানার্জী (রানু ও পূরবী ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৩৭	সুদেষ্ণা মিত্র বি.এ., ১৭	কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৩৮	সুদেষ্ণা মিত্র বি.এ., ১৭	হিমানী দেবী স্মৃতি পুরস্কার (কমল কুমার ঘটক প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৩৯	—ঐ—	অজয় ব্যানার্জী স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৪০	শুভ্রা রায় বি.এ., ১৪১	অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম
৪১	—ঐ—	অধ্যাপক তারাপদ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অশোক মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম
৪২	—ঐ—	তারাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম
৪৩	—ঐ—	বিভাবতী সরকার স্মৃতি পুরস্কার (মঞ্জরী বসু প্রদত্ত)	—ঐ—
৪৪	জয়দীপ ঘোষ বি.এ., ১২১	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম
৪৫	—ঐ—	আশুতোষ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার (শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম
৪৬ (ক)	জয়িতা রক্ষিত বি.এ., ৬৩	বাণী বসু স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক বাংলায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
(খ)	বর্ণালী মৈত্র বি.এ., ১০৫	—ঐ—	সাম্মানিক বাংলায় ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয়
৪৭	সুকল্পা চক্রবর্তী বি.এ., ৬১	রাজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি পুরস্কার (ড. নির্মল চন্দ্র বসু রায়চৌধুরী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম
৪৮	—ঐ—	নীতিশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	—ঐ—

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৪৯	—ঐ—	চন্দন কুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অজিত ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	—ঐ—
৫০	দিয়া দাস বি.এ., ১০০	নির্মলচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার (বেলা বসু রায়চৌধুরী প্রদত্ত)	সাম্মানিক সমাজতত্ত্বে প্রথম
৫১	মনোজ কুমার ঠাকুর বি.এ., ১৯	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ পুরস্কার	সাম্মানিক হিন্দিতে প্রথম
৫২	সারস্বত চৌধুরী বি. এস-সি., ২২৯	অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুরস্কার (রাশিবিজ্ঞানে পুনর্মিলন উৎসব তহবিল ১৯৭৪ প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
৫৩	—ঐ—	অহিভূষণ চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার (সম্প্রীত চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
৫৪	পারমিতা সাহা বি. এস-সি., ২০৬	—ঐ—	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে দ্বিতীয়
৫৫	সুবর্ণা ভট্টাচার্য বি. এস-সি., ২৯৯	জ্ঞানেন্দ্রভূষণ মুখার্জী পুরস্কার (অনিল কুমার মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৫৬	অম্বর দত্ত বি. এস-সি., ৪১	রামানুজ পাত্তু আয়েঙ্গার স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৫৭	সুবর্ণা ভট্টাচার্য বি. এস-সি., ২৯৯	মেঘনাদ সাহা স্মৃতি পুরস্কার (শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৫৮	—ঐ—	বিভূতিভূষণ সেন পুরস্কার (অধ্যাপক মনীন্দ্র মিত্র প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৫৯	ইন্দ্রনীল রক্ষিত বি. এস-সি., ৩০১	চারুশীলা দেবী পুরস্কার (শ্রী সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে দ্বিতীয়
৬০	তপোময় গুহ সরকার বি. এস-সি., ২৭৯	স্বপন সাহা স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
৬১	—ঐ—	মাখনলাল সরকার স্মৃতি পুরস্কার (মঞ্জরী বসু প্রদত্ত)	—ঐ—

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৬২	দেবশ্রী ব্যানার্জী বি. এস-সি., ৬৭	কানিংহাম স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক রসায়নে প্রথম
৬৩	—ঐ—	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শতবার্ষিক পুরস্কার	—ঐ—
৬৪	—ঐ—	অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত পুরস্কার	—ঐ—
৬৫		কলেজ পুরস্কার	কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া রসায়নে কলেজের শ্রেষ্ঠ স্নাতক
৬৬	পরমা ঘোষ বি. এস-সি., ৩০৩	অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম
৬৭	সুগোপা সেনগুপ্ত বি. এস-সি., ১৮৫	অপরাজিত স্মৃতিপদক (অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী প্রদত্ত)	সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যায় প্রথম
৬৮	নবনীতা মণ্ডল বি. এস-সি., ১৬০	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ./এম. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা, ১৯৯৮-এর ফলের ভিত্তিতে ঃ—

৬৯	তাপস আচার্য এম. এস-সি., ৪৬	গঙ্গাদাস সারদা ছাত্রবৃত্তি (জি এস সারদা প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর ভূতত্ত্বে প্রথম ১৯৯৯
৭০	রাজকন্না অংশুমান মিরধা এম. এস-সি.,	গঙ্গাদাস সারদা পুরস্কার (জি এস সারদা প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর ভূতত্ত্বে দ্বিতীয় ১৯৯৯
৭১	দেবারতি গায়েন এম. এস-সি., ১১২	সন্দীপ সোম (ড. সুবীর সোম প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম ১৯৯৮

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ./এম. এস-সি পার্ট-টু পরীক্ষা, ১৯৯৮-এর ফলের ভিত্তিতে ঃ—

৭২	কৌস্তভ দাস এম. এস-সি., ১৩২	পার্থসারথি গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক পরিমল সেন প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর পদার্থবিদ্যায় প্রথম ১৯৯৮
৭৩	শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় এম.এ., ৬১	অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর ইংরাজীতে প্রথম
৭৪	অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ., ২০	চন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পদক	স্নাতকোত্তর ইতিহাসে প্রথম
৭৫	শুভময় ঘোষ এম.এ., ২	জীবনানন্দ দাস পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর বাংলায় প্রথম
৭৬	গৌরীশঙ্কর নাগ এম.এ., ৩৮	লীলাবতী রায় স্মৃতি পুরস্কার (দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৭৭	অনিন্দিতা দাস এম.এ., ২৫	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অজিত ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর দর্শনে প্রথম
৭৮	অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম. এস-সি., ১৯	বার্নিংহাম স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম
৭৯	—ঐ—	স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম
৮০	কৌশিক দাস এম. এস-সি., ১৬০	অধ্যাপক নরেন্দ্রমোহন বসু পুরস্কার	স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম
৮১		অরুণ কমার রায় স্মৃতি পুরস্কার (রীতা রায় প্রদত্ত)	পার্ট ওয়ান টেস্টে ১৯৯৯ পরীক্ষার সকল বিষয়ের মধ্যে প্রথম
৮২	অমৃতা ব্যানার্জী বি.এ., ৩৩ দর্শন	ভোলানাথ দাস স্মৃতি পুরস্কার পুরস্কার (অভিজিৎ, নারায়ণচন্দ্র, শ্যামাপদ ও বিশ্বনাথ দাস প্রদত্ত)	বি.এ অনার্সের বাৎসরিক পরীক্ষায় সবকটি বিষয়ের
৮৩	রাজর্ষি দে বি. এস-সি., ১০ রাশিবিজ্ঞান	—ঐ—	বি. এস-সি অনার্সের বাৎসরিক পরীক্ষায় সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
৮৪	দুর্বা রায় বি. এস-সি., ২৩১	বিজয় স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি	সাম্মানিক রসায়নে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৮৫	রাজর্ষি দে বি. এস-সি., ১০ রাশিবিজ্ঞান	সুরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী শশধর বসু প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৮৬	শ্রীকল্যাণী এস ভামিদি বি. এস-সি., ২০ রাশিবিজ্ঞান	সুরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী উৎপল বসু প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় দ্বিতীয়
৮৭	সুমিতা থাম্বি বি. এস-সি., ১২০	নির্মল কান্তি মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার (মুকুল মজুমদার প্রদত্ত)	সাম্মানিক অর্থনীতিতে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৮৮ (ক)	প্রিয়াংকা চ্যাটার্জী বি.এ., ১১০	—ঐ—	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
(খ)	কোয়েল বসু বি.এ., ১১২		

(ঙ) কলেজ পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ঃ—

৮৯		নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পার্টওয়ান টেস্টে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৯০		দেবাশিস চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক ডি চন্দ্র প্রদত্ত)	অর্থনীতিতে পার্টওয়ান টেস্টে প্রথম
৯১	রাজীব সাহা বি. এস-সি., ২৩৭	নিস্তারিনী দাসী পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটরি নোট বই
৯২	দেবারতি বিশ্বাস বি. এস-সি., ১১৬	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার	বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম

(চ) অন্যান্য পদক /ছাত্রবৃত্তি

৯৩ (ক)	এম. এস-সি.,	ভূপেন্দ্রচনাদ্র দাস স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর গণিত বিভাগে দুজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র
(খ)	এম. এস-সি.,		
৯৪ (ক)	সোমনাথ মুখার্জী বি. এস-সি., ২৬৭	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পুরস্কার	রসায়ন স্নাতক পরীক্ষায় মেধা অনুসারে দুজন ছাত্র/ছাত্রী
(খ)	সুদীপ্ত বসু বি. এস-সি., ৬৪		
৯৫ (ক)	কল্যাণ সুন্দর ঘোষ বি. এস-সি., ৭	সুখময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (ললিতা চক্রবর্তী প্রদত্ত)	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে হোস্টেল স্টাইপেণ্ড
(খ)	সায়ন বাগচি বি. এস-সি., ৩৩		
৯৬ (ক)	শাশ্বতী দত্ত বি.এ., ৫৩	প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যালামনি এসোসিয়েশন পুরস্কার	মেধানুসারে তৃতীয় বর্ষের দুজন ছাত্র/ছাত্রী
(খ)	চিরঞ্জীব রায় বি. এস-সি., ৩		
৯৭ (ক)	কল্যাণ সুন্দর ঘোষ বি. এস-সি., ৭	রাজশেখর বসু স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি (দীপঙ্কর বসু প্রদত্ত)	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে হোস্টেল স্টাইপেণ্ড
(খ)	সৌমিত্র ঘোষ বি.এ., ১৪৮		
৯৮		ইলা মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পদক (অমলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত)	মানবিক গুণাবলীর বিচারে শ্রেষ্ঠ ছাত্র / ছাত্রী
৯৯	অঞ্জনা সাহা বি. এস-সি., ৮৩	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট পুরস্কার	সাম্মানিক ব্যবহারিক ভূগোলের বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
১০০	মিতালী মণ্ডল বি. এস-সি., ২১০	—ঐ—	সাম্মানিক ব্যবহারিক ভূগোলের পার্টওয়ান পরীক্ষায় প্রথম
১০১ (ক)	অর্পিতা দে বি. এস-সি., ১৪২	—ঐ—	সাম্মানিক ব্যবহারিক ভূগোলের পার্ট টু পরীক্ষায় প্রথম
(খ)	শ্রাবণী বসু বি. এস-সি., ১৬১	—ঐ—	

পরিশিষ্ট-৩

অছি তহবিলের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
১.	নির্মল কান্তি মজুমদার ফাণ্ড	শ্রী মুকুলরঞ্জন মজুমদার	১০,০০০/
২.	অমল ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্য	৫,০০০/
৩.	দেবাশিস চন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. ডি. চন্দ্র	৫,০০০/
৪.	গঙ্গাদাস সার্দা মেমোরিয়াল	শ্রী জি. এস. সার্দা	২০,০০০/
৫.	এস. এন. বোস মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শশধর বোস এবং উৎপল বোস	১,৫০০/
৬.	রাজেন্দ্র কিশোর মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী এন. সি. বসুরায় চৌধুরী	২,০০০/
৭.	সুদীপ সোম মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. এস. সি. সোম	১০,০০০/
৮.	প্রো এস. সি. মহলানবিশ ফাণ্ড	ড. এন. ব্যানার্জি	৫,০০০/
৯.	প্রো সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৬,০০০/
১০.	প্রো অচিন্ত্যকুমার মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিবাগ	৪,০০০/
১১.	প্রো নরেন্দ্রমোহন বসু মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৫,০০০/
১২.	তারাপ্রসাদ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	প্রো এস. পি. মুখার্জি	৫,০০০/
১৩.	এন. সি. বসু রায় চৌধুরী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী বেলা বসুরায় চৌধুরী	৫,০০০/
১৪.	প্রো প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত ফাণ্ড	রসায়ন বিভাগ	১০,০০০/
১৫.	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৬.	ডঃ মেঘনাদ সাহা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৭.	স্যার আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৮.	প্রো সুখময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	সুখময় চক্রবর্তী মেমোঃ ট্রাস্ট	৬০,০০০/
১৯.	কার্তিকচন্দ্র মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সুস্মিতা মুখার্জি	১০,০০০/
২০.	প্রো অরুণকুমার রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী রীতা রায়	২৫,০০০/
২১.	হিমানী দেব মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী কমলকুমার ঘটক	২,৫০০/
২২.	ডিপার্টমেণ্ট অব্ সোশিওলজি ফাউণ্ডেশান ফাণ্ড	শ্রী প্রশান্ত রায়	৫,০০০/
২৩.	তারাপদ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অশোককুমার মুখার্জি	৫,০০০/
২৪.	মনোরঞ্জন মিত্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১০,০০০/
২৫.	বিভূতিভূষণ সেন মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১০,০০০/
২৬.	অরিজিৎ সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী আরতি রায়	১২,০০০/
২৭.	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ ফাণ্ড	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ	৫,০০০/
২৮.	অপরাজিতা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দিলীপকুমার চক্রবর্তী	৫,০০০/
২৯.	ড. সতীনাথ বাগচী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী প্রতুলকুমার বাগচি	৫,০০০/
৩০.	ড. হরপ্রসাদ মিত্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. নমিতা মিত্র	৫,০০০/
৩১.	নীরদবরণ বক্সী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী আশাবরী চৌধুরী, ঋতাবরী রায়, শ্রীমতী রুচিরা মজুমদার	৪,০০০/
৩২.	নীরদবরণ বক্সী মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৬,৫০০/

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
৩৩.	প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪,০০০/
৩৪.	স্বপ্ন সাহা মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,০০০/
৩৫.	বিজয় মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফাণ্ড		১০,৯০০/
৩৬.	প্রো পি. সি. মহলানবিশ ফাণ্ড	রাশিবিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব কমিটি ১৯৭৪	৪,২০০/
৩৭.	ধ্রুব দাস অ্যাথলেটিক ফাণ্ড		৯৫০/
৩৮.	ডোনেশন ফ্রম স্যাডলার হল		১,১০০/
৩৯.	কার্তিকচন্দ্র মল্লিক মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৩০০/
৪০.	বি. সি. দাস, স্কলারশিপ ফাণ্ড		১৮,৫০০/
৪১.	চন্দ্রনাথ মৈত্র মেডাল ফাণ্ড		৫০০/
৪২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যাসেম্বলি হল ফাণ্ড		৩,০০০/
৪৩.	আনক্লেমড ডিপোজিট মানি ফাণ্ড		১,৯০০/
৪৪.	স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৭০০/
৪৫.	কুরুভিল্লা জ্যাকরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪,৬০০/
৪৬.	জে. সি. নাগ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৬০০/
৪৭.	বাণী বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড		১,৯০০/
৪৮.	কুঞ্জবিহারী বসাক মেমোরিয়াল ফাণ্ড		২০০/
৪৯.	মহারাজ গোয়ালিয়র মেডাল ফাণ্ড		৯০০/
৫০.	সিন্ধিয়া সিলভার মেডাল ফাণ্ড		৩,৫০০/
৫১.	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড		৪,৭০০/
৫২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড		১,৬১,০০০/
৫৩.	অরুণ সরকার মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৩০০/
৫৪.	অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া ফাণ্ড		১,০০০/
৫৫.	চন্দ্রনারায়ন গোল্ড মেডাল		১,৫০০/
৫৬.	বি. সি. লাহা ফ্রি স্টুডেন্ট শিপ		৮,০০০/
৫৭.	গিরীশচন্দ্র দেব প্রাইজ ফাণ্ড		৮০০/
৫৮.	এইচ্ শীল কবিরত্ন মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪০০/
৫৯.	রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ফাণ্ড		২,০০০/
৬০.	কানিংহাম মেমোরিয়াল ফাণ্ড		২,৭০০/
৬১.	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্কলারশিপ ফাণ্ড		১০,৩০০/
৬২.	(১) টি. এস. স্টার্লিং স্টাইপেণ্ড ফাণ্ড	প্রো টি. এস. স্টার্লিং	৩,৩০,০০০/
৬৩.	(২) টি. এস. স্টার্লিং পুওর ফাণ্ড	প্রো টি. এস. স্টার্লিং	৬৩,৭০০/
৬৪.	প্রিন্সিপাল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ফাণ্ড		৪,২৫,০০০/
৬৫.	চারুচন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৫০০/
৬৬.	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অজিত কুমার ভট্টাচার্য	৫,০০৩/
৬৭.	নীতিশচন্দ্র চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/
৬৮.	নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
৬৯.	লীলাবতী রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/
৭০.	পার্থসারথি গুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. পরিমলকৃষ্ণ সেন	১০,০০০/
৭১.	ইলা মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়	৬,০০০/
৭২.	রাজশেখর বসু মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দীপঙ্কর বসু	২৫,০০০/
৭৩.	অজয়চন্দ্র ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জি	১৫,০০০/
৭৪.	চন্দন ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী অতসী ভট্টাচার্য	৬,০০০/
৭৫.	ইউ. এন্. ঘোযাল মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১.৫০০/
৭৬.	অপরাজিতা চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পূরবী চট্টোপাধ্যায়	৫,০০০/
৭৭.	সুশীলকুমার ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী রানু ব্যানার্জি ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি	৩০,০০০/
৭৮.	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী রবিব্রত মুখার্জি ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি	১০,০০০/
৭৯.	অহিভূষণ চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী সম্প্রীত চ্যাটার্জি	২০,০০০/
৮০.	ভোলানাথ দাস মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অভিজিৎকুমার দাস শ্রী নারায়ণ চন্দ্র শ্রী শ্যামাপদ দাস ও শ্রী বিশ্বনাথ দাস	৫,০০০/
৮১.	প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন এণ্ডাউমেণ্ট ফাণ্ড		৪০,০০০/
৮২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ ফাণ্ড ফর কলেজ ফাংশন, সেমিনার্স্		৩৫,০০০/
৮৩.	অ্যানুয়েল প্রাইজেস্ ইন জিওগ্রাফি ভূগোল বিভাগ		৭,৫০০/
৮৪.	রামানুঝ পাটু আয়েঙ্গার মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সরযূ আয়েঙ্গার	৫,০০০/
৮৫.	প্রয়াত মাখন লাল সরকার প্রাইজ ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জরী বসু	৫,০০০/
৮৬.	প্রয়াতা বিভাবতী সরকার প্রাইজ ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জরী বসু	৫,০০০/
৮৭.	অশীন দাশগুপ্ত বুক প্রাইজ	শ্রীমতী উমা দাশগুপ্ত	১০,০০০/
৮৮.	সেণ্টেনারী স্কলারশিপ্ ফাণ্ড, গভর্নমেণ্ট কলেজ, হিন্দু হস্টেল		১৫,০০০/
৮৯.	ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১০,০০০/
		মোট	১,৬২৩,১৫০/

পরিশিষ্ট-৪

বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ গবেষণা প্রকল্পের তালিকা

দর্শন

অধ্যাপিকা মন্দিরা মুখোপাধ্যায় ইউ. জি. সি স্কলারশিপ নিয়ে গবেষণা করছেন, বিষয় ঃ Philosophical Approach to Sentence Meaning and its Relevance to Present days.

অধ্যাপিকা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় ইউ. জি. সি স্কলারশিপ নিয়ে গবেষণা করছেন, বিষয় ঃ The Concept of Environmental Ethics and its basis in Indian Philosophy.

অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা বক্সি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি-এইচ. ডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা করছেন, বিষয় ঃ Existence and Predication.

ড. শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় (রায়) U.G.C অনুমোদিত গবেষণা কর্মে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন, বিষয় ঃ The Concept of Environmental Ethics and is basis in Indian Philosophy.

অর্থনীতি

প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীকৌশিক গুপ্তের Ph. D বৃত্তির জন্য গবেষণা চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।

ইংরেজি

শ্রীমতী নূপুর চৌধুরী অধ্যাপক রজতকান্ত রায়ের অধীনে গবেষণার জন্য ICHR-এর অনুদান পেয়েছেন, বিষয় ঃ Marriage, Law and Gender in Colonial Bengal.

উদ্ভিদবিদ্যা

শ্রীদীনেশ হালদার, ড. বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. জলদবরণ রায়ের তত্ত্বাবধানে পি-এইচ. ডি থিসিস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছেন, বিষয় ঃ Nature and Distribution Pattern of some dematialeous hyphomycetous fungi of West Bengal। ড. মলয় চক্রবর্তী, ড. সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ড. অশোককুমার দাস ছত্রাক ও উদ্ভিদ রোগবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা করছেন। ড. সুবীর বেরার তত্ত্বাবধানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করছেন তিনজন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন, ড. অশোককুমার দাস ও অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে দুজন গবেষিকা কাজ করছেন। এ ছাড়া অধ্যাপক সত্যরঞ্জন সাহা, ড. তড়িৎকুমার সাধু, ড. মধুব্রত চৌধুরী, অধ্যাপক মদনমোহন ভট্টাচার্য এবং ড. রুমা পালও বিভিন্ন গবেষণায় লিপ্ত আছেন।

ড. মলয়কুমার চক্রবর্তী, ড. সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ড. অশোককুমার দাসের তত্ত্বাবধানে "Evaluation of some plant extracts and fungal antagonists for biological control of common parasites of cash crops in West Bengal" বিষয়ে গবেষণার কাজ চলছে।

অধ্যাপক মদনমোহন ভট্টাচার্য "Genotoxicity of some insecticides and fungicides on plant chromosomes" শীর্ষক গবেষণার কাজে যুক্ত আছেন।

অধ্যাপক সত্যরঞ্জন সাহার নির্দেশনায় "Studies on impact of insecticides and pesticides on soil microbeal ecology and bioremediation of insecticide. pesticide pollution" বিষয়ে গবেষণার কাজ চলছে।

ড. মধুব্রত চৌধুরী "Studies on some aspects of plant nucleolus" বিষয়ে গবেষণা করছেন।

ড. রুমা পাল "Low cost mass production of *Spirulina* at village level" শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করছেন।

ড. তড়িৎকুমার সাধু "Studies in ammonium and nitrate nutrition of some crop plants" বিষয়ক গবেষণার কাজে যুক্ত আছেন।

ড. সুবীর বেরা বর্তমানে নিম্নোক্ত গবেষণা প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছেন।

(১) Biostratigraphic correlation and palaeo environment of deposition of Ganga Basin with special reference to hydrocarbon exploration.

[DST (New Delhi)-র আর্থিক আনুকূল্যে এবং অধ্যাপিকা ড. মঞ্জু ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে]

(২) Melissopalynological investigations of natural honey samples from Sikkim and sub-Himalayan West Bengal (ড. অভয়পদ দাস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষক-ছাত্র শ্রীসমীরকুমার মুখোপাধ্যায়, কালিম্পং কলেজ সহযোগে)।

(৩) Recognition of major nectar and pollen sources of natural honey samples from lower gangetic plains, India (গবেষক-ছাত্র শ্রী দেবাশীষ জানা, শ্রীপৎ সিং কলেজ, বহরমপুর, সহযোগে)

(৪) Melissopalynological studies of honey samples from sal forested areas of West Bengal. (গবেষক ছাত্র শ্রীআনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় সহযোগে)

(৫) Xylotomical study of Neogene woods from West Bengal, Tripura and Bangladesh with special reference to Palaeoenvironment of the area. (গবেষিকা ছাত্রী শ্রীমতী ইলোরা সেন, যোগমায়া দেবী কলেজ, সহযোগে)

ড. অশোককুমার দাস

(১) Nature and Distribution of foliecolous hyphomycetous fungi of West Bengal.

(২) Evaluation of Plant extracts for myco-bio control of phytopathogenic fungi of cash crops in West Bengal.

ড. দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী

(1) Studies on the biodiversity of the Western Ghat 'Shola Forest' ecosystem and measures for its conservation (collaborator : Dr. K. K. Banerjee and others).

(2) Review of the impact of human activities through geological era on the reduction of biodiversity over the earth.

ড. পীযূষকান্তি সাহা

Studies on the biodiversity of Forcipomyian insects (Diptera : Ceratopogonidae) in India.

ড. সুব্রত কুমার দে

(1) Heavy ion induced chromosomal instability in Chinese hamster cells (Sponsor : Nuclear Science Centre, New Delhi; Fellow : Rupak Pathak).

(2) Studies of chromosomal and molecular aspects of congenital syndromes in man (Collaborator : Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta).

ড. কমলকুমার ব্যানার্জী

(1) A survey of biodiveristy in the forests of Arunachal Pradesh (Collaborators : Some teachers of Hooghly Mohsin College & Krishnanagar Govt. College).

(2) Studies on the biodiversity of the Western Ghat 'Shola Forest' ecosystem and measures for its conservation (collaborator : Dr. D. P. Chakrabarti & others).

ড. ত্রিলোচন মিদ্যা

(1) Studies on differentiation and seasonal changes in testes of toads and frogs in relation to related gene activity (Researcher : Kamal Krishna Pal).

(2) Cytotaxonomic categorization of the species of family Chironomidae through study of polytene chromosomes (Sponsor : UGC (Project no. F-3-9/95 (SR-II) ; Researcher : Basuli Maitra).

ডঃ প্রবাল দে

(1) Studies on the acephaline gregarine parasites of Oligochaete worms of West Bengal.

(2) Epidemiological studies of malaria outbreak in different districts of West Bengal.

ডঃ রূপেন্দু রায়

(1) Investigations on blood parasites of cold-blooded vertebrates.

(2) Haematological studies in normal and parasitised anurans (Collaborator : Dr. N. K. Sarkar).

(3) Bio-ecology of malaria in some rural and urban areas of West Bengal (Collaborator : Dr. P. Dey & Dr. A. K. Mukherjee : communicated to DST, W. Bengal).

ডঃ নির্মলকুমার সরকার

(1) Studies of the physiological effects of arsenic (Sponsor : CSIR, New Delhi : Project no. - 8/155(5)/99-EMR-I : Research Fellow : Anjan Guha).

(2) Haematological studies in normal and parasitised anurans (Collaborator : Dr. R. Ray).

(3) Bio-ecological studies of common birds of West Bengal (collaborator : A. Jha).

(4) Studies on haematotoxicity and food-chain transport of lead (Collaborator : Prof. Samir Banerjee and others).

ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহা

(1) Studies on the effects of industrial chemicals on fish, fish-food organism and aquatic ecosystem (Researcher : Falguni Bhuian).

ডঃ সুমিত হোম চৌধুরী

(1) Anatomical and biochemical analysis of digestive efficiency of the shrimp, Metapenaeus monoceros (Fabricious) (Sponsor : LPBT, Calcutta : Researcher : Aniruddha Jha).

(2) Studies on erythropoiesis of fishes.

বাংলা

ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তার অধীনে পি-এইচ. ডিগ্রির জন্য শ্রীমতী নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায়কে গবেষণার অনুমতি দিয়েছে। অধ্যাপক মঞ্জুভাষ মিত্র UGC-র জুনিয়ার রিসার্চ গ্রান্ট পেয়েছেন ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ সালে।

ভূগোল

ডঃ আশিস সরকারের অধীনে নদীভাঙন ও পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে UGC প্রকল্পের কাজ এখন শেস পর্যায়ে। অধ্যাপিকা শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য্যের অধীনে UGC-র গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলছে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের অ্যালুউভিয়াল ফ্যান সম্পর্কে। অধ্যাপিকা শ্রীমতী শাশ্বতী মুখোপাধ্যায় গবেষণা করছেন কলকাতা শহরের জমা জল ও তৎসংক্রান্ত পরিবেশ নিয়ে।

ভূতত্ত্ব

অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(1) Sedimentation and ore genesis in Cuddapah Basin (UGC-SAP).

(2) Study of sulphide mineralisation of Agni Gundala Sulphide Belt. (CSIR).

(3) Depositional Environment of Talchir Sedimentation in Saharguri Coal Fields, Bihar, India : An Integrated Lithofacies and Ichnofacies study.

ডঃ প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(1) Evolving Orogen of Eastern Himalaya : Precambrian to Late Tertiary Perspective (DST) with Smt. Asima Pal.

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(1) Chronology of metamorphic events in Darjeeling Himalaya-(সহযোগী, ডঃ এ. আর বসু, ই এস এ)

(2) Petrology-geochemistry of Morvalley Charnockite-anorthosite-(সহযোগী, ডঃ এস. এস. সরকার, দুর্গাপুর)

শ্রীপ্রবীর দাশগুপ্ত

Sedimentation of Lower Gondwana rocks of Jharia Basin with special reference to its bearing on sedimentation Pattern (DST).

ডঃ জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

(1) Carbonate platform evolution : Proterozoic Penganga Group, Pranhita—Godavari Valley, A. P. (with ISI Calcutta).

(2) Sticatigraphy and sedimentological analaysis of Proterozoic Indravati Group, Baster, M. P. (with ISI Calcutta).

শ্রীসিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

Environmental Management studies.

শ্রীদেবকুমার দাশগুপ্ত

Geochemical and geochronological studies of alkalime rock emplacement within Deccan Volcanic Province.

অধ্যাপক গৌরীশংকর ঘটক

(1) Thermotectonic modelling through P-T-t history of granulites of Chottanagpur (UGC Major Research Scheme).

(2) Petrology and Geochemistry of Quaternary Ash Beds. (UNESCO IGCP 347).

(3) Geology of Holenarsipar Greenstone Belt (With Alok Mistra).

(4) Management of Land.

রসায়ন

অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ

"Studies of Photoinduced Energy Transfer/Electron Transfer in Aromatic Unit Linked Crown Ether/Cryptand metal ion complexes and in proteins". (CSIR).

Research Group : Dr. Maitrayee Basu Roy (Research Associate, CSIR), Dr. Mausumi Chatterjee (Research Associate, CSIR), Shampa Mondol (Part-time Research scholar), Surajit Bhattacharyya (Part-time Research scholar).

অধ্যাপক মুকুল বিশ্বাস

Preparation and Evaluation of Nanocompositics Based on Some Heterocyclic Polymers (CSIR).

Senior Research Fellow (CSIR). : **অধ্যাপক সুপ্রকাশ সিন্‌হা রায়**

ডঃ গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়

Synthesis, Characterisation and structural study of metal complexes of some unsymmetrical ligands.

অধ্যাপক এইচ. আর. দাস

(i) Physiological and chemical Aspects of Lead compounds in ecological system.

(ii) Measurements of different parameters of the river Ganga (W. B. Govt.).

ডঃ উদয়চাঁদ ঘোষ ও ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত

Recovery of arsenic from arsenic contaminated waste (DST, W. B.).

Research fellow :

(i) Sabyasachi Halder

(ii) Biswaranjan Manna (Part-time)

(iii) Subhas Chandra Bhat (Part-time).

দীপককুমার মণ্ডল

(1) Folding of galactose-specific plant lectins. DST (Govt. of India).

Research scholars :

(i) Manjir Ghosh (JRF)

(ii) Susanta Ghosh (Part-time)

(iii) Folding of β-sheet protemic-studies with glucose/mannose-specific plant lectims. UGC, (New Delhi).

Research scholar :

Anindya Chatterjee (Project Fellow).

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ডঃ দিলীপকুমার সরকার UGC অনুমোদিত একটি প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত, প্রোজেক্টের বিষয় ঃSociety, Economy and Politics of Rajbanshis ; A Development study.

শারীর বিদ্যা

অধ্যাপক চন্দন মিত্র

(১) Arsenic toxicity : a physiological approach towards better management of the problem. (D.S.T. Project) (Continued).

অধ্যাপক পৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক হিমাংশু দাস, রসায়ন বিভাগ, সহযোগে)

(১) Studies on chemical and physiological aspects of bad compounds in the Ecological system.

অধ্যাপক দেবাশিস সেন

(১) Health assessment of residence surrounding industrial areas of Calcutta (C.M.D.A. Project).

সমাজতত্ত্ব

অধ্যাপিকা শ্রীমতী ডালিয়া চক্রবর্তী UGC অনুমোদিত Minor Research Project-এ গবেষণা করছেন, বিষয় ঃ Clerks : Social Behaviour of an Occupational Group.

হিন্দী

ডঃ সুব্রত লাহিড়ীর নির্দেশনায় দুজন পি-এইচ. ডিগ্রি লাভের জন্য গবেষণা করছেন। অধ্যাপক শিউনাথ পাণ্ডে পি-এইচ-ডি-র জন্য তাঁর গবেষণাপত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-৫

বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত আলোচনাচক্র ও বক্তৃতা

ইংরেজি

বিভাগ থেকে এ বছর চারটি বক্তৃতা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মার্চ মাসের ৬ তারিখে ডঃ সুপ্রিয়া চৌধুরী ভাষণ দেন, বিষয় ঃ 'The Name of 'action' : The Question of Agency in Shakespearean Tragedy। এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে ভাষণ দেন ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী, বিষয় ঃ 'জীবনানন্দ ঃ একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন।' সেপ্টেম্বর মাসের ২২ তারিখে The Question of Genres বিষয়ে মরমী আলোচনা করেন ডঃ কৃষ্ণা সেন এবং ২৭ তারিখে অধ্যাপক শ্রীপ্রদোষ ভট্টাচার্য 'Protagonists and Antagonists in some of the Old and Middle English Texts' বিষয়ে কৌতুহলোদ্দীপক আলোচনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত Refresher course-এ এবং বিবেকানন্দ কলেজে আয়োজিত আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেন ডঃ তপতী গুপ্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সেমিনারে ভাষণ দেন অধ্যাপিকা জয়তী গুপ্ত।

ইতিহাস

অধ্যাপক সুশোভন সরকার স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক গৌতম ভদ্র, বিষয় ঃ 'উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন ঃ উদ্যাপন, বিপনন ও বিভাজন।' আলোচনা-চক্রের আয়োজক হয়েছিল, বিষয় ঃ 'Gender in Bengali Society', অংশগ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী, ডঃ ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায়, ডঃ তাপ্তী রায় ও শ্রীমতী নুপূর চৌধুরী। অধ্যাপক রজতকান্ত রায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত Refresher course-এ বক্তৃতা দেন, বিষয় ঃ 'Women, Modern India and the Freedom Movement'। অধ্যাপক শ্রীসুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী Peace as Value শীর্ষক আলোচনাচক্রে দার্জিলিং-এর ওপর প্রবন্ধ পাঠ করেন।

উদ্ভিদবিদ্যা

গত জুলাই মাসে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুভাষচন্দ্র সাঁতরা পয়ঃপ্রণালী থেকে উদ্ভূত দূষণ ও তার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি তথ্যবহুল মনোগ্রাহী বক্তৃতা দেন। ডঃ সুবীর বেরা গত ১১ই নভেম্বর নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত স্নাতক স্তর পাঠ্যক্রমের (বিজ্ঞান) পাঠ্যবস্তু রচয়িতা, শিক্ষা সহায়ক ও মূল্যায়কদের একটি আলোচনা চক্রে যোগদান করেন। অধ্যাপক মদনমোহন ভট্টাচার্য উত্তর চব্বিশপরগণা জেলার একটি বিজ্ঞানমেলায় "বিজ্ঞান সচেতনতা" বিষয়ে এবং বর্ধমান জেলার বাদলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে "ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে জনমুখী করা" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

গণিত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপঙ্কর রায় গণিতবিভাগ আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে বক্তৃতা করেন, বিষয় ঃ Mathematical study on the theory of Social Choice.

দর্শন

অধ্যাপক ডঃ দীক্ষিত গুপ্ত এবং ডঃ জে. এল্. শ-এর বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল।

পদার্থবিদ্যা

এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক অনন্তকৃষ্ণন ভারতের আধুনিক রেডিও টেলিস্কোপের ওপর বক্তৃতা করেন। ডঃ এস্. কে. হুই বক্তৃতা করেন Accelerator Mass spictroscopy-র ওপর। আর. এন. গোলদার ভাষণ দেন Supercyclones in India বিষয়ে। ডঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় Satellite Communications-এর ওপর মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

প্রাণিবিদ্যা

(১) Seminar on Fisheries and Aquaculture। অংশগ্রহণে—প্রফেসর সমীর ব্যানার্জী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী (বিভাগীয় উদ্যোক্তা), বিভাগীয় স্নাতকোত্তর স্তরের মৎস্যবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা।

(২) Seminar on Insect Bilogy—ডঃ সোমনাথ ব্যানার্জী (অধ্যক্ষ, উলবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া)।

বাংলা

দুটি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেছিল বাংলা বিভাগ। বঙ্কিম সভাগৃহে জীবনানন্দ বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীজহর সেনমজুমদার এবং বিভাগীয় আলোচনা-কক্ষে কবি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডঃ মানস মজুমদার। দুটি আলোচনারই মুখবন্ধ করেন বিভাগীয় প্রধান ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপকগণ এবং ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নোত্তরে অংশ নেয়।

ভূগোল

বি. জি কলেজ আয়োজিত আলোচনা-চক্রে ডঃ আশিস সরকার অংশগ্রহণ করেন, বিষয় ঃ Changing Pattern of Environment। তাঁর গবেষণাপত্রটি ছিল Multivariate Analysis of Human Resource Development-এর ওপর। অধ্যাপিকা শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ভূতত্ত্ব

অধ্যাপক আনন্দকুমার চক্রবর্তী নভেম্বর মাসে ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক অরুণাভ বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত Refresher course-এ প্রশিক্ষক হিসাবে আমন্ত্রিত হন। কলকাতা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভূতত্ত্ববিভাগের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন ডঃ জয়দীপ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ গৌতম ঘোষ

রসায়ন

অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত National Symposium on Radiation and PhotoChemistry-এ আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি আর একটি আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতা দেন কলকাতার বোস ইন্সিটিট্যুটে, আলোচনার বিষয় ছিল, Recent Advances in Structure, Synthesis and Functions of Biomolecules। অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার সরকার এখানেই বক্তৃতা দেন, তাঁর নির্ধারিত বিষয় ছিল, Synthesis of cis-jasmone। অধ্যাপক দীপককুমার মণ্ডল এখানে এবং অন্যত্র বেশ কয়েকটি আলোচনা-চক্রে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তৃতা দেন। কলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Refreshers course-এ আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত Forensic Analysis বিষয়ে বক্তৃতা দেন। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আলোচনা-চক্রে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত, ডঃ সুবীর দত্ত, ডঃ প্রশান্ত ভৌমিক ও অধ্যাপক শৈলেন্দ্র ঝা।

বিভাগ থেকে আয়োজন করা প্রয়াত অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিতের স্মৃতির উদ্দেশে একটি আলোচনা-চক্রের। সারাদিন ব্যাপী এই আলোচনা-চক্রে বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক অংশগ্রহণ করেন। প্রথম অধিবেশন সঞ্চালন করেন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী পরিমলকৃষ্ণ সেন, বক্তব্য পরিবেষণ করেন অধ্যাপক পার্থ সেন, অধ্যাপক দীপককুমার মণ্ডল, ডঃ অদিতি নাগচৌধুরী, অধ্যাপক গুরুনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুবীর ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় অধিবেশনের সঞ্চালক ছিলেন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ ব্রজেশচন্দ্র সেন এবং এতে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক রথীন মুখোপাধ্যায়, ডঃ সঞ্জীব বাগচী, অধ্যাপক পীযূষকান্তি দাশ, ডঃ স্বপন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ। তৃতীয় অধিবেশনের সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক মিহির চৌধুরী, অংশগ্রহণ করেন ডঃ মঞ্জু চক্রবর্তী, ডঃ রত্না সেন, ডঃ আরোগ্যভরম সাহা, অধ্যাপক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। এই কলেজ ও অন্য কলেজের কয়েকজন ছাত্রও বক্তব্য পরিবেষণের সুযোগ পায়।

রাশিবিজ্ঞান

নিজের বিভাগে উল্লেখযোগ্য আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা না হলেও বিভিন্ন অধ্যাপক আমন্ত্রণ পেয়ে বিভিন্ন আলোচনাসভায় গিয়েছিলেন। ডঃ বিশ্বনাথ দাস চন্দননগরে শিশুকল্যাণমূলক একটি আলোচনায় যোগ দেন। স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বিভিন্ন সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকেন, নতুন দিল্লীর National Science Academy অডিটোরিয়ামেও ভাষণ দেন। ডঃ দাস এবং অধ্যাপক অসীমশঙ্কর নাগ ও অধ্যাপক তুষারকান্তি ঘড়া কলকাতায় আয়োজিত National Conference on Quality Assurance in Health Care আলোচনাচক্রে যোগদান করেন ও নিবন্ধ পাঠ করেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যুব-সংসদ প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন আলোচনা-চক্র এবং বক্তৃতায় বিভাগের কিছু অধ্যাপক অংশগ্রহণ করেন। ডঃ প্রশান্ত রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Refrishers Course-এ ভাষণ দিয়েছেন Durkheins Political Sociology : Ideas on Socialism বিষয়ে, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছন Globalization and the Nation-State বিষয়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা চক্রে বলেছেন 'Politics of Life-style' বিষয়ে, A. T. I-এর উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য পরিবেষণ করেছেন Transparency and Accuntability in Administration সম্বন্ধে। অধ্যাপক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে অনুষ্ঠিত Globalization, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আলফ্রেড হিচককের চলচ্চিত্র ও সমসময় : একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

শারীর বিদ্যা

(১) Role of troponin in muscle contraction—a New look to an old problem.

অধ্যাপক ডঃ সত্যপ্রিয় সরকার, ডিপার্টমেন্ট অফ্ অ্যানাটমি, টাফটস্ বিশ্ববিদ্যালয়, বস্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

(২) শ্রীমতী অনিমা দত্ত স্মারক বক্তৃতা—Egg cell maturation.

অধ্যাপক ডঃ সমীরকুমার ভট্টাচার্য্য, ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজি, যাদবপুর, কলকাতা।

(৩) Oxygen sensing mechanism

অধ্যাপক ডঃ সুখময় লাহিড়ী, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সমাজতত্ত্ব

ডঃ প্রশান্ত রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Refresher Course-এ আমন্ত্রিত প্রশিক্ষক ছিলেন। Status of Women বিষয়ে বলেছেন তিনি পশ্চিমবঙ্গে সরকারের Administrative Training Institute-এ।

হিন্দী

ডঃ সুব্রত লাহিড়ী ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ আয়োজিত ইউ. জি. সি বক্তৃতামালায় ভাষণ দেন, বিষয় ঃ 'হিন্দী সাহিত্যে আধুনিক ধারা।' তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ আয়োজিত 'কবীরদাস ষষ্ঠ জন্মশতবর্ষ' পূর্তি উৎসবে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে ভাষণ দেন, বিষয় ঃ 'কবীরের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা। অধ্যাপক শিউনাথ পাণ্ডে আকাশবাণী কলকাতা আয়োজিত। 'হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এখানেই 'আজকী হিন্দী কবিতায়েঁ' বিষয়ে বার্তা পাঠ করেন। তিনি জনবাদী লেখক সঙ্ঘ আয়োজিত আলোচনা-চক্রেও প্রবন্ধ পাঠ করেন।

গ্রন্থাগার

December 11-12-1999, First State-lvel Seminar-cum-workshop on Modernisation of Library Services in Government Colleges in West Bengal, Organised by Presidency College, Calcutta in Collaboration with West Bengal Government College Teaching Association held at Derozio Hall & Physics Lectre theatre, Presidency College, Calcutta.

বক্তা ঃ অধ্যাপক অশোকনাথ বসু, উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় CALIBNET, RCC, JU; Dr. Chandan Majumdar, Reader, Computer Engg. Deptt. JU ; Shri Amitabha Chatterjee, Prof & Head, Deptt. of Lib & Inf. Sc., JU, Shri Subir Kr Sen, Reader & Head, Deptt. of Lib. 2 Inf. Sc., C.U., Prof. Ashis Guha; Dr. Subrata Lahiri General secretary WBGCTA : Shir Arun Ghosh, Dr. Arjun Dasgupta, Prof. Ramkrishna Saha, Chief Librarian, JU : Shri Bhabani Ghsoh, Shri Debaprasad Banerjee, Prof. Asok Basu, Librarian, C.U; Dr. N. C. Mukherjee, Principal, Presidency College; Dr. P. K. Ganguli, D. P. I., W.B.; Shri Arun Kumar Chaudhury, President, WBGCTA.

পরিশিষ্ট-৬

বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক অতিথি

অর্থনীতি

শ্রী আশিস দাশগুপ্ত

শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ সিকদার

শ্রী অনুপ সিনহা

শ্রী সুমন মুখোপাধ্যায়

শ্রী অভিরূপ সরকার

শ্রী অম্বরনাথ ঘোষ

শ্রী কৌশিক গুপ্ত

উদ্ভিদবিদ্যা

ডঃ তিমিরবরণ ঝা, ডি ডি পি আই, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পদার্থবিদ্যা

অধ্যাপক অনন্ত কৃষ্ণন

আর. এন. গোলদার

ডঃ এস্. কে. হুই

ডঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণিবিদ্যা

(১) ডঃ অ্যালিসন্ পেরী (ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি, কানাডা)।

(২) ডঃ সোমনাথ ব্যানার্জী (অধ্যক্ষ, উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া)।

(৩) প্রফেসর সমীর ব্যানার্জী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

(৪) প্রফেসর বিশ্বপতি দাশগুপ্ত (এমেরিটাস্ সায়েন্টিস্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

(৫) ডঃ হিমাংশু ব্যানার্জী (রীডার, হুগলী মহসীন কলেজ)।

(৬) ডঃ শুভ্র মুখার্জী (রীডার, হুগলী মহসীন কলেজ)।

(৭) প্রফেসর সুধাংশুকুমার ঘোষাল (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)।

(৮) প্রফেসর আশিস্‌কুমার দত্তগুপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

(৯) ডঃ রুণু ভট্টাচার্য (রীডার, বেথুন কলেজ)।

বাংলা

(১) অধ্যাপক শ্রী জহর সেনমজুমদার

(২) অধ্যাপক ডঃ মানস মজুমদার

রাশিবিজ্ঞান

অধ্যাপক বি. ভি. রাও, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউট, কলকাতা।

শারীর বিদ্যা

(১) অধ্যাপক ডঃ সত্যপ্রিয় সরকার, ডিপার্টমেণ্ট অব অ্যানাটামি, টাফটস্ বিশ্ববিদ্যালয়, বস্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

(২) অধ্যাপক ডঃ সমীরকুমার ভট্টাচার্য, ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি, যাদবপুর, কলকাতা।

(৩) অধ্যাপক ডঃ সুখময় লাহিড়ী, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সমাজতত্ত্ব

(১) অধ্যাপক শ্রী শৈল ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যাপক আই. আই. এম (জোকা)।

(২) অধ্যাপক শ্রী অভিজিৎ মিত্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩) অধ্যাপক শ্রী সুরজিৎ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিশিষ্ট-৭

বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ

অর্থনীতি

শ্রী শ্রীমন্তকুমার ভৌমিক

Robert Mundell-এর ওপর লেখা প্রবন্ধ : The Statesman (1. 12. 99)

ইংরেজি

শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত

(১) Traveller Extra-ordinary : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের জার্নাল।

শ্রী তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১) Rabindranath's "Atmaparichaya' and the Concept of Akshara : বিশ্বভারতী পত্রিকা, জুন ১৯৯৯ সংখ্যা।

(২) উনিশ শতকের সমাজ ও জীবনানন্দ দাশ ঃ যুবমানস পত্রিকা, জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা।

ইতিহাস

শ্রীরজতকান্ত রায়

Tod, Mushanota Nainasi and the Rajpats : Indian Historical Review.

প্রকাশিত নিবন্ধ ঃ

শ্রী লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

(১) নজরুল ও সাম্যবাদী-দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঃ দেশ, আগস্ট (দ্বিতীয় পক্ষ) ১৯৯৯

(২) নজরুল প্রসঙ্গে নানা কথা ঃ W.B.C.U.T.A. জার্নাল, ১৯৯৯

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

(১) দেশবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর (দেজ, কলকাতা)

(২) The Sad tune of Communist Movement in India (in press)

উদ্ভিদবিদ্যা

ডঃ রুমা পাল

(১) Use of **Spirulena** in Waste water recycling process in open race ways with special reference to heavy metal tolerance. 1999. In Recent trends in algal research. Ed. G. Subba Rangaiah, Andhra University.

ডঃ সুবীর বেরা

(১) A hand book of Ethnobotany, Kalyani Publishers, Ludhiana, 1999.

(ডঃ আশালতা ডি' রোজারিও ও ডঃ দীপক মুখোপাধ্যায়, নরসিংহ দত্ত কলেজ, সহযোগে)

(২) Palynofloral assemblage from Siwalik Foredeep Neogene sediments of Darjeeling foot hills, Eastern Himalaya. 1999. Geophytology, 28.

(অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জু ব্যানার্জ্জী ও শ্রী সমীক মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগে)

(৩) Identical tree ring pattern in the gymnosperm woods from late permian of Antarctica and India.

International Symposium an multifaceted aspects of tree-ring analysis held at Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, Lucknow from 15 Nov-19 Nov., 1999. Abst. : 12.

(অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জু ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগে)

(৪) Occurrence of aphlebiac—like structures in **Dennstaedtia** seabra (Wall. ex Hook.) Moore from Sikkim. 1999. Phytomorphology, 49(2) : 193-195.

(ডঃ আশালতা ডি' রোজারিও, নরসিংহ দত্ত কলেজ ও ডঃ রাধানাথ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগে।

(৫) Occurrence of an entomopathogenic fungus **Paecilomyces tenuipes** (Peck) Samson (Deuteromyates : Moniliaceae) on the tea bunch Caterpillar Andraca bipunctata (Walker) (Lepidoptera : Bombycidae) 1999. Sci. & Cult., 65.

(ডঃ নারায়ণ ঘোড়ই, হুগলী মহসীন কলেজ, সহযোগে)

(৬) On the interaction between green house ornamental term **Platycerium alcicorne,** Desv. and its scale insect pest from Lloyd Botanic Garden. Darjeeling, West Bengal. 1999 2nd Feru J., 16.

(ডঃ নারায়ণ ঘোড়ই, হুগলী মহসীন কলজে সহযোগে)

(৭) On the occurrence of mite gall caused by **Trioza fletcheri** (Eriophyidae) in **Angiopteris evecta** Hoff. (Angiopteridaceae) from Andaman islands. 1999. Ind. Fern J., 16.

(ডঃ নারায়ণ ঘোড়ই, হুগলী মহসীন কলেজ সহযোগে)

(৮) Feeding niche of aphids on the ferns **Pteridium aquilinum** (L) Kuhn and **Athyrium nigripes** (BL.) Moore from Lachen valley, North Sikkim. J. Nat. Bot. Soc. 51.

(ডঃ আশালতা ডি' রোজারিও, নরসিংহ দত্ত কলেজ, সহযোগে)

ডঃ অশোককুমার দাস

(১) Phytopathogenic Fungi of Cash crops of the Darjeeling Hill—Journal of Hill Research 11(2) : 248-251.

(অধ্যাপক ডঃ অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেষক শ্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেষক শ্রী দীনেশ হালদার ও গবেষিকা জয়া শর্মা, কালিম্পং সহযোগে)

(২) Two More leaf inhabiting Pathogenic fungi from Wst bengal, India—Indian Journal of Ecology (in press)

(শ্রী দীনেশ হালদার গবেষক, অধ্যক্ষ ডঃ জলদবরণ রায়, দীনবন্ধু কলেজ সহযোগে)

(৩) Two folicolous hyphonycetous fungi from West Bengal Journal. Mylopathol. Res. 36(1), 45-47 (1998)—Published in 1999.

(গবেষক, শ্রী দীনেশ হালদার, ডঃ জলদ বরণ রায়, অধ্যক্ষ, দীনবন্ধু কলেজ, ডঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় সহযোগে).

(৪) Assessment of myco-bocontrol potential of few plants of Darjeeling Hills.

(ডঃ অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে)

প্রবন্ধটি Indian Journal of Experimental Biology-তে প্রকাশনার জন্য সম্প্রতি পাঠানো হয়েছে।

(৫) Two more dematiaceous fungi from West Bengal J. Mylopathol. Res. 35(1) : 59-62.

(গবেষক শ্রী হালদার, ও ডঃ বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সহযোগে)

দর্শন

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

শ্রী শিশিরকুমার মিত্র ঃ The Nature of Identity—Statements : A Philosophical Analysis.

প্রাণিবিদ্যা

ডঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী

(১) Mode of production and biodepletion—an evolutionary approach (communicated to Ecology, Environment and Coservation).

(২) আন্নামালাই বনাঞ্চলে প্রাণের ধারা—সবুজ বার্তা, সংখ্যা-৫ (প্রকাশিতব্য)

ডঃ কমলকুমার ব্যানার্জী

(১) Check-list of the winter warblers of Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park (In press for publication in Sanctuary Asia).

ডঃ সুব্রতকুমার দে

(১) Studies on the salivary gland chromosomes of two species of black flies (Diptera : Simulidae). Proc. Xth All India Cong. Cytology & Genetics, 1999.

ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা

(১) Study of a human male with dicentric Y-chromosome, Proc. Xth All India Cong. Cytology & Genetics, 1999. (Co-authors : B. Maitra, P. C. Das, K. Paul, S. C. Maiti and S. K. Ghosal).

(২) Behaviour of sex chromosomes in pachytene spermatocytes of XYY individual. Proc. Xth All India Cong. Cytology & Genetics, 1999. (Co-authors : K. Paul, S. Midya, B. Maitra, P. C. Das, S. C. Maiti and S. K. Ghosal).

(৩) A technique fro permanent squash preparation. Trans. Zool. Soc. India, Vol. 3(2), 1999. (Co-author : B. Maitra).

(৪) Paedogesis in Bufo melanostictus. Proc Xth All India Cong. Cytology & Genetics 1999. (Co-authors : K. K. Paul).

(৫) Fusion of the chromosome arms in **Kiefferulus banbati fansis.** Proc. Xth All India Cong. Cytology & Genetics, 1999. (Co-authors : B. Maitra, P. K. Choudhuri).

(৬) Polytene Chromosome features in **Kiefferulus calligaster** with a light on chromosome evolution in chironomids. Proc. Xth All India Cong. Cytology & Genetics, 1999. (Co-authors : B. Maitra and P. K. Choudhuri).

(৭) An analysis of the formation of polytene chromosomes in **Chironomas** sp. (In press for publication in News Letter) (Co-author : B. Maitra).

(৮) Technical Report III : Cytotaxonomic categorization of the family Chironomidae available in West Bengal through the study of polytene chromosomes. (UGC Report, 1999).

ডঃ রূপেন্দু রায়

(১) Detection of erythrocytic micronuclei in some Indian anurans. Proc. 6th W. B. State Science Cong., 1999. (Co-authors : Dr. N. K. Sarkar & P. Munsi).

(২) A report on a blood-coccidian infection in the common skink **Mabuia carinata.** Proc. 6th W. B. State Science Cong., 1999. (Co-author : Dr. N. K. Sarkar).

(৩) A report on Haemoproteus infection and associated blood picture in the India bull frog, **Rana tigrina.** Trans. Zool. Soc. India, Vol. 3(2). (Co-authors : Dr. N. K. Sarkar and D. Banerjee).

(৪) **Gyrodactylus presidencyus** n. sp. (Monogenea, Trematoda) from a freshwater teleost fish **Channa punctatus** (Bloch) in West bengal, India. Proc. Zool. Soc. (Communicated). (Co-authors : Dr. S. Homechaudhuri & Aniruddha Jha).

(৫) Erythrocytic indices in some Indian anurans. Communicated to Proc. 7th W. B. State Science Cong. (Co-author : Dr. N. K. Sarkar).

(৬) Malaria in Jalpaiguri district—an epidemiological report. Communicated to 7th W. B. State Science Congress. (Co-authors : Dr. P. Dey, Dr. N. K. Sarkar, A. Bose and G. Bose).

ডঃ প্রবাল দে

(১) A note on feeding and breeding activities of the blister beetle. Proc. 6th W. B. State Science Cong., 1999. (Co-authors : Dr. A. Dattagupta and Dr. N. K. Sarkar).

(২) Malaria in Jalpaiguri district—an epidemiological report Communicated to Proc. 7th W. B. State Science Cong. (Co-authors : Dr. R. Ray, Dr. N. K. Sarkar, A. Bose and G. Bose).

ডঃ নির্মলকুমার সরকার

(১) Burprenorphine-induced changes of serum cortisol level in Swiss mic. Trans. Zool. Soc. India, Vol. 3(2). (Co-author : Dhriti Banerjee).

(২) A biochemical study on induction of vitellogenin biosynthesis by oestrogen in an Indian soft-shelled turtle. Proc. 6th W. B. State Science Cong., 1999. (Co-authors : Supriti Sarkar and Pradip Das).

(৩) An experimental study on testosterone—replacement treatment of buprenorphine affected testicular function in Swiss mice. Proc. 6th W. B. State Science Cong., 1999. (Co-author : Dhriti Banerjee).

(৪) A note on feeding and breeding activities of the blister beetle. Proc. 6th W. B. State Science Cong., 199. (Co-authors : Dr. P. Dey & Dr. A. Dattagupta).

(৫) A report on **Haemoproteus** infection and associated blood picture in the Indian bull frog. **Rana tigrina.** Trans. Zool. Soc. India, Vol. 3(1). (Co-authors : Dr. R. Ray and Dhriti Banerjee).

(৬) Haematological effects of chronic arsenic treatment in Swiss mice. Proc. 6th W. B. State Science Cong., 199. (Co-author : Pramiti Munsi).

(৭) An experimental study on gastrointestinal food-propulsion in buprenorphine-treated mice. Proc. 6th W. B. State Science Cong., 1999. (Co-author : Dhriti Banerjee).

(৮) Detection of erythrocytic micronuclei in some Indian anurans. Proc. 6th W. B. State Science Cong., 1999. (Co-authors : Dr. R. Ray and Pramiti Munsi).

(৯) A report on a blood-coccidian infection in the common skink, **Mabuia** carinata. Proc. 6th W. B. State Science Cong., 1999. (Co-author : Dr. R. Ray).

(১০) Chronic arsenic toxicity as a causative agent of anaemia and echinocytosis—an experimental study in Swiss mice. Indian J. Env. & Ecoplan., Vol. 2(4). (Co-author : Anjan Guha).

(১১) আর্সেনিক দূষণ—সবুজ বার্তা, সংখ্যা—৩(২)।

(১২) আর্সেনিক দূষণ ঃ সমস্যা ও প্রতিরোধের ভাবনা—স্বাস্থ্যদীপিকা, সংখ্যা—৩৬(৯)

(১৩) থ্যালাসেমিয়া রোগ—স্বাস্থ্যদীপিকা, সংখ্যা—৩৬(১০)

(১৪) 'Rh ফ্যাক্টর'—সমস্যা ও সমাধান—স্বাস্থ্য দীপিকা, সংখ্যা—৩৬(১২)।

(১৫) হাঁচিকাশির কলকৌশল—স্বাস্থ্য দীপিকা, সংখ্যা—৩৭(১)।

(১৬) চাঁদের টানে প্রাণের সাড়া—সবুজ বার্তা, সংখ্যা—৪(১)।

(১৭) আমাদের চারপাশ—আশা নিরাশার কিছু খবর—পরিবেশ, সংখ্যা—৭(১)

(১৮) রক্ত পরীক্ষার মূল কথা—মুকুল, সংখ্যা—৪।

(১৯) টক-ঝাল-মিষ্টি—স্বাস্থ্য দীপিকা, সংখ্যা—৩৭(২)।

(২০) বিষবার্তা—স্বাস্থ্য দীপিকা, সংখ্যা—৩৭(৩)।

ডঃ নিমাইচন্দ্র সাহা

(১) Effects of phenol on fish and aquatic ecosystem. Journal of Environmental Contaminatioin and Toxicology.

(২) Effect of thiocyanate on fish, fish-food organisms and aquatic ecosystm. Journal of Environmental Contamination and Toxicology (accepted).

ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী

(১) Characterisation of erythropoietic cells of **Oreochromis niloticus** and **Cirrhinus mrigala.** J. Aquacul. Tropics (accepted). (Co-author : Aniruddha Jha).

(২) Light and scanning electron microscopical analysis of the hindgut of **Metapenaeus monoceros.** Proc. 6th W. B. State Science Cong., 1999. (Co-author : Aniruddha Jha).

(৩) Shift in trophic functions and its implications in **Cirrhinus mrigala** on prolonged enforced feeding with artificial starch diet. Proc. 5th Indian Fisheries Forum, 1999. (Co-author : Aniruddha Jha).

(৪) Functional anatomy of the structures related to feeding and nutrition of a shrimp Metapenaeus monoceros for its adoption in aquaculture. Nat. Symp. Adv. Appl. Ani. Sci. Human Wel., 1999. (Co-authro Aniruddha Jha).

(৫) **Gyrodactylus precidencyus** n. sp. (Monogenea, Trematoda) from a freshwater teleost fish **Channa punctatus** (Bloch) in West Bengal. India. Proc. Zool. Soc. (communicated). (Co-authors : Dr. R. Ray and Aniruddha Jha).

(৬) A technique to evaluate the erythropoietic efficiency in fish. Asian Fisheries Science, Manila (communicated).

ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

তিতাস একটি অনন্য উপন্যাসের নাম ঃ 'তিতাস একটি নদীর নাম, উপন্যাসেরও' সংকলন-গ্রন্থের অন্যতম প্রবন্ধ

অধ্যাপক প্রলয় শূর

(১) হিচকক ঃ রহস্যের কুলকিনারায় (প্রকাশিত গ্রন্থ)।

(২) নবতরঙ্গে ত্রুফো ঃ শততরঙ্গে হিচকক ঃ গ্রীক কোরাসের মত পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা।

(৩) সিনেমার কাব্যতত্ত্ব ও দিনলিপি লিখন (তারকোভস্কি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)

(৪) 'তিতাস একটি নদীর নাম, উপন্যাসেরও' সংকলন-গ্রন্থে উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ণ বিষয়ে প্রবন্ধঃ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে তিতাস একটি ছবির নাম।

অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়

(১) ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ।

(২) ছোটগল্পের শিল্পী ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ সাহিত্যের এই সময়/মার্চ, ১৯৯৯।

(৩) ছন্দের স্বচ্ছন্দ ভাঙ্গাগড়া ঃ নজরুল ঃ পশ্চিমবঙ্গ/নজরুল বিশেষ সংখ্যা।

(৪) বনফুল ঃ ছোটগল্পের বড় শিল্পী ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি/পূজাসংখ্যা।

(৫) শতাব্দ-ব্যবহিত বনফুল ঃ তীব্রকুঠার/পূজা সংখ্যা।

(৬) তিতাস একটি নদীর নাম, উপন্যাসেরও ঃ সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত।

(৭) দেশ সাহিত্য-পত্রিকায় পুস্তক-সমালোচনা ঃ ৬ মার্চ ও ২৩ জুলাই, ১৯৯৯।

অধ্যাপক মঞ্জুভাষ মিত্র

(১) জীবনানন্দের কবিতায় ইয়োরোপ আমেরিকার কবিদের প্রভাব ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি/জীবনানন্দ সংখ্যা।

(২) রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি/পূজা সংখ্যা।

(৩) রবীন্দ্রনাথ ও রোমাণ্টিক কল্পনা ঃ পশ্চিমবঙ্গ/রবীন্দ্রসংখ্যা।

(৪) জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ঃ যুবমানস/জীবনানন্দ সংখ্যা।

(৫) প্রেমে ও বিদ্রোহে নজরুল ঃ যুবমানস/নজরুল সংখ্যা।

(৬) গারথিয়া ফেদেরিকো লোরকার কবিতা

(৭) জীবনানন্দের কবিতায় শিল্পতত্ত্ব ঃ প্রসঙ্গ জীবনানন্দ গ্রন্থে সংকলিত।

(৮) বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস ঃ মাধুকরী ও কোজাগর ঃ নহবৎ/পূজা সংখ্যা।

(৯) জীবনানন্দের কাব্য ঃ বেলা অবেলা কালবেলা ঃ বিষয় জীবনানন্দ গ্রন্থে সংকলিত।

(১০) আনন্দবাজার পত্রিকায় পুস্তক-সমালোচনা।

অধ্যাপক কৌশিক রায়চৌধুরী

(১) নান্দীকারের শিশুনাট্যগুচ্ছ ঃ সম্পাদিত গ্রন্থ

(২) ভাষার গয়না ঃ আজকাল পত্রিকার সাপ্তাহিক কলমে ১২টি কিস্তি।

(৩) বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট ঃ হিংসার কথামালা ঃ গ্রীক কোরাসের মত, দ্বিতীয় সংখ্যা।

(৪) সংস্কৃতি ঃ শ্লীলতা অশ্লীলতার মুক্তবিচার। 'অপর' জুন ৫৫

(৫) তিতাস আঁকা তিতাস লেখা ঃ তিতাস একটি নদীর নাম, উপন্যাসেরও ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত।

ভূগোল

ডঃ আশিস সরকার

(১) Human Resource Development—a multivariate analysis, in "Changing Pattern of Environment", B. G. College Publication, Calcutta pp 7-12, March, 1999.

(২) আগামী শতাব্দীতে ভূগোলবিজ্ঞান পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস—একটি প্রস্তাব, "ভূগোলিকা", আগস্ট সংখ্যা—১৯৯৯, পৃঃ ১৫-২৮।

(৩) Childcare, Development and Rights—an overview, in "CHILD RIGHTS", 50th year of Independence Issue, ACCR Publication, Calcutta, pp 36-41.

(৪) Urban Growth in West Bengal— a study in size duynamics of towns, in C. R. Patthak (ed) : Essays on Regional Science, Silver Jubliee Issue, Regional Science Association, Vol-II, pp 88-101.

(৫) Geographical Data Analysis—concepts and issues, TRAVERSE, Vol-35, pp 10-15, Sept, 1999.

(৬) Management of Water Resource System in North 24 Parganas District, W. B. India—a spatial analysis, Indian Journal of Landscape, Ecology and Ekistics, Vol-21, No-1, pp 149-162.

(৭) Agricultural Land Resources of Hooghly district, W.B—a multivariate analysis, Indian Journal of Regional Science (forthcoming volume : in press).

(৮) সভ্যতা, সমাজ ও পরিবেশ—বিবর্তনের প্রসঙ্গ, রা, রায় (সংকলিত)—বই (যন্ত্রস্থ)

ডঃ শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়

(১) Need for environmental impact assessment. Traverse. Geog. Instt. Deptt. Geog. Presidency College.

(২) Environment, Society, Culture : Scheduled Caste Community of Raghunathpur, Purulia, Jour. of Geog. and Environment. Vidyasagar Univ. Medinipur. (communicated)

(৩) Environment, Resource and Tribals : Purulia, West Bengal. (to be communicated).

ভূতত্ত্ব

অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

1. Fossil Polyplacophera (Mollusca) from Upper Talchir Sediments of

Dudhinala, Hazaribagh, Bihar. Jour. Geol. Soc. Ind. Vol. 54 p 523-527, 1999 (সহলেখক এস. সেনগুপ্ত, প্রেসিডেন্সি কলেজ)

ডঃ প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

Mylonitisation and aspects of textural transformation of Pre cambrian Lingtse Granite in Ductile Shear Zones in Main Central thrust Region. Sikkim-Darjeeling, Eastern Himalaya (Submitted to geological Magazine, U.K.) (সহলেখক অসীমা পাল)

ডঃ জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

1. Neoproterozoic cratonic successions in peninsular-India Gondwana Research (সহলেখক A. K. Chandhu, S. Deb, S. K. Chanda.)

2. Fabric development in Proterozoic bedded chert, Penganga Group, Adilabad, India : Sedimentological implication : Jour. Sedi Res. Vol. 63. No. 3

3. Stratigraphy and Paleogeography of Penganga Succession, (abstract) (সহলেখক—A. K. Chaudhuri)—Workshop on geology of PG-Valley Current Status & future directions, Indian Statistical Institute, Calcutta.

ডঃ গৌতম ঘোষ

Deformation of the Proterozoic Somanpalli Group, Pranhita—Godavari Valley—implication for a Mesoproterozoic basin. (abstract) in Workshop on geology of P. G. Valley Current Status & future direction.

শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

Fossil Polyplacophera (Mollusca) from Upper Talchir Sediments of Dudhiwala, Hazaribagh, Bihar Jour. Geol. Soc. Ind. Vol 54 p. 523-527 1999 (সহলেখক এইচ. এন. ভট্টাচার্য, প্রেসিডেন্সি কলেজ)।

অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ

(১) Study of Energy transfer in a Naphthalene linked Crown ether Eu^{+3} complex : The effect of the orientation of the naphthalene π-plane with respect to the Eu^{+3} ion : S. Bhattacharyya, L. Sousa, S. Ghosh, *Chem. Phys. Letters 297* (1998) 154.

(২) Transition Metal Cryptate—Enhanced Fluorescence in a Trianthroyl Cryptand : Effect of Spacer on the PET process, G. Das, P. K. Bharadwaj, M. Basu Roy, S. Ghosh, J. Photochem. Photobiol Chemistry (in press) 1999.

(৩) Photophysical Properties of Tris-Acetylpyrene Derivative of a Cryptand in Different Environments, P. Bandyopadhyay, P. K. Bharadwaj, M. Basu Roy, R. Dutta, S. Ghosh Chemical Physics, (in press) 1999.

Research Abstract

1. Studies of the structure of Protein/Polypeptide and the interaction of protein with other molecules by Triplet State Spectroscopy : Sanjib Ghosh Iinvited talk)—Recent Advances in Structure Synthesis and Function of Biomolecules, Bose Institute Calcutta, Feb 1999.

2. Gramicidin A and its complexes with Cs^{+} and TI^{+} ions in Organic Solvents—A Study by Steady State and Time Resolved Emission. S. Mondol, S. Ghosh—Recent Advances in Structure Synthesis and Function of Biomolecules, Bose Institute Calcutta, Feb 1999.

3. Photophsical Aspects of some supramolecular systems having fluorophore-spacer-receptor configuration : Sanjib Ghosh (Invited talk)—National Symposium on Radiation and Photochemistry INDIAN Society of Radiation & Photochemistry, held at Sambalpur University, Orissa, Feb. 1999.

4. Exact Location of aromatic hydrocarbons in an anionic micelle using non-radiative triplet-triplet energy transfer as a probe. S. Mondol, S. Ghosh—National Symposium on Radiation and Photochemistry Indian Society of Radiation & Photochemistry held at Sambalpur University, Orissa, Feb. 1999.

5. Localised monomer, intramolecular excimer emission and intramolecular exciplex emission of a tris-accetylpyrene derivative of a cryptand. P. Bandopadhyay, P. K. Bharadwaj, M. Basu Roy, Rin Dutta, S. Ghosh—National Symposium on Radiation and Photochemistry Indian Society of Radiation and Photochemistry held at Sambalpur University, Orissa, Feb, 1999.

সুপ্রকাশ সিংহরায় ও মুকুল বিশ্বাস

(১) Montmorillonite Based Nanocomposites of Some Heterocyclic Polymers. Proc. International Symposium on Polymers Beyond AD 2000.

POLYMES'99 Ed. A. K. Ghosh, The Society of Polymer Science, India, P 457-460, 1999.

(২) Preparation and Evaluation of Composites from Montmorillonite and Some Heterocyclic Polymers. 2. A Nanocomposites from Poly (N-vinylcarbazole) and $FeCl_3$ Impregnanted Montmorillonite Polymerization System.

J. Applied Polymer Science, 73, 2971, 1999.

(৩) Preparation and Evaluation of Composites from Montmorillonite and Some heterocyclic Polymers. 3. A. Water Dispersible Nanocomposite from Polypyrrole-Montmorillonite Polymerization System.

Materials Research Bulletin, 34, 8, 1999.

(৪) Water Dispersible Nanocomposites of Polyaniline and Ply (N-vinylcarbazole) With Nanodimensional Zirconium (IV) Oxide.

Synthetic Metals, (in press) 1999.

(৫) Water Dispersible Nanocomposites of Polyaniline and Poly (N-vinylcarbazole) With Nanodimensional Zirconium (IV) Oxide.

Synthetic Metals, (in press) 1999.

(৬) Water Dispersible Nanocomposites From Polymers of N-vinylcarbazole, Pyrrole and Aniline.

Advances in Polymer Science (submitted in Oct. 1999).

মুকুল বিশ্বাস, সুপ্রকাশ সিংহরায় ও ইউনপিং লিউ

(১) Water Disperible Conducting Nanocomposites of Poly (N-vivylcarbazole), Polypyrrole and Polyaniline with Nanodimensional Managese (IV) Oxide.

Synthetic Metals, 105, 99, 1999

অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার সরকার

Studies an alkylation of Hagemamn's Ester and its derivatives with alkyl halides and Michael acceptors. J. Indian Chemical Society, Special Commemoration Volume, December, 1999.

অধ্যাপিকা স্নিগ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়

(১) Spectrophotometric Determination of Molybadenum with O-Hydroxythiobenz hydrazide APP 17—Procedings of the International conference on Chemistry and Thirty sixth Annual Convention of Chemists [Platinum Jubille Celebration—Indian Chemical Society]

(২) Chroml free tannage by sequential treatment with synthetic resins and aluminium or tirinium—(Accepted for publication) Journal of the Society or Leather Technologists and Chemists.

অধ্যাপক দীপককুমার মণ্ডল

(১) The R/S system : A New and Simple Approach to Determining higand Priority and a Unified Method for the Assignment and Correction of stereogenic center Configuration in Dinerse stereoformulas [J. Chem. Educ. (in press)].

[দুজন সহযোগী লেখকসহ]

(২) Unfolding of native and chemically modified soybean agglutinen in denaturantx : A comparative study by fluorescence and size-exclusion chromatography. **National Symposium on Recent Advances in structure, Synthesis and Function of Biomolecules** Calcutta, Feb, 1999. Abstract, p-37.

ডঃ উদয়চাঁদ মণ্ডল ও ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত

Studies on recovery of arsenic from ground water using hydrous Ziroconium Oxide. U. C. Ghosh, M. Dasgupta, B. R. Manna, S. Bhat—Sixth West Bengal State Science and Technology Congress, B. E. College (Deemed Univesity), Howrah, W. Bengal, Feb, 1999.

রাশিবিজ্ঞান

ডঃ বিশ্বনাথ দাস

(1) Swami Tejasananda—A Great Karmayogi—Complete Works of Swami Tejasananda, published by RKMVAA, 1999,

2. স্বামী বিবেকানন্দের বাস্তব বেদান্ত—অর্ঘ্য ৪৮ (১৯৯৯)

3. প্রেসিডেন্সী (পূর্বতন হিন্দু) কলেজের ইতিহাস—গোধূলিমন, ৪১(১৯৯৯), ২, ৬, ৮-১১ ;

4. জীবনানন্দ ঃ আমার অনুভব—গোধূলি মন ৪১(১৯৯৯), ৫।

5. Collected Works of Swami Tejasananda—Published by Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, 1999 (ed, with others)

6. মাদার জ্যান—স্বামী তথাগতানন্দ—বেদান্ত সোসাইটি অভ নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৯ (সম্পাদনা)।

৭. প্রসঙ্গ ঃ নজরুলের বিদ্রোহী—উপলব্ধি, নজরুল জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, ১৯৯৯।

ডঃ বিশ্বনাথ দাস ও শ্রী অসীমশঙ্কর নাগ

(১) Quality Assurance in obstetric Care through Detection of Potential LBW cases using a Scoring System (with Bratin Das)—Presented in National Conference on Quality Assurance in Health care (Calcutta, 20-21, November 1999)

ডঃ দেবেশ রায়

(১) Jackknifining a class of estimators and variance estimation by boots rap.—Accepted for publication in REBREP, the Brazilian Journal of Statistics.

(২) Non-land input in land reform,—the scenario of an West Bengal district (In association with Mr. Anil Charaborty, IAS (Retd.) & Prof. Apurba Mukhopadhyay, Burdwan Univ.)

Published by the Director, SIPRD, Govt. of W. Bengal.

(১) **A comparative approach on the testing of heteroscedastic variance in the unbalanced random effect model**—presented on the conference held at Kalyani University.

(২) **Multivariate forecasting of economic time series and its application in forecasting exports of Indian tea**—communicated to *The Asian Economic Review* jointly with Tushar Kanti Mitra, Reader, Department of Statistics, Kalyani University, Kalyani.

(৩) **On disparities in the levels of living in rural India**—communicated to The *Indian Economic Review* Jointly with Tushar Kanti Mitra, Reder, Department of Statistics, Kalyani University, Kalyani.

(৪) **Prediction of conditional mean in linear regression models after a preliminary test on the regression coefficients**—communicated to *Assam Statistical Review.*

(৫) **Proverty alleviation in rural India—a bayesian approach**—communicated to *Development Economics* jointly with Tushar Kanti Mitra, Reader, Department of Statistics, Kalyani University, Kalyani

(৬) **The prediction of the type of energy use in cooking—in rural India**—communicated to *Development Economics* jointly with Tushar Kanti Mitra, Reader, Department of Statistics, Kalyani University, Kalyani.

(৭) **The prediction of the state of knowledge of aids among ever-married women in West Bengal**—accepted for poster presentation in the Science Congress, 2000 at Pune.

(৮) **Quality assurance in AIDS management through statistical analysis**—presented on a conference on 'Quality Assurance in Health Care' organised by *IAPQR* at Park Hotel.

(৯) **DISE data interpretation**—on a workshop at *Educational Development consultant India Limited,* New Delhi (Govt. of India).

(১০) **Computerised Data Bank**—presented on workshop 'Data Bank' organised by *Bangiya Arthaniti Parishad* at Presidency College, Calcutta with Prof. Amitava Chatterjee, Department of Economics, Presidency College, Calcutta.

(১১) **A comparative analysis of BAS and MAS achievement levels**—a study at DPEP, *West Bengal.*

Represent WBDPEP to DFID, UK on behalf of Research Advisory Group in WBDPEP.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অধ্যাপক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

(১) অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাসের উপখ্যান ঃ সুশান্ত দাস সম্পাদিত 'তিতাস একটি নদীর নাম ঃ প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ' গ্রন্থে সংকলিত।

(২) Steven spielberg বিষয়ক প্রবন্ধ নন্দন-প্রকাশিত পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) Steven spielberg বিষয়ক একটি প্রবন্ধ ঃ IFSON পত্রিকায় প্রকাশিত।

ডঃ দিলীপকুমার সরকার

(১) Empowering Darjeeling Hills : Indian Publishers Distributors কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ, সহলেখক—ডঃ ডি ভৌমিক।

(২) কোচবিহার জেলার আদি জনজাতির ইতিহাস প্রসঙ্গে ঃ মধুপর্ণী পত্রিকা।

শারীরবিদ্যা

বিভাগের অধ্যাপকদের গবেষণামূলক রচনায় সমৃদ্ধ ঃ

(১) Effects of High-intake of Unsaturated and Saturated oils of intestinal transference of Calcium and Calcium mobilization from bone in an ovariectomized rat model of Osteoporosis.

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, Vl. 8, No. 2, 1999.

(২) Supplementation of High-lipid Diet in ovariectomized rats causes modulation of Calcium—AT Pase activity in duodenal enterocyte membrane.

Molecular & Cellular Bio-Chemistry (Netherland) (Communicated)

সমাজতত্ত্ব

ডঃ প্রশান্ত রায়

(১) Hindus of India : গ্রন্থ সমালোচনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা।

হিন্দী

ডঃ সুব্রত লাহিড়ী

(১) নিরালা ও সমধর্মী কবি নজরুল ঃ পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী আকাদেমী প্রকাশিত পত্রিকা, ধূমকেতু

শ্রী শিউনাথ পাণ্ডে

(১) প্রেমচন্দ ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ঃ শারদীয় স্বাধীনতা পত্রিকা।

গ্রন্থাগার

শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী

Staff Pattern and Status of government College Librarians [শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি, গ্রন্থাগারিক, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা-র সহযোগে] Paper presented at the first State level seminar-cum-workshop on Modernisation of library Services in Government Colleges in West Bengal. December 11-12, 1999. Physics Lecture Theatre. Presidency College. Calcutta.

অসিতাভ দাশ

১। দিনের শেষে ; শহীদ দীনেশ গুপ্তের জীবন সাহিত্য। পত্রলেখা।

২। স্বদেশ আমার জননী আমার। পত্রলেখা।

৩। বাংলা আকর গ্রন্থ সংগ্রহ ও তথ্য। উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির। (সহযোগিতায় যূথিকা দাস ও প্রদোষকুমার বাগ্‌চী)।

৪। স্বপনবুড়ো রচনাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)। সম্পাদনা ; অমিতাভ দাশ। প্রভা প্রকাশনী।

৫। রাসবিহারী বসু রচনাসংগ্রহ (২য় সংস্করণ)। ভাষান্তর ও সম্পাদনা। পত্রলেখা।

৬। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ঃ তারিখ অভিধান (১৭৫৭-১৯৪৭)। পত্রলেখা।

৭। কবিতা পাক্ষিক (১-১০০) ; সম্মিলিত সূচী। কবিতা পাক্ষিক।

৮। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রবর্তিত 'মুকুল' পত্রিকার সঙ্কলন ঃ সেরা মুকুল। সম্পাদনা। আনন্দ প্রকাশন।

৯। স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতবর্ষ ; দিনপঞ্জি (১৭৫৭-১৯৪৭)। পশ্চিমবঙ্গ (স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা)।

(স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১০। জীবনশিল্পী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর ঃ তথ্যপঞ্জি। পশ্চিমবঙ্গ (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১১। স্বাধীনতা-উত্তর ভারত ; দিনপঞ্জি (১৯৪৭-১৯৯৭)। পশ্চিমবঙ্গ (স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি বিশেষ সংখ্যা।)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১২। একা এভারেস্ট জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন যে মানুষটি। আনন্দমেলা (পূজাবার্ষিকী ১৪০৫)।

১৩। নোবেল পুরস্কার ঃ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আনন্দমেলা ; ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮ (বিশ্ববরেণ্য অমর্ত্য সেন বিশেষ সংখ্যা)।

১৪। নোবেল জয়ীদের তালিকা ঃ এ পর্যন্ত নোবেল পেয়েছেন যাঁরা। আনন্দমেলা ; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ (বিশ্ববরেণ্য অমর্ত্য সেন বিশেষ সংখ্যা)।

১৫। চিরঞ্জীব নজরুল ইসলাম ঃ জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি। পশ্চিমবঙ্গ (কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৬)।

১৬। নানা পরিবর্তনের পর এসেছে আজকের মুদ্রা। আনন্দমেলা (পূজাবার্ষিকী ১৪০৬)।

১৭। User studies : a baseline view of reality check (Souvenir : seminar cum workshop of Govt. College librarians, Presidency College, Calcutta, 11-12 December, 1999) (Co-author Arun Roy, Goenka College of commerce and Business Administration)

পরিশিষ্ট-৮

প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মীদের নামের তালিকা

শিক্ষকমণ্ডলী

অধ্যক্ষ

শ্রী নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়

অর্থনীতি বিভাগ

শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী মমতা রায়
শ্রী শ্রীমন্তকুমার ভৌমিক
শ্রী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজি বিভাগ

শ্রী অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী তপতী গুপ্ত
শ্রী সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শ্রী মানসকুমার রায়
শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত
শ্রীমতী মানু আড্ডি
শ্রীমতী অর্পা ঘোষ (আংশিক সময়)

ইতিহাস বিভাগ

শ্রী রজতকান্ত রায়
শ্রী দিব্যেন্দু হোতা
শ্রী অজয়কুমার সেন
শ্রীলাডলীমোহন রায়চৌধুরী
শ্রী সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী

উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

শ্রী মদনমোহন ভট্টাচার্য
শ্রী মলয় চক্রবর্তী
শ্রী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রী মধুব্রত চৌধুরী
শ্রী সুবীর বেরা
শ্রী তড়িৎকুমার সাধু
শ্রী পরশুরাম কামিল্যা (আংশিক সময়)
শ্রী পরিমলচন্দ্র রায়
শ্রী সত্যরঞ্জন সাহা
শ্রী অশোককুমার দাস
শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ
শ্রীমতী রুমা পাল
শ্রীমতী সুপত্রা সেন (অংশিক সময়)
শ্রী মলয়কুমার আদক (আংশিক সময়)

গণিত বিভাগ

শ্রী দেবীদাস চট্টরাজ
শ্রী উৎপলকুমার সমাদ্দার
শ্রী বিনোদকুমার বেরী
শ্রী সুকুমার রায়
শ্রী তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী হিমাংশুশেখর গুহ

দর্শন বিভাগ

শ্রী শিশিরকুমার মিত্র
শ্রীমতী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় (রায়)
শ্রী সুব্রত বসু (আংশিক সময়)
শ্রীমতী ঋতাবরী রায়মৌলিক (আংশিক সময়)
শ্রীমতী মন্দিরা মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা বক্সী
শ্রীমতী পৃথা ঘোষ (আংশিক সময়)

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শ্রী সুব্রত দত্ত
শ্রী সলিল সরকার
শ্রী প্রদীপকুমার দত্ত
শ্রীমতী মণিমালা দাস
শ্রী প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সজলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী মহেন্দ্র সিংহ রায়
শ্রী দেবপ্রিয় শ্যাম
শ্রী প্রদ্যোৎকুমার রায়
শ্রী কালীপদ নাহাল
শ্রী দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী
শ্রীমতী মীরা দে
শ্রী দিলীপকুমার পাল
শ্রী হিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রী প্রসাদ সেনগুপ্ত
শ্রী সিদ্ধার্থ ভৌমিক
শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী
শ্রী প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী তপনকুমার দাস

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রী পীযূষকান্তি সাহা
শ্রী সুব্রত কুমার দে
শ্রী ত্রিলোচন মিদ্যা
শ্রী কমলকুমার ব্যানার্জী
শ্রী নির্মলকুমার সরকার
শ্রী নিমাইচন্দ্র সাহা
শ্রী কমল পাল (আংশিক)
শ্রী সুজিত কুমার দাশগুপ্ত (সাম্মানিক)
শ্রী প্রবাল দে (ডেপুটেড)
শ্রী রূপেন্দু রায় (ডেপুটেড)
শ্রী সামসুর আলম (ডেপুটেড)
শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু (ডেপুটেড)
শ্রীমতী সুমনা সাহা (ডেপুটেড)
শ্রীমতী স্মিতা পালিত (আংশিক
শ্রী শিবেন্দু দত্ত (আংশিক)
শ্রী সুব্রত দে (আংশিক)

বাংলা বিভাগ

শ্রী জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী কৌশিক রায়চৌধুরী
শ্রী মঞ্জুভাষ মিত্র
শ্রী প্রলয় শূর

ভূগোল বিভাগ

শ্রী আশিস সরকার
শ্রী নীরেন্দ্রনাথ সেন
শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য
শ্রী হরেকৃষ্ণ দত্ত
শ্রীমতী শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়
শ্রী ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়

ভূতত্ত্ব বিভাগ

শ্রী হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রী অনীশকুমার রায়
শ্রী দেবকুমার দাশগুপ্ত
শ্রী প্রদ্যোৎকুমার বন্দোপাধ্যায়

শ্রী আনন্দকুমার চক্রবর্তী

শ্রী অরুণাভ বসু

শ্রী অলোকেশ চট্টোপাধ্যায়

শ্রী প্রবীরকুমার দাশগুপ্ত

শ্রী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

শ্রী গৌতম ঘোষ

শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী অরিজিৎ রায়

রসায়ন বিভাগ

শ্রী সঞ্জীব ঘোষ

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সরকার

শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত

শ্রী সুবীর দত্ত

শ্রী প্রবালকুমার সেনগুপ্ত

শ্রী প্রশান্ত ভৌমিক

শ্রী বলাইচাঁদ কুণ্ডু

শ্রী উদয়চাঁদ ঘোষ

শ্রী মহম্মদ আব্দুল গনি

শ্রী দেবকুমার মিত্র

শ্রী গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রী অমলেন্দু রায়

শ্রী সনৎকুমার সাহা

শ্রী শৈলেন্দ্র ঝা

শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়

শ্রী দেবকুমার দাস

শ্রীমতী সাম্রাজ্ঞী দত্ত

শ্রীমতী স্নিগ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রী বিশ্বনাথ দাস

শ্রী দীপঙ্কর বসু

শ্রী তুষারকান্তি ঘড়া

শ্রী অসীমশঙ্কর নাগ

শ্রী অজয়কুমার বিশ্বাস

শ্রী দেবেশ রায়

শ্রী শঙ্কর ঘোষ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শ্রী প্রশান্ত রায়

শ্রী দীপককুমার দাশগুপ্ত

শ্রী সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী দিলীপকুমার সরকার

শ্রীমতী সুছন্দা ঘোষ (আংশিক)

শ্রীমতী অনন্যা চট্টোপাধ্যায় (আংশিক)

শ্রীমতী গার্গী মুখোপাধ্যায় (আংশিক)

শারীরবিদ্যা বিভাগ

শ্রী চন্দন মিত্র

শ্রী পৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী অশোক দেবনাথ

শ্রী দেবাশিস সেন

শ্রীমতী অশোকা চক্রবর্তী

শ্রী বিশ্বনাথ পাইন

শ্রীমতী অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মৈত্র)

শ্রী সুজয় দাশগুপ্ত

শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

শ্রী প্রশান্ত রায়

শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাস

শ্রীমতী অনিতা মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী ডালিয়া চক্রবর্তী

হিন্দী বিভাগ

শ্রী সুব্রত লাহিড়ী
শ্রী শিবনাথ পাণ্ডে
শ্রী প্রেমশংকর ত্রিপাঠী (আংশিক)
শ্রী সত্যা উপাধ্যায় (আংশিক)
শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র (আংশিক)
শ্রী আশুতোষ প্রসাদ সিং (আংশিক)

গ্রন্থাগার

শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী
শ্রীমতী সুরভি বাগচী
শ্রী অশোক হাজরা
শ্রীমতী মঞ্জরী বসু
শ্রীমতী বাসন্তী দেবনাথ
শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্ত
শ্রীঅসিতাভ দাশ
শ্রীমতী রীণা মজুমদার

ক্রীড়া বিভাগ

শ্রী অরুণকুমার বেরা

শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
শ্রী শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

শ্রী দিলীপ সরকার — অধীক্ষক
শ্রী তরুণকুমার নাগ — স্টুয়ার্ড
শ্রী রামসোভিক মিশ্র — চাপরাশি
শ্রী দুর্গাপ্রসাদ রাঙ্গোয়া — চাপরাশি
শ্রী অক্ষয়কুমার থাপা — দারোয়ান
শ্রী দশরথ সিংহ — দারোয়ান
শ্রী নবকুমার রায় — দারোয়ান

১৭৫ বর্ষ পূর্তি স্মারক ছাত্রী নিবাস

শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য — অধীক্ষক
শ্রী সুমিত হোমচৌধুরী — সহ-অধীক্ষক
শ্রীমতী শিখা দাশগুপ্ত — রেসিঃ লেডি মেট্রন
শ্রী নরেশকুমার মণ্ডল — নৈশ প্রহরী
শ্রী অশোক বড়ুয়া — ক্লিনার

বারসার

শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত

অ্যাকাউন্টস অফিসার

শ্রী শ্যামলকুমার মাইতি

কলেজের অফিসের কর্মীবৃন্দ

হেড-অ্যাসিস্ট্যান্ট— শ্রী দিবাকরকুমার বসু

শ্রী অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী
শ্রী সুনীলচন্দ্র রায়
শ্রী তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী সঞ্জীব ধর

শ্রী ব্রজদুলাল দাস

শ্রীমতী মিনতি দে

শ্রী সুবলচন্দ্র গুহ

শ্রী স্বপনকুমার নন্দী

শ্রী মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত

শ্রীমতী সরস্বতী ঘোষ

শ্রী অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী গণেশচন্দ্র ঠাকুর

শ্রী প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী উত্তম সামন্ত

শ্রী মহঃ তসলিম

শ্রী মৃণালকান্তি দাস

শ্রী কিশোর দাস

শ্রী ভোলানাথ পাল

শ্রী অর্ধেন্দু ব্যাপারী

শ্রী প্রফুল্লকুমার মণ্ডল

শ্রী শঙ্কর সর্দার

শ্রীমতী দীপালি ভট্টাচার্য

শ্রী তারকনাথ প্রসাদ

শ্রী অলোককুমার দে

শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তী

শ্রী সুব্রতকুমার দাস

শ্রী সমীর দেবনাথ

শ্রী বিকাশচন্দ্র কুণ্ডু

শ্রী সুশান্তকুমার রায়

শ্রী নির্বাণ চন্দ্র পাইন

শ্রী স্বপনকুমার দাস

শ্রী জয়দেব দাস

কেয়ারটেকার

শ্রী শ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়

মেকানিক

শ্রী দিলীপকুমার অধিকারী

ড্রাফট্‌ম্যান

শ্রী বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

হারবেরিয়াম কিপার

শ্রী তপনকুমার দত্ত

সূত্রধর

শ্রী হরেনচন্দ্র বৈদ্য

ইন্সট্রুমেন্ট কীপার

শ্রী কাজী মইনুল হক ও শ্রী রিন্টু দে

শ্রীমতী প্রতিমা দাস (হালদার)

ইলেকট্রিসিয়ান

শ্রী অমিতাভ ভড়

আর্টিস্ট-কাম রেকর্ড কিপার

শ্রী তরুণকান্তি রায়

কলেজের সহকারী কর্মীবৃন্দ

শ্রী সুনীল বড়ুয়া

শ্রী পূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র

শ্রী সুধাংশুশেখর দাস

শ্রী শিশিরকুমার সিংহ

শ্রী কিযাণদেব শর্মা
শ্রী সম্পত প্রসাদ
শ্রী সুবলচন্দ্র দে
শ্রী সন্তোষ সিং
শ্রী কেশবচন্দ্র রায়
শ্রী তপনকুমার ভঞ্জ
শ্রীমতী শীলারানী দাস
শ্রী কাশীনাথ মণ্ডল
শ্রী বাবুলাল দাস
শ্রী সুবল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী বিজয় সিং
শ্রী ঘনশ্যাম হেলা
শ্রী মদনমোহন দত্ত
শ্রী স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী তিমিরবরণ সামন্ত
শ্রী নির্মল সিং
শ্রী মোহনলাল রাঙ্গোয়া
শ্রী রামমুরৎপ্রসাদ রাঙ্গোয়া
শ্রী স্বপনকুমার রায়
শ্রী মহঃ সেখ আলম
শ্রী রমেশচন্দ্র ঘোষ
শ্রীমতী দুলালী হেলা
শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বসু
শ্রী ধীরেন্দ্রকুমার নাথ
শ্রী পীতবাস আচার্য
শ্রী প্রফুল্লকুমার নাথ
শ্রী বিজয়কৃষ্ণ বারিক
শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নাথ
শ্রী দিলীপকুমার বীর
শ্রী গৌতম দত্ত

শ্রী আশীষকুমার মাইতি
শ্রী কালীপদ জানা
শ্রী শম্ভু দাস
শ্রীমতী পুষ্পরানী দে
শ্রী হনুমান ধুরিয়া
শ্রী মোহন রাম
শ্রী অনন্তকুমার বারিক
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র হেলা
শ্রী সন্তোষকুমার শাসমল
শ্রীমতী শান্তি হেলা
শ্রীমতী সাবিত্রী বারিক
শ্রীমতী মায়া হাজরা
শ্রী আশুতোষ চৌধুরী
শ্রী প্রশান্ত মণ্ডল
শ্রী ললিতমোহন হাজরা
শ্রী রামনারায়ণ হেলা
শ্রী চতুর্ভুজ দাস
শ্রী সনৎকুমার শীল
শ্রী গোপালচন্দ্র নায়েক
শ্রী শ্যামলকান্তি সিংহ
শ্রী শঙ্কর হেলা (১)
শ্রী ইমাম রসুল
শ্রী দেল আমবিয়া
শ্রী আবদুল হামিদ খান
শ্রী অশোককুমার গিরি
শ্রী দুলালচন্দ্র দাস
শ্রী হারাধন সাহা
শ্রী রমানাথ প্রসাদ
শ্রী অনাথনাথ মণ্ডল
শ্রী দেবব্রত গুহ ঠাকুরতা

শ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী হরবিলাস বাল্মীকি
শ্রী সনৎকুমার নন্দী
শ্রী রাজা হেলা
শ্রী আশুতোষ ঘোষ
শ্রী সান্তকিলাল হেলা
শ্রী জাহিদ হোসেন
শ্রী প্রভাসচন্দ্র সাহা
শ্রী চুনীলাল হেলা
শ্রীমতী বীণা হেলা
শ্রী অরুণ মৈত্র
শ্রী শিবু হাসদা
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাস
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার
শ্রী সুশীল বারিক
শ্রীমতী সুষমা বারিক
শ্রী বিশু অধিকারী
শ্রীমতী চামেলি দাস
শ্রী দীপক রায়
শ্রী সমরনাথ সুর
শ্রী গৌরাঙ্গ সরকার
শ্রী আনন্দদুলাল মাইতি
শ্রী শঙ্কর হেলা (২)
শ্রী মহঃ ইশাহাক
শ্রী হেমন্ত দাস

শ্রী চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শ্রী স্বপন গুহ
শ্রী হরিপদ রায়
শ্রী অমরনাথ নন্দী
শ্রীমতী সুমতি হাজরা
শ্রী অরবিন্দ মান্না
শ্রী হরিনারায়ণ পাল
শ্রী ছেদিলাল পাসোয়ান
শ্রী চেং বাহাদুর
শ্রী খগেন্দ্রনাথ জানা
শ্রী অশোককুমার নায়ক
শ্রী শ্যামসুন্দর প্রসাদ
শ্রী কমলেশ মণ্ডল
শ্রী রতনকুমার রায়
শ্রী শ্যামসুন্দর রায়
শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জী
শ্রী দিলীপ হাজরা
শ্রী নিতাইচন্দ্র দে
শ্রী বাল্মীকি প্রসাদ
শ্রী সন্তোষ হাঁসদা
মোঃ শৌকত
শ্রী প্রদীপ দাস
শ্রী রাজকুমার ঘোষ
শ্রী অনুপ বিশ্বাস
শ্রীমতী রাধা হেলা